sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 1

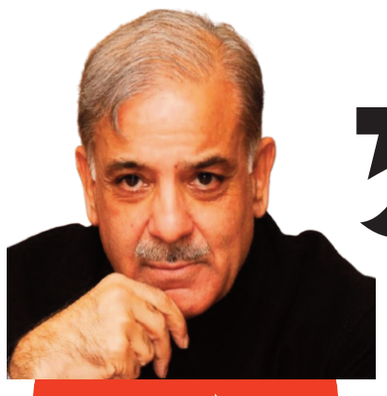

সকালের শিরোনাম

যে হোটেলে শান্তি বৈঠকের আয়োজন করেছিল, সেই হোটেলের বিল মেটাতে পারছে না পাকিস্তান ● পৃঃ ৩

কলকাতায় বিদ্যুৎহীন ১০০ বুথ, রাজ্যের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন ● পৃঃ ৩

ইস্তেহার প্রকাশে চমক মীনাক্ষীর মহিলা ব্রিগেড ও নবীন বাহিনী ● পৃঃ ২

শুক্রবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা ●১৭ এপ্রিল ২০২৬ ● বাংলা ৩ বৈশাখ ১৪৩৩ ●বর্ষঃ- ০১ ●সংখ্যা ঃ- ২১৪ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

যারা মাছ বন্ধ করতে চায়, তারাই এখন মৎস্যপ্রেমী ! তোপ সেলিমের

আজকের খবর

দুর্গাপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

বিধানচন্দ্র রায়ের পরে দুর্গাপুরে বিজেপি শিল্পের জোয়ার আনবে, স্থানীয় যুবকেরা কর্মসংস্থান পাবে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী এবং লক্ষণ ঘড়ুইকে আপনারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে বিধানসভায় পাঠান। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের পরে দুর্গাপুরে শিল্পের জোয়ার আনবে বিজেপি সরকার। কোন বাইরের লোকের এখানে কাজ করার দরকার নেই। স্থানীয় যুবক-যুবতীরাই কাজ পাবে দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলাম, এবারে আবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হারিয়ে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠন করব'। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুর্গাপুরের মানুষকে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন দুর্গাপুরের হাজার-হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক, বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে বিশাল বিজয় সংকল্প সভায় অংশ নিয়ে বাংলায় তৃণমূল সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, '৩৪ বছর সিপিএমকে দিলেন, ১৫ বছর দিলেন তৃণমূলকে, পাঁচ বছর দেবেন না রামেদের? হাতে কাজ, পেটে ভাত এবং মাথায় ছাদ, এই অঙ্গীকার বিজেপির'। এরপরই জনসমুদ্রের মধ্যে থেকে শোনা যায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। অন্যদিকে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে মানুষের কাজ, খাদ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে শিল্প ধ্বংসের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, টাটা প্রকল্প চলে যাওয়ার পর বহু শিল্প বন্ধ হয়েছে এবং বহু স্কুলে তালা পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের-এর সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি মদের দোকান বাড়িয়ে সমাজের ক্ষতি করা হয়েছে। বেকারত্ব ও পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির অভিযোগ তুলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিক্ষিত বেকারদের চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত মাসে ৩০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে'। তিনি ছত্তিশগড়ের উদাহরণ টেনে বলেন, সেখানে বিজেপি সরকার কৃষকদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ৩১০০ টাকা করে ধান কেনার সহায়তা দিয়েছে। একইভাবে বাঁকুড়ায় এসে অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিজেপি সরকার এলে বাংলার কৃষকরাও সেই সুবিধা পাবেন। তিনি অভিযোগ করেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিলেও তৃণমূলের নেতারা তা কালোবাজারে পাচার করছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী হেভিওয়েট নেতার এমন জনসভা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। বুধবার, বালিতে তাঁর প্রচারে অশান্তির প্রশ্নে শুভেন্দু বলেন, 'মাঝে মাঝে তৃণমূলের ৫ টাকার গুন্ডাবাহিনীকে এভাবেই জবাব দিতে হয়। একটা রাজনৈতিক দল প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে তাদের কর্মসূচি করছে আর সেখানে নোংরামি করছে তৃণমূল। এই নোংরামি, গুণ্ডামি ওদের সংস্কৃতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে এটা থেকে রাজ্যকে বের করতে হবে'। গাড়িতে নাকা চেকিং নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে শুভেন্দুর বিস্ফোরক দাবি, 'ওঁর মাথার চিকিৎসা করাতে হবে। ওঁকে বলুন মাথার চিকিৎসা করাতে'।

যাঁদের হাতে রক্ত মিশে, তাঁরা বাংলার মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলে অসম্মান করেন ঃ মমতা

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

যাঁদের হাতে রক্ত মিশে, তাঁরা বাংলার মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলে অসম্মান করেন। বলেছিল প্রতি বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে। দিয়েছে কী? একটা গ্যাংম্যানকেও চাকরি দিয়েছে রেলে? বলেছিল ১৫ লক্ষ টাকা দেবে, এক পয়সাও দিয়েছে? নোটবন্দির সময় মায়েদের জমানো পয়সা কেড়ে নিল। তার পর সবাইকে রাস্তায় ফেলে দিল। সে জন্য আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার করেছিলাম।' বৃহস্পতিবার এভাবেই উত্তরবঙ্গের একের পর এক জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম না করে তীব্র আক্রমণ করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি এবং সিপিএমকে এক গোত্রে ফেলে আক্রমণ শানিয়ে মমতার অভিযোগ, 'আমার সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই এ সব করছে। সিপিএম কত খুন করার চেষ্টা করেছে তা-ই পারেনি। এরা কী করবে বড়জোড় প্রাণে মেরে ফেলবে, আইন ডোন্ট কেয়ার। মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি থাকব। তাই বলি কোনও ভয় পাবেন না। এটা শুধু ইলেকশন পর্যন্ত চমকানো। তার পরে এরা কোথায় হারিয়ে যাবে, আর দেখা পাবেন না। তৃণমূল এ বার আগের থেকে বেশি ভোটে জিতে আসবে। আমাকে সব বিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফোন করছেন, জিজ্ঞাসা করছেন আসব? আমি ঠিক টুগেদার করে দেব। তৃণমূল কংগ্রেস সবার সঙ্গে থাকবে। আমরা চেয়ার চাই না। যাঁদের ভোট আছে তাঁরা ভোট দিতে যাবেন। আর যাঁদের নাম ওঠেনি, তাঁরা নৈতিক সমর্থন দেবেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম নাম তোলার। আগামী দিনেও চেষ্টা করে যাব। আমাদের সরকার থাকতে কোনও এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। বিজেপিকে এনআরসি করে পাঠিয়ে দেব। বাংলার উপর হিংসা, বাংলাকে দেখলেই মনে জ্বালা! যে লিস্টে আপনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে বাংলা দখল করার চেষ্টা করছেন। কখনও ধর্মের

এরপর ৪ পৃঃ

আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর আসন পুনর্বিন্যাসে কোনও রাজ্যের সঙ্গে ভেদাভেদ হবে না

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আসন পুনর্বিন্যাসে কোনও রাজ্যের সঙ্গে ভেদাভেদ হবে না।' সংসদের বিশেষ অধিবেশনে আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল পেশ করার পরে দেশের সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে উঠে এভাবেই গ্যারান্টি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিরোধীদের দাবি, এতে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিলের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন যে উত্তর, দক্ষিণ, ছোট বা বড় কোনও রাজ্যই আসন পুনর্বিন্যাসে বঞ্চনা বা ভেদাভেদের শিকার হবে না। আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ করার পাশাপাশি সংসদে আজ পেশ হয়েছে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল। মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল এবং আসন পুনর্বিন্যাস বিল-সমেত ৩ বিল পেশ হয়েছে। লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৮৫০ করতে আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ হয়েছে আজ। আলোচনার জন্য লোকসভায় ২৫১-১৮৫ ভোটে গৃহীত হল বিল। তৃণমূল এবং কংগ্রেসসহ দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংসদদের তরফে এই বিলের এখন পেশ করা নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করা হলে বিরোধী সাংসদদের ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা অতীতে এই সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছেন, তাদের দেশের মহিলারা ক্ষমা করেননি এবং তার পরের নির্বাচনে তারা অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে। মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ মিস করবেন না। আমি

এরপর ৪ পৃঃ

বিজেপির আসল ট্রাম্প কার্ড হল নির্বাচন কমিশন ঃ অভিষেক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আপনি যদি ভাবেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ বিজেপির ট্রাম্প কার্ড, তাহলে ভুল করছেন। বিজেপির আসল ট্রাম্প কার্ড হল নির্বাচন কমিশন। যারা মেঘের আড়াল থেকে বিজেপির হয়ে লড়ে যাচ্ছে। বিজেপি যেভাবে বলছে, অনুগতর মতো ঠিক সেভাবে নির্দেশ মেনে চলছে।' বাংলায় প্রথম দফা ভোটগ্রহণের আগে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রেক্ষিতে এভাবেই বিজেপি ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অভিষেক নিজের এক্স হ্যান্ডলে ভিডিও পোস্ট করে সঙ্গে লেখেন, 'আপনি যদি ভাবেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ বিজেপির ট্রাম্প কার্ড, তাহলে ভুল করছেন। বিজেপির আসল ট্রাম্প কার্ড হল নির্বাচন কমিশন। যারা মেঘের আড়াল থেকে বিজেপির হয়ে লড়ে যাচ্ছে। বিজেপি যেভাবে বলছে, অনুগতর মতো ঠিক সেভাবে নির্দেশ মেনে চলছে।' নিজের বক্তব্যের সমর্থনে এরপরেই তৃনমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিজেপি নির্দেশ দেয়, কমিশন বাধ্য ছাত্রের মতো আদেশ পালন করে। শ'য়ে শ'য়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোম্পানিকে পহেলগাঁও, দিল্লি, মণিপুর বা নয়াডায় মোতায়েন করা জরুরি ছিল। তাদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের যাঁরা নিরাপত্তা পান, তাঁদের টার্গেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আমার নিজের পরিবারও রয়েছে। যে গুজরাতিবাবুরা আমাদের কর্মীদের ঘরে বন্দি থাকার জন্য হুমকি দিচ্ছেন। ফল ঘোষণার পর এক ঘণ্টার জন্যও তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাবে না। এটা কোনও ধমক নয়, এটা একটা চ্যালেঞ্জ।' অন্যদিকে, তৃণমূল দাবি করেছে, কমিশনের পর্যবেক্ষকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলীয় নেতাদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হেনস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও মানহানিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এমনকী, দিনের আলোয় তাঁর গাড়ি তল্লাশি করার জন্য ফ্লাইং স্কোয়াডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অবশ্য জানান, তাঁর এই বিষয়টি জানা নেই। কোনও সিনিয়র লিডারের গাড়ি সার্চ করার কোনও খবর নেই। তবে কমিশনের গাইডলাইন রয়েছে, যদি কোনও সন্দেহজনক গাড়ি থাকে, তাহলে সার্চ করা যাবে। মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'তাঁরা নোটিফিকেশন কোথা থেকে পেয়েছেন, তা তো জানাচ্ছেন না।

রায় সুপ্রিম কোর্টের ভোটের দুদিন আগেও নামের সমস্যা নিষ্পত্তি হলে ভোট দিতে পারবেন বৈধ ভোটাররা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর মামলার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের এক ১৪২ ধারা জারি করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল ভোট গ্রহণের দুদিন আগেও যদি বিশেষ ট্রাইবুনাল থেকে নামের জটিলতা নিষ্পত্তি হয় তাহলে ভোট দিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট বৈধ ভোটাররা। অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল ২১ এপ্রিল এবং ২৭ এপ্রিল তারিখের মধ্যে যাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তি করবে তাঁদের নাম সংযুক্ত করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। 'অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য যাঁদের আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের বৈধ বলে জানাবে।' জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। 'ইনক্লুশন' এবং 'এক্সক্লুশন' দু'ক্ষেত্রেই লাগু হবে এই নির্দেশ, জানাল শীর্ষ আদালত।এমনকী ২১ এপ্রিলের মধ্যে তাঁদের নামের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। ২১ এপ্রিল প্রথম দফার জন্য। দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে সেটি ২৭ তারিখ নির্ধারণ করল সর্বোচ্চ আদালত। আগামী ২৪ তারিখ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলেই জানাল শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, অন্য কোনও রাজ্যে না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এসআই আর-এ কেন লজিক্যাল ডিস্ক্রিপ্যান্সিতে ভোটারদের ফেলল নির্বাচন কমিশন? সোমবার এসআইআর মামলার শুনানি চলাকালীন নির্বাচন কমিশনকে এই প্রশ্নই করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। গত শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে এই বিষয়ে আবেদন জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে তিনি আবেদনে জানান, ট্রাইব্যুনাল যাঁদের নামে নিষ্পত্তি করবে, তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া হোক। যদিও

এরপর ৪ পৃঃ

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

১৭ এপ্রিল ২০২৬ শুক্রবার

আম্বেদকর এবং...

বাবাসাহেব আম্বেদকর। পরাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক ভারত নির্মাণের যে পতাকা তিনি উত্তোলন করেছিলেন সে পতাকা আজ স্বাধীন ভারতের ধুলোয় ভূলুণ্ঠিত। ইতিহাসের এটা পরিহাস নাকি নিয়ম তা বুঝে ওঠা কঠিন।আম্বেদকরের পতাকার পদদলনকারীদের আম্বেদকরের স্মৃতিতে সমবেত রুদালী। যে সংবিধানের সাথে আম্বেদকরের সংগ্রামের রক্তের সম্পর্ক তা প্রতিদিন হিটলারীয় হোমাগ্নিতে দহন করছে যারা আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে তাদেরই কপট মাল্যদান আর আবেগঘন ভাষণ! মনুস্মৃতিকে পবিত্র শাস্ত্রের স্থান থেকে উপড়ে ফেলে কোটি কোটি শ্রমজীবি মানুষের ঘৃণার অনলে দাহ করে অমর হয়েছিলেন যিনি তাঁর কপট পূজার অভিনয় হবে দেশজুড়ে মনুরই শিষ্যদের দ্বারা। সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক ভারতীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধাবিগলিত নাট্যমঞ্চে এই নাট্যদলের দলপতিদের হাতেই আজ গোটা দেশে সাড়ে চার কোটি শ্রমজীবি মানুষের ভোটাধিকার আক্রান্ত। শ্রমজীবি মানুষ আম্বেদকরকে বিভিন্নভাবে মানুষ মনে রেখেছেন, রাখবেন। কারণ এক নয়া ভারত নির্মানে আম্বেদকরের সংগ্রাম ছিল বহুস্তরীয়। তিনি দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন, শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন এবং আইনি কাঠামোর মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই সংগ্রামের একটি দিক যেমন ছিল দলিত তথা শূদ্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উপপ্লবীয় উত্থান তেমনি অন্যদিকটি হল দেশের প্রতিটি মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ঔপনিবেশিক ভারতের সময় ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল সম্পত্তি, শিক্ষা বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে। ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশ;বিশেষত দলিত, শ্রমজীবী ও নারীরা;রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত থাকত। আম্বেদকর এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দাবি তোলেন যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত, কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জনগণের সার্বভৌমত্ব।স্বাধীন ভারতের স্থপতিরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে যখন একটি শ্রেণির, বলাই বাহুল্য ধনবান শ্রেণির, সার্বভৌমিকতা হিসাবে বুঝেছেন, আর দেশের বর্তমান শাসকরা, ফ্যাসিবাদী বিজেপি আরএসএসের কর্তাব্যক্তিরা বুঝেছেন তাদের ধান্দার স্যাঙাতগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব হিসাবে, তখন আম্বেদকরের জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ছিল তাঁর শূদ্র বিপ্লবের রক্তনিশানের রক্তিম আভায় রাঙানো। আম্বেদকরের আন্দোলন ও চিন্তাধারা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শুধু প্রসারিতই করেনি, বরং তাকে আরও মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছে।আধুনিক ভারতের গণতান্ত্রিক ভিত্তি নির্মাণে অন্যতম প্রধান স্থপতি আম্বেদকরের চিন্তা ও সংগ্রামের কেন্দ্রে ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমতাভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন;যেখানে জন্ম, বর্ণ, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। গণতান্ত্রিক ভারত সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ভূমিকা এই বৃহত্তর লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্মৃতির পাতা থেকে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩০ অক্টোবর ১৯০১ , ২৫ জুন ১৯৬০) বাংলা ভাষার একজন প্রধান আধুনিক কবি। বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের যে পাঁচ জন কবি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটান তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ অন্যতম। বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একাধারে কবি ও বিদ্বান, স্রষ্টা ও মনস্বী। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে, এবং একই সঙ্গে আবহমান পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার মতো বিস্তীর্ণ ও যত্নলব্ধ জ্ঞান ভারত ভূমিতে বিরল ও বিস্ময়কর। তিনি পরিচয় সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি জীবনের এক পর্যায়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতা শহরের হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মায়ের নাম ইন্দুমতি বসুমল্লিক। সুধীন দত্তের বাল্যকাল কেটেছে কাশীতে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাশীর থিয়সফিক্যাল হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯২২ সালে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত যথারীতি পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও কোনো বিষয়েই পরীক্ষা দেন নি। ১৯২৪ সালে ছবি বসুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু এক বছরের ভিতরেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালের ২৯ মে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রাজেশ্বরী বাসুদেব সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন কবি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।পিতার আইন ফার্মে কিছুদিন শিক্ষানবিস হিসেবে থাকার পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চাকরিজীবন শুরু করেন লাইট অব এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ সালে পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১২ বছর ধরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্টেটসম্যান ও শরৎ বসুর লিটারারি কাগজে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। শিল্পকলাবিৎ শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তার বন্ধু।১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তিনি তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। এই বিভাগে তিনি বুদ্ধদেব বসুর সাথে বহুভাষাবিদ ফাদার রবের আঁতোয়ানকেও সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। সর্বব্যাপী নাস্তিকতা, দার্শনিক চিন্তা, সামাজিক হতাশা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদ তার কবিতার ভিত্তিভূমি।তার কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় , বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন , সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তার মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। বহুকাল ধ'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম বলে, তার মৃত্যুর পর থেকে একটি প্রশ্ন মাঝে-মাঝে আমার মনে জাগছে যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সে-বস্তুটি কী? তা কি বুদ্ধিরই কোনো উচ্চতর স্তর, না কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য। ইংরেজি জিনিয়াস শব্দে অলৌকিকের যে আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হ'লে প্রতিভাকে এক ধরনের আবেশ বলতে হয়, আর সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হ'য়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর। যদি প্রতিভাকে অলৌকিক ব'লে মানি, তাহ'লে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব, রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হ'তে পারেন এবং হ'লে কিছু এসে যায় না, উপরন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নত বুদ্ধি ব'লে ভাবলে কবি হ'য়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর ধীশক্তি কোনো-কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারণে কাব্যরচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই কারণসমূহ ভিন্ন হ'লে যিনি বণিক বা বিজ্ঞানী বা কূটনীতিজ্ঞরূপে বিখ্যাত হ'তে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়?বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন আমরা শুধু উত্থাপন করতে পারি, এর উত্তর দেয়া সকলেরই সাধ্যাতীত। কেননা ইতিহাস থেকে দুই পক্ষেই বহু সাক্ষী দাঁড় করানো যায়, তারা অনেকে আবার স্ববিরোধে দোলায়মান। বহুমুখী গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' আছেন একান্ত হোল্ডার্লিন ও জীবনানন্দ, মনীষী শেলি ও কোলরিজের পাশে উন্মাদ ব্লেক ও অশিক্ষিত কীটস, উৎসাহী বোদলেয়ারের পরে শীতল ও নিরঞ্জন মালার্মে। জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহলে বা অনীহায় তারা আক্রান্ত, এত বিভিন্নভাবে তারা কর্মিষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়, এবং উৎসুক ও উদাসীন ছিলেন, যে ঠিক কোন লক্ষণটির প্রভাবে তারা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করার আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। এবং কবিত্বের সেই সামান্য লক্ষণ;যদি বা কিছু থাকে;তা আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ও নয়; এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে ।

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন কার দিকে ঝুঁকছে পাল্লা?

কী বলছে সমীক্ষা?

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। রাস্তায় সভা-সমাবেশ, ধর্মীয় মিছিল থেকে শুরু করে টিভি স্টুডিওসব জায়গাতেই এখন একটাই প্রশ্ন বাংলায় কি ফের ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল, নাকি ঘুরে দাঁড়াবে বিজেপি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বিভিন্ন সংস্থা ও মিডিয়া হাউস ইতোমধ্যেই মতামত সমীক্ষা বা 'ওপিনিয়ন পোল' প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সেই সব পোলের ফলাফল বলছে, লড়াই এখনও তৃণমূল বনাম বিজেপি, কিন্তু আগের মতো একতরফা নয়।২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে দুই দফায়, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, এবং ফল ঘোষণা ৪ মে। গত ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে ২০০-র বেশি আসন পেয়েছিল। এবার লক্ষ্য, চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরা। অন্যদিকে বিজেপি চাইছে সেই ব্যবধান কমিয়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে আরও কাছে পৌঁছতে।বলে রাখা ভালো, সমীক্ষাগুলি ভোটের আগেই সম্ভাব্য ফলাফলের একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করলেও এগুলিই চূড়ান্ত ফল নয়। ভোটের আগে জনমনের প্রবণতা বোঝার একটা ইঙ্গিত মাত্র। তবু এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক লড়াই কোন দিকে এগোচ্ছে, তা বুঝতে এই পোলগুলির গুরুত্ব অনেক। সবচেয়ে আলোচিত সমীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে ভোটভাইব-সিএনএন-নিউজ১৮ এবং ম্যাট্রিজ-আইএএনএস-এর জরিপ। এই দুই সমীক্ষার ফলাফল একসঙ্গে দেখলে একটা স্পষ্ট প্রবণতা ধরা পড়ে, রাজ্যে এখনও এগিয়ে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি-ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। ভোটভাইব-সিএনএন-নিউজ১৮ সমীক্ষা অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস চতুর্থবারের মতো সরকার গড়তে পারে। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২৯৪ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল পেতে পারে প্রায় ১৮৪ থেকে ১৯৪টি আসন। অর্থাৎ, সরকার গড়তে যত আসন দরকার (১৪৮), তার থেকেও অনেক বেশি।এই একই সমীক্ষা বিজেপির জন্য ৯৮ থেকে ১০৮টি আসনের পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থাৎ, বিজেপি আগের তুলনায় শক্ত অবস্থানে থাকলেও সরকার গড়ার মতো সংখ্যায় এখনও কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে ছোট দল ও আঞ্চলিক শক্তির উপস্থিতি খুব সীমিত থাকবে বলেই উঠে এসেছে সমীক্ষায়। ভোট শতাংশের ক্ষেত্রেও তৃণমূল এগিয়ে। সমীক্ষা বলছে, প্রায় ৪১.৯ শতাংশ ভোট তৃণমূলের দিকে যেতে পারে, যেখানে বিজেপির সম্ভাব্য ভোট শেয়ার ৩৪.৯ শতাংশের আশেপাশে।অন্যদিকে ম্যাট্রিজ-আইএএনএস-এর সমীক্ষাযে একটু ভিন্ন ছবি উঠে এসেছে। এই জরিপ অনুযায়ী, তৃণমূল পেতে পারে ১৫৫ থেকে ১৭০টি আসন, আর বিজেপি পেতে পারে ১০০ থেকে ১১৫টি আসন। এই সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হলেও ব্যবধান আগের নির্বাচনের তুলনায় কমতে পারে। বিজেপি এখানে স্পষ্টতই বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে।ভোট শতাংশের হিসেবে ম্যাট্রিজ-আইএএনএস-এর সমীক্ষা বলছে, তৃণমূল পেতে পারে ৪৩-৪৫ শতাংশ ভোট, আর বিজেপি ৪১-৪৩ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। অর্থাৎ ভোটের ব্যবধান খুব বেশি নয়। এতে আসন বণ্টনে বড় পার্থক্যও তৈরি করতে পারে।এই দুই সমীক্ষা পাশাপাশি রাখলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। ভোটভাইব-এর সমীক্ষা তৃণমূলের বড় জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে, কিন্তু ম্যাট্রিজ-আইএএনএস বলছে লড়াই অনেকটাই টাইট।রাজনীতির মাঠেও এই সমীক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বিজেপি ইতোমধ্যেই সংগঠনকে মজবুত করতে 'বটম-আপ' কৌশল নিচ্ছে, বিশেষ করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জোর দিচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলও সংগঠনকে নতুন করে সাজাচ্ছে এবং প্রার্থী তালিকায় বড় পরিবর্তন এনেছে।দেখা যাচ্ছে, রাত ১১টার পর যখন বুথগুলো সবথেকে বেশি প্রয়োজন, ঠিক তখনই সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাঁকুড়গাছি বা হাডকো ক্রসিংয়ের মতো জায়গায় অনেক সময় বুথগুলো খালি থাকছে।এই পরিস্থিতিতে লড়াই মূলত দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে বিজেপি। যদিও কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট নিজেদের জায়গা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে, সমীক্ষাগুলিতে তাদের প্রভাব খুব সীমিত বলেই দেখা যাচ্ছে।সমীক্ষাগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা। কিছু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, একটা অংশ এখনও বর্তমান বিধায়কদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাদের ফের ভোট দিতে প্রস্তুত।এটা তৃণমূলের জন্য বড় সুবিধা হতে পারে।তবে সবকিছুর মধ্যেও একটা বিষয় পরিষ্কার, ২০২১ সালের মতো একতরফা ফল নাও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও শহরাঞ্চলে ফলাফল খুব কাছাকাছি হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো জোট রাজনীতি। বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে লড়বে কি না, তা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এই জোট হলে কিছু আসনে সমীকরণ বদলাতে পারে, যদিও তার প্রভাব সীমিতই থাকবে বলে মত ওয়াকিবহল মহলের।এখন পর্যন্ত যে সমীক্ষাগুলো সামনে এসেছে, তা থেকে তিনটি বড় ট্রেন্ড স্পষ্ট। প্রথমত, তৃণমূল এখনও এগিয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপি আগের তুলনায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অনেক আসনে লড়াই কঠিন করে তুলতে পারে। তৃতীয়ত, অন্য দলগুলির প্রভাব কমে গিয়ে লড়াই মূলত দ্বিমুখী হয়ে উঠছে। সুতরাং ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এখনো 'ওপেন কন্টেস্ট'।ভোটের আগে মানুষের মত বদলে যেতে পারে। কে প্রার্থী হচ্ছে, কীভাবে প্রচার চলছে, কী ইস্যু উঠছে আর ভোটের দিন কত মানুষ ভোট দিচ্ছে;সব মিলিয়েই শেষ পর্যন্ত ফল ঠিক হবে। সমীক্ষা তৃণমূলকে এগিয়ে রাখলেও, বিজেপির চ্যালেঞ্জকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নয়।

শেষ কথা বলবে ব্যালট। ৪ মে ফল ঘোষণার দিনই জানা যাবে, সমীক্ষা কতটা সত্যি হলো।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একজিট পোল ঘিরে বড়সড় বুমেরাং দেখা গিয়েছিল। ভোটের শেষ দফার পর বেশিরভাগ জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমের একজিট পোলই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে থাকতে পারে, এমনকী সরকার গঠনের সম্ভাবনাও দেখানো হয়েছিল। অনেক সমীক্ষায় বিজেপিকে ১৩০-১৬০ আসনের মধ্যে দেখানো হয়, আর অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-কে ধরা হয় তার কাছাকাছি বা কিছুটা পিছিয়ে। কিন্তু ২ মে ফল ঘোষণার পর বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩টি আসন জিতে বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় ফেরে, আর বিজেপি পায় ৭৭ আসন। অর্থাৎ, একজিট পোলের পূর্বাভাসের সঙ্গে বাস্তব ফলের ফারাক ছিল বিশাল। ভোট শতাংশের ক্ষেত্রেও তৃণমূল স্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিল।ফলে ২০২১-এর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, একজিট পোল সবসময় নির্ভুল নয়। এগুলো শুধু একটা ইঙ্গিত দেয়, চূড়ান্ত ফল নয়, শেষ কথা বলে ভোটবাক্সই। সৌঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

আইএএস-আইপিএস বদলি ইস্যুতে হস্তক্ষেপ নয় ঃ সুপ্রিম কোর্ট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের বদলি এবং রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় আপাতত হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন সামনে থাকায় কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করতে নারাজ শীর্ষ আদালত। তবে মামলাটিকে আইনগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিয়ে বিচারাধীন রেখেছে আদালত।এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানির সময় আবেদনকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, আগে নির্বাচন বা উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ধরনের বদলি বা নিয়োগের আগে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করা হত। কিন্তু এবার সেই প্রক্রিয়া মানা হয়নি এবং রাজ্যপালের সঙ্গেও পরামর্শ করা হয়নি, যা নিয়মবিরুদ্ধ। এই যুক্তির আইনি ভিত্তি রয়েছে বলে স্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করলে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই এখনই কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে রাজি নয় আদালত।সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি-সহ প্রায় ৩৭৫ জন আধিকারিকের বদলির ক্ষেত্রে আপাতত হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি জানানো হয়, বৃহত্তর আইনগত প্রশ্ন বিবেচনায় মামলাটি ভবিষ্যতে বিস্তারিত শুনানি হবে।নির্বাচনের মুখে এই রায়ে প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও, বিষয়টি যে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে ইভিএম প্রস্তুতির কাজ শুরু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশের একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ শুরু হল। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার ভোটের জন্য ইভিএম ও ভোট যাচাইকরণ যন্ত্র প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে।নির্বাচন কমিশন আগেই আসাম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের কথাও জানানো হয়। সেই অনুযায়ী ২৩ এপ্রিল যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে, সেখানে ১৬ এপ্রিল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ইভিএম প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় প্রার্থীরা বা তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকছেন। পাশাপাশি সাধারণ পর্যবেক্ষকরাও গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছেন। প্রস্তুতির পর নির্বাচিত কিছু ইভিএমে পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণ করা হবে, যেখানে প্রায় এক হাজার ভোট দিয়ে যন্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। প্রার্থীরাও চাইলে এই পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণে অংশ নিতে পারবেন।

এর আগে দুই ধাপে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ইভিএম বণ্টন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে জেলা স্তর থেকে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে সেই কেন্দ্রগুলি থেকে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ইভিএম পাঠানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে মোট ৭৫ হাজার ৬৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ৪৪ হাজার ৩৭৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। সমস্ত ইভিএম ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সুরক্ষিত কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

রুটি-রুজি ছাপিয়ে ভোটের ইস্যু 'দূষণ'

খড়গপুরে পথ দেখাচ্ছে জোড়াফুল

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

খড়গপুর

বাংলার বিধানসভা নির্বাচন মানেই সাধারণত চেনা কিছু শব্দবন্ধের ছড়াছড়ি; কর্মসংস্থান, উন্নয়ন, অনুদান কিংবা মেরুকরণের রাজনীতি। কিন্তু এই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে এ বার বিধানসভা ভোটে আছড়ে পড়ল এক 'ব্র্যান্ড নিউ' ইস্যু। পরিবেশ দূষণ! যে বিষয়টিকে সাধারণত পশ্চিমি দেশ বা দেশের রাজধানীর ভোট-রাজনীতির অঙ্গ হিসেবেই ধরা হয়, তাকেই এবার বাংলার মাটিতে, বিশেষ করে শিল্পশহর খড়গপুরে, ভোটের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করে তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। খড়গপুরের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকারের প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে এবার শুধুই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, উঠে এসেছে 'খড়গপুরের দূষণ রোধের কর্মপরিকল্পনা' বা পলিউশন অ্যাকশন প্ল্যান।

'খড়গপুর জাগরণ'-এর ডাক দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লড়াই কারখানার ধোঁয়া আর ধূলিকণার বিরুদ্ধে। আর এই লড়াই নিছক কথার কথা নয়, আইআইটি খড়গপুরের বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে রীতিমতো শলাপরমর্শ করে তিন বছরের একটি বাস্তবমুখী রোডম্যাপ তৈরি করেছেন তিনি। কী রয়েছে এই অভিনব ইস্তাহারে? জানা গেছে, শিল্প ও ধূলিজনিত দূষণকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে । ১) ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা । এর মাধ্যমে কারখানায় কাঁচামাল বহনকারী সমস্ত ট্রাকে বাধ্যতামূলকভাবে মজবুত ত্রিপলের আচ্ছাদন নিশ্চিত করা। এই নিয়ম কার্যকর করতে পুরসভা, পুলিশ এবং বিধায়কের সরাসরি নজরদারির কথা বলা হয়েছে। ২) গ্রিন বাফার জোন। এর মাধ্যমে কারখানা ও প্রধান সড়কগুলির দু'পাশে উচ্চ দূষণ শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন বা 'গ্রিন বাফার জোন' তৈরি করা। ৩) অত্যাধুনিক ধূলিকণা পরিষ্কার ব্যবস্থা । যার মাধ্যমে ইন্দোর বা গুড়গাঁওয়ের মডেলে খড়গপুরে ৩টি আধুনিক ভ্যাকুয়াম রোড-ক্লিনিং ট্রাক চালু করা হবে। হাতে ঝাঁট দেওয়ার বদলে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধুলো পরিষ্কারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ৪) পানীয় জল এবং বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকনাযুক্ত জলাধার বা লেক তৈরি। এর ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বজায় থাকবে এবং ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণে আসবে। ৫) স্মার্ট একিউআই প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা । এর মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি হল দূষণপ্রবণ এলাকাগুলিতে স্বয়ংক্রিয় জল স্প্রিঙ্কলার স্থাপন। বাতাসে দূষণের মাত্রা বা একিউআই ৩০০ ছাড়ালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই স্প্রিঙ্কলারগুলি চালু হয়ে যাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, খড়গপুরের মতো শিল্পাঞ্চলে ধুলো এবং কারখানার দূষণ দীর্ঘদিনের সমস্যা। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এই চরম দুর্ভোগকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে তৃণমূল প্রার্থী এক মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন। প্রচারে তাঁর সাফ কথা, 'অবাস্তব প্রতিশ্রুতি নয়, লক্ষ্যভিত্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ।' পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা যে বাংলার ভোটারদের মধ্যেও ক্রমশ বাড়ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রুটি-কাপড়া-মকানের চিরাচরিত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দূষণমুক্ত বাতাসের অধিকার যে ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, এখন সেদিকেই নজর রাজ্য-রাজনীতির।

খবর

দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে নজিরবিহীন ভিড়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আর সেই উত্তাপেরই এক জীবন্ত চিত্র দেখা গেল বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুভাশিষ চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত বিশাল মিছিল কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হল। ১২৪ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে আয়োজিত এই মহামিছিল শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না;এটি যেন হয়ে উঠেছিল মানুষের আবেগ, আস্থা ও সমর্থনের এক বিরাট মঞ্চ।

এলাকার জনপ্রিয় কাউন্সিলর রাজীব কুমার দাসের নেতৃত্বে এই পদযাত্রা প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় এক অপ্রতিরোধ্য জনস্রোতে। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তরুণ-তরুণী থেকে প্রবীণ, মহিলা থেকে কর্মজীবী;সব শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলে বড় ইঙ্গিত বহন করে।মিছিল চলাকালীন শুভাশিষ চক্রবর্তীর প্রতি মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল তুঙ্গে। ফুলের তোড়া, করতালি, স্লোগান এবং শুভেচ্ছায় ভরে ওঠে গোটা এলাকা। বহু সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যেই জানান, উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা আবারও শুভাশিষ চক্রবর্তীকেই চাইছেন।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শুভাশিষ চক্রবর্তী রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদপুষ্ট এবং সংগঠনের মধ্যে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট দৃঢ়। ফলে তাঁর প্রার্থীতাকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। মিছিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভাশিষ চক্রবর্তী বলেন, গণদেবতাই শেষ কথা বলবে।

আমি বিশ্বাস করি, বেহালা পূর্বের মানুষ আমার পাশে আছেন এবং আমাকে আবার কাজ করার সুযোগ দেবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিপুল জনসমাগম শুধুমাত্র একটি মিছিল নয়;এটি ভোটের আগে শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি জনমানসে প্রভাব বিস্তারের এক কৌশলগত পদক্ষেপ। ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে এই জনজোয়ার আসন্ন নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, বেহালা পূর্ব এখন নির্বাচনী রাজনীতির অন্যতম হটস্পট। আর এই বিশাল মিছিল সেই লড়াইকে আরও তীব্র, আরও আকর্ষণীয় করে তুলল;যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভোটের আগাম লড়াইয়ের উত্তেজনা।

উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর নির্বাচন কমিশনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ বেশ অন্যরকম। ফলে সেখানে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। কিন্তু সবটাই নির্বাচন কমিশনের কাছে বেশ চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে এমন বহু স্কুল আছে যেখানে পাঁচিল নেই। আশপাশে রয়েছে জঙ্গল কিংবা ঝোপঝাড়ে ভরা। ফলে এই সব জায়গা থেকে খুব সহজেই চোখ এড়িয়ে বহিরাগতরা ঢুকে পড়তে পারে বুথের ভিতরে। বিঘ্নিত হতে পারে বুথের নিরাপত্তা। সেই সব কিছু বিষয় মাথায় রেখে এবার বিশেষ পদক্ষেপ করল কমিশন। এই বছরের ভোটে এই ধরনের স্কুলগুলিকে বাঁশ দিয়ে আলাদা বেড়া করে দেবে কমিশন। ওই বেড়ার ভিতর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকবেন। এবার যে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোটার কার্ড থাকলে তবেই বুথের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন ভোটাররা। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় সব বুথকেই স্পর্তকাতর চিহ্নিত করেছেন পর্যবেক্ষকরা। সেখানেই থাকছে এই ধরনের যাবতীয় ব্যবস্থা। ফলত, বোঝাই যাচ্ছে, গত নির্বাচনের চাইতে এই নির্বাচনে আলাদা ভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন।

তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে শীতলকুচির মতো ঘটনা যে স্কুলে হয়, সেখানে অনেক বড় পাঁচিল ছিল। কিন্তু সিআরপিএফরা তারপরও অশান্তি এড়াতে পারেননি।

অভিযোগ, উল্টে তাঁদের চলা গুলিতে মৃত্যু হয় চার গ্রামবাসীর। এখন দেখার এতো কিছুর পরেও নির্বাচন কতটা শান্তিতে হয়।

হোটেলের বিল মেটাতে পারছে না পাকিস্তান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

যে বিলাসবহুল হোটেলে আমেরিকা ও ইরানের শান্তি বৈঠকের আয়োজন করেছিল পাকিস্তান, সেই হোটেলের বিল মেটাতে পারছে না পাকিস্তান । পাকিস্তানের অর্থনৈতি যে একদম তলানিতে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজন করেছিল শান্তি বৈঠকের। এখন পড়েছে সমস্যায়। ইসলামাবাদের একটি বিলাসবহুল হোটেলে উপস্থিত হয়েছিলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। কিন্তু সেই হোটেলের বকেয়া মেটাতেই নাভিশ্বাস অবস্থা শাহবাজ শরিফ সরকারের। এমনটাই দাবি করা হয়েছে একটি রিপোর্টে। ইসলামাবাদের বিলাসবহুল হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম হল সেরেনা। প্রায় ১৫ একর জমিতে অবস্থিত এই হোটেলে মোট ৪০০টি ঘর রয়েছে। রয়েছে একাধিক ব্যাঙ্কোয়েট হলও। ভাড়া হাজার হাজার টাকা। এখানেই বসেছিল ইরান-আমেরিকার শান্তি বৈঠক। সাম্প্রতিক রিপোর্টটিতে দাবি করা হয়েছে, হোটেলের বকেয়া মেটাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পাক সরকারকে।

কিন্তু তারপরও তারা তা মেটাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত হোটেলের কর্ণধারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সূত্রের খবর, তিনিই বকেয়া মেটান। প্রায় ৪০ দিন যুদ্ধ চলার পর ২ সপ্তাহের সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান-আমেরিকা। এই সময়সীমার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি যাতে স্থায়ী হয়, সেই চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছিল দু'দেশ। সেই লক্ষ্যে শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে ইসলামাবাদে পৌঁছে যান দু'দেশের প্রতিনিধিরা।কিন্তু ২১ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকের পরও মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র। বৈঠক নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনতে চাননি মার্কিন উপ রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স। তবে প্রধানত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দু'পক্ষের অসম্মতির কারণেই এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসলামাবাদে সাংবাদিক বৈঠকে ভ্যান্স বলেন, তইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলি আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা।

কলকাতার ১১ আসন ঘিরে চরম বাজি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের ময়দান যখন উত্তপ্ত, তখন রাজনীতির ভাষাও হয়ে উঠছে ক্রমশ নাটকীয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী লড়াইয়ে এবার নতুন মাত্রা যোগ করলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানিয়ে দিলেন; কলকাতার ১১টি আসনের একটিও যদি বিরোধী শিবির জিতে যায়, তবে তাঁদের দলের এক সাংসদ মাথা মুণ্ডন করবেন। এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই চড়েছে রাজনৈতিক পারদ। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি-র মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ এখন প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে।কলকাতার এই ১১টি আসনকে ঘিরেই মূলত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

শহুরে ভোটব্যাঙ্ক, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতীকি গুরুত্ব;সব মিলিয়ে এই আসনগুলোই নির্ধারণ করতে পারে বড় ছবির দিকনির্দেশ। তাই এই এলাকায় জয়-পরাজয় শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, মর্যাদা ও আধিপত্যের প্রশ্নও।ডেরেকের এই মন্তব্যে যেমন আত্মবিশ্বাসের ঝলক, তেমনই রয়েছে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল। যদিও তিনি কার মাথা মুণ্ডন হবে, তা স্পষ্ট করেননি;তবু বার্তা স্পষ্ট, এই লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ার কোনও জায়গা নেই।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 3

শুভেন্দুর রোড শো-তে 'জয় বাংলা' স্লোগানে উত্তেজনা,পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে বাহিনী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালি

বালিতে বুধবার বিকেলে প্রার্থীকে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর রোড শো চলাকালীন 'জয় বাংলা' স্লোগান উঠল। এই নিয়ে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। মাইক হাতে বিরোধী দলনেতাকে বলতে শোনা যায়, 'পুলিশের কে আছেন দেখি আসুন।' বুধবার সন্ধ্যায় বালির গোস্বামীপাড়ায় ওই ঘটনা ঘটে। এদিন বালির বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিংয়ের হয়ে একটি রোড শো করতে বালিতে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বালির লালবাবা কলেজের সামনে থেকে হুডখোলা গাড়িতে চেপে রোড শো শুরু হয়। রোড শো বালির নিমতলা পর্যন্ত যায়। কিন্তু নিমতলা পৌঁছনোর আগেই বালির গোস্বামীপাড়ায় বিজেপির রোড শো চলাকালীন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলের কিছু কর্মী পতাকা হাতে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করলে উত্তেজনা ছড়ায়। রোড শোয়ে থাকা বিজেপি কর্মীরাও এর পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কর্মীদের হাতাহাতি বেঁধে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে বালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। যদিও ওই 'বিশৃঙ্খলা' প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমাদের র‍্যালিতে বিশৃঙ্খলা করার ক্ষমতা ওদের বাপেরও নেই। বালি থানার ওসির আমরা সাসপেনশন দাবি করছি। আমি আমাদের প্রার্থীকে ওনার বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বলেছি। ভিডিও আমরা দেব। সুবিধা পোর্টালে পারমিশন নিয়েই আমাদের এই কর্মসূচি ছিল। কর্মসূচি আটকানোর ক্ষমতা ওদের নেই। আমি নেমে ওদের দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পালিয়ে গেলে কী করা যাবে। কৈলাশের যারা কাটমানি কালেকশন করে সেই সব তোলাবাজরা বিশৃঙ্খলা করতে চেয়েছিল। টোটো, অটো, হকারদের কাছ থেকে মাল তোলে যারা সেইসব তোলাবাজরা এদিন এসেছিল। এই বালি কেন্দ্র থেকে কুড়ি হাজার ভোটের মার্জিনে বিজেপি প্রার্থী জিতবে। আগামী চার তারিখের দুপুর কী হবে এরা কেউ জানে না।' বিজেপির পোস্টার লাগাতে দেওয়া হচ্ছে না;এই অভিযোগ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পদ্মফুলের পোস্টার লাগে না। পদ্মফুল মানুষের হৃদয়ে আছে।' উল্লেখ্য, এদিন উত্তেজনা ছড়ালেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী উভয় পক্ষকে শান্ত করে। কোনো বড় ধরনের ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে।

যারা মাছ বন্ধ করতে চায়, তারাই এখন মৎস্যপ্রেমী ! তোপ সেলিমের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পাতে মাছ না থাকলে বাঙালির রসনাতৃপ্তি হয় না। কিন্তু ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে সেই মাছই এখন রাজনৈতিক দড়িটানাটানির বিষয়। পয়লা বৈশাখের সকালে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীদের হাতে বড় মাছ নিয়ে প্রচারকে 'তামাশা' বলে দেগে দিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর সাফ কথা, 'যারা মাছ খাওয়া বন্ধ করতে চায়, তারাই মাছ নিয়ে প্রচার করছে।' বাঙালির প্রাণের প্রিয় উৎসবের আবহে বুধবার প্রার্থীরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মাছ হাতে রাস্তায় নামতেই রাজনৈতিক পারদ চড়েছে। বাম শিবিরের দাবি, ভোট বড় বালাই বলেই তথাকথিত নিরামিষাশী দলের প্রার্থীরাও এখন মৎস্যপ্রেমী সাজার অভিনয় করছেন। সেলিম মনে করিয়ে দেন গুজরাত নির্বাচনের সময় অভিনেতা তথা বিজেপি সাংসদ পরেশ রাওয়ালের সেই বিতর্কিত মন্তব্য। সেলিমের যুক্তি, 'গুজরাত নির্বাচনের সময় তালতলা থানায় কেস করতে হয়েছিল পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে। বিজেপির এমপি নির্বাচনী প্রচারে বলছিলেন, আপনার বাড়ির পাশে মাছ ভাজা হবে। এই গন্ধ কি আপনি বরদাস্ত করতে চান? আপনার ধর্ম নষ্ট হবে। তার মানে কোনও বাঙালিকে যাতে গুজরাতে ঘরভাড়া না-দেওয়া হয় বা এমন সরকার তৈরি হবে, যেখানে মাছ বা মাছের কাঁটা থাকবে না। মাছের গন্ধ পাওয়া যাবে না। এখন চাপে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ দেখি অনেক প্রার্থী দু'হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে মাছ কিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি হচ্ছে তামাশা।'

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের নিশানায় ছিল কেন্দ্রের 'পিঙ্ক রেভলিউশন' নীতিও। তাঁর অভিযোগ, একদিকে দেশ থেকে মাংস রফতানি বাড়ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রোটিনের সংস্থান কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সেলিম বলেন, 'গত ১৪ বছর থেকে আমাদের দেশ পিঙ্ক রেভলিউশনের নাম করে মাংস রফতানিতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের মানুষকে সস্তায় যে প্রোটিন খাওয়া হবে, সেটা বন্ধ করার জন্য এমনকী মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ করেছে বিজেপি রাজ্য।' তাঁর মতে, এই সব কিছুই আসলে মেকি বাঙালিয়ানা। ভোট আছে বলেই অনেকে রাতারাতি বাঙালি সাজার চেষ্টা করছেন, যা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে।নতুন বছরের শুরুতে বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ডাক দেন এই বাম নেতা। উত্তর থেকে দক্ষিণ; আদিবাসী, তফশিলি, রাজবংশী, মতুয়া থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলিম সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সেলিমের বার্তা, '১৪৩৩ সন যাতে বাংলা সংস্কৃতির পুনরুত্থান, বাংলার শিল্পের পুনর্জীবন, বাংলার শিক্ষার আবার পুনর্বিকাশের জন্য আমরা যাতে বামপন্থার পুনরুত্থান ঘটাতে পারি এই শপথ আমরা নিচ্ছি।'ভোটের বাজারে বিভিন্ন দলের 'আজব-গুজব' কাহিনী ও 'মিথ্যাচার' নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। নয়ডায় শ্রমিকদের উপর পুলিশি নিগ্রহের প্রসঙ্গ টেনে সেলিম আক্রমণ শানান তৃণমূলের বিরুদ্ধেও। তাঁর দাবি, 'রাজ্যে তৃণমূলকে মসনদ সেখান থেকে উৎখাত করার শপথ আমাদের নিতে হবে। না-হলে বাংলা বাঁচবে না।' সবশেষে তাঁর সংযোজন, 'যদি বাংলা না-বাঁচে তাহলে দেশও বাঁচবে না। আজকে দেশ যখন পথভ্রষ্ট হচ্ছে, বিশ্বের দরবারে আমাদের মানহানি হচ্ছে, তখন এই বাংলাকে বাঁচিয়ে আমাদের দেশ বাঁচানোর শপথ নিতে হবে। দেশকে তখনই বাংলা পথ দেখাতে পারবে, যদি আমরা তার হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারি।'

বিএলও ছাড়া ভোটার স্লিপ বিলি নয়, জানাল কমিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এ বার বড়সড় বদল আনল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভিআইএস) বিলি করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বুধবার কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, আগামী শনিবারের মধ্যেই প্রথম দফার ভোটের সমস্ত স্লিপ বিলি শেষ করতে হবে। এ বার আর কোনও রাজনৈতিক দল নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই স্লিপ পৌঁছে দেবেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার অন্তত পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ ১৮ এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেক ভোটারের হাতে স্লিপ পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বরাবরই এই কাজ বিএলও-দের করার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই ছবিটা ছিল অন্য। ভোটারদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলিই মূলত স্লিপ বিলির কাজ করত। এ বার সেই প্রথায় ইতি টেনে কমিশন সাফ জানিয়েছে, বিএলও ছাড়া বেআইনি ভাবে অন্য কেউ স্লিপ রাখলে জনপ্রতিনিধি আইনে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তবে কমিশন একটি বিষয়ে ছাড় দিয়েছে। স্লিপ বিলির সময় প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিরা বিএলও-দের সঙ্গে থাকতে পারবেন এবং গোটা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

এ বারের ভোটার স্লিপে থাকছে বিশেষ আধুনিকতা। প্রত্যেকটি স্লিপে একটি করে 'কিউআর কোড' থাকবে, যা দিয়ে সহজেই তথ্য যাচাই করা যাবে। স্থানীয় ভাষায় লেখা এই স্লিপে ভোটারের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়াও থাকছে ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা, ভোটের তারিখ, সময় এবং বুথের সঠিক মানচিত্র। পাশাপাশি ভোটারদের সচেতন করতে ভোটকেন্দ্রে কী করণীয় এবং কী বর্জনীয়, তাও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

ভোটাররা যাতে আগাম প্রস্তুতির সময় পান, সেই কারণেই এই কঠোর সময়সীমা প্রয়োগ করল কমিশন। সব মিলিয়ে, স্বচ্ছ ভোটদান নিশ্চিত করতে এ বার মাঠ পর্যায়ে কোমর বেঁধে নামছে নির্বাচন কমিশন।

ইস্তেহার প্রকাশে চমক মীনাক্ষীর মহিলা ব্রিগেড ও নবীন বাহিনী

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

হুগলি জেলায় দ্বিতীয় দফায় ভোট। আর কয়েকটা দিন বাকি। বৈশাখের প্রথম দিন গরমে মাথা খারাপ অবস্থা। তাও প্রার্থীদের ভোট প্রচার থেমে নেই।

উত্তরপাড়ার বাম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জি সকালে এক প্রস্ত প্রচার করেন। দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে উত্তরপাড়ার জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করেন। হিন্দমোটরে দলীয় কার্যালয়ে মীনাক্ষী ইস্তেহার প্রকাশ করে বলেন, '৩৫০ টা পাড়া বৈঠক করেছি। উত্তরপাড়ার মানুষ যা বলেছে তার ভিত্তিতে এই ইস্তেহার করা হয়েছে। উত্তরপাড়ায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে, তৈরি হবে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশন সেন্টার, হবে স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র, উত্তরপাড়ায় উন্নত পরিবেশ হবে, তৈরি হবে ক্রীড়া সমন্বয় ক্লাস্টার। এছাড়াও প্রবীণ মানুষদের সাহায্যের জন্য তৈরি করা হবে নবীনদের বাহিনী। নারী নিরাপত্তার কথা ভেবে তৈরি হবে মহিলা ব্রিগেড। যেখানে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।' উত্তরপাড়ায় এবার বামেদের বাজি সিপিআইএম-এর যুব নেত্রী মীনাক্ষী। গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়ায় বামেদের ভোট ছিল প্রায় ২৬ শতাংশ। ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। এবার জিততে গেলে মীনাক্ষীকে ভোট শতাংশ অনেকটাই বাড়াতে হবে।সে প্রসঙ্গে বাম প্রার্থী বলেন, 'ভোট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ভোট মানুষ দেয়, তার মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। মানুষ তার বিধানসভা তথা রাজ্যকে যেভাবে দেখতে চান, তার জন্য মানুষই নির্ণয় করে। সিপিআইএম অসংখ্য পার্টি কর্মীর মধ্যে আমার মতো একজন কর্মীকে মনোনীত করেছে। আমি রাজ্যের যেখানে অন্যায়-অবিচার হয়েছে সেখানেই গেছি, দলের কর্মীদের নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছি। তাই কেউ বহিরাগত নয়, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের।' মীনাক্ষী আরও বলেন, 'গত নির্বাচনে একটিও আসনে না জিতেও আমরা মানুষের পাশে থেকেছি। আমাদের রেড ভলান্টিয়াররা কাজ করেছেন। পার্টি কর্মীরা কাজ করেছেন। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই মেয়েদের ব্রিগেড করা। পুলিশ প্রশাসন থাকবে, মেয়েদের ব্রিগেড অভয়া বাহিনীও থাকবে।' বামেরা তাই ট্যাগ লাইন দিয়েছে; 'পাল্টে দিন বদলে যাবে উত্তরপাড়া'।

কলকাতায় বিদ্যুৎহীন ১০০ বুথ, রাজ্যের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

খোদ তিলোত্তমায় আঁধার! খাস কলকাতার ১০০টিরও বেশি বুথে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই দেখে চক্ষু চড়কগাছ নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের। ভোটের আগে এই তথ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

অবিলম্বে এই সব বুথে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করতে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের (ডিইও) কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

সাফ জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ না থাকলে বিকল্প হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও ভাবেই যেন ভোটের দিনের অত্যাধুনিক ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটে। শহরের বুথগুলোতে পরিকাঠামোর এমন কঙ্কালসার চেহারা দেখে অবাক অনেকেই। প্রশ্ন উঠছে, স্কুলগুলো কি তবে বিদ্যুৎ ছাড়াই চলে? কারণ, অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই গড়ে ওঠে স্কুল বাড়িতে।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ রাজ্য সরকারের। তারা এই সমস্ত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নত করেনি। তাই সমস্যা হচ্ছে।' দক্ষিণ কলকাতায় কর্মরত এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কমিশনের নির্দেশ মেনে ওই বুথগুলিতে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ বা প্রয়োজনে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হবে।সূত্রের খবর, কলকাতা বন্দর এলাকাতেই বিদ্যুৎহীন বুথের সংখ্যা সবথেকে বেশি, প্রায় ৫০টি।ইতিপূর্বে সেখানে কী ভাবে ভোট হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কমিশনের মতে, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ছাড়া ওয়েব কাস্টিং অসম্ভব। পাশাপাশি নিরাপত্তার খাতিরে বুথের দরজা-জানলা বন্ধ রাখলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। তাই বুথের ভেতরে পর্যাপ্ত আলোর সংস্থান রাখা বাধ্যতামূলক।

আদর্শ বুথের নির্দেশিকা মেনে শুধু বিদ্যুৎ নয়, পানীয় জল ও শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ডিইও-দের।

আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল কলকাতায় ভোটগ্রহণ। তার আগেই সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে। ৪ মে ভোটের ফলাফল। এখন দেখার, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাস কলকাতার এই 'অন্ধকার' বুথগুলো কতটা আলোয় ফেরে।

শাসকদলের অভিযোগের জের, বন্ধ মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড বিলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলেই মহিলাদের প্রতি মাসে অন্নপূর্ণা যোজনায় তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। বিজেপির ইস্তাহারে এবার সেই 'সংকল্প'ই নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'র পাল্টা বিজেপির এই 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্প। অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিজেপি সরকার গঠন করলেই মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি বেকার যুবকদের জন্যও ৩ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এদিকে, নির্বাচনী ইস্তেহারে বিজেপির এই ঘোষণার পরই দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচপাড়া অঞ্চলে 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড'-এর ফর্ম ফিলাপ করানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী বলেন, 'ভোট ঘোষণার সাথে সাথেই 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' বা 'আদর্শ আচরণবিধি' বলবৎ করা হয়েছে এই বাংলাতেও। ভোটের ফল ঘোষণা পর্যন্ত এই 'আদর্শ আচরণবিধি' চালু থাকবে। অথচ 'আদর্শ আচরণবিধি' ভেঙে তাঁর কেন্দ্রেই বিজেপির তরফ থেকে বুধবার ওই ফর্ম পূরণের কাজ চলছিল। খবর পেয়েই বিষয়টি আমরা বিডিওকে জানিয়েছি এবং স্থানীয় থানাতেও জানাই। বুধবার ওই ঘটনার পর অভিযোগ পেয়ে বিডিওর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।'এদিকে, এই ব্যাপারে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্যামল হাতি জানান, 'এটা কোনও সরকারি ফর্ম নয়। এটা আমাদের দলীয় কর্মসূচি।

এর সূচনা করেছেন স্বয়ং অর্থমন্ত্রী ড. নির্মলা সীতারামন। তারপর আমরা মহিলাদের হাতে 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড'-এর ফর্ম তুলে দিচ্ছি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ওই কার্ডে উল্লেখ রয়েছে। এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও বিষয় নেই। নইলে অর্থমন্ত্রী এর সূচনা করতেন না। তৃণমূল নিশ্চিত হার বুঝতে পেরে এখন এরকম ভিত্তিহীন কথা বলছে।'

লাল ঝান্ডা ছেড়ে 'মা-মাটি-মানুষ', ফের ঘর ভাঙল কসবার বামেদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজতেই বড়সড় ভাঙন দেখা দিল কসবার বাম শিবিরে। একদা সিপিএমের তরুণ তুর্কি প্রতীক-উর-রহমানের দেখানো পথেই হাঁটলেন কসবা অঞ্চলের দাপুটে যুব নেতা শাকিব আখতার। নববর্ষে কসবার তালবাগানে আয়োজিত একটি সভায় কয়েক হাজার অনুগামী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার এই কেন্দ্রে বামেদের সংগঠন রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল।

এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন কসবা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান এবং তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার। তাঁদের হাত থেকেই তৃণমূলের ঝাণ্ডা তুলে নেন শাকিব। ২০২১ সালের পুরভোটে কসবা এলাকার সর্বকনিষ্ঠ বাম প্রার্থী ছিলেন এই শাকিব আখতার। ডিওয়াইএফআই-এর লোকাল সেক্রেটারি হওয়ার পাশাপাশি তিনটি লোকাল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলাতেন তিনি। এমনকি, চলতি নির্বাচনে কসবার বাম প্রার্থী দীপু দাসের ভোট প্রচারের মূল দায়িত্বও ছিল তাঁর কাঁধেই। আচমকা তাঁর এই দলবদল কসবার সমীকরণ বদলে দিতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তৃণমূলে যোগ দিয়েই শাকিব বুঝিয়ে দিলেন, বামেদের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এখন তাঁর কাছে অতীত। বদলে তাঁর কণ্ঠে এখন 'মা-মাটি-মানুষের' জয়ধ্বনি। প্রতীক-উর-রহমান যেভাবে দলের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেছিলেন, শাকিবও সেই একই পথ বেছে নিলেন। বামেদের অন্দরে শাকিব ও তাঁর অনুগামীদের এই প্রস্থান বড়সড় ধাক্কা দিলেও, আলিমুদ্দিনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের দোরগোড়ায় এই দলবদল কসবায় জাভেদ খানের হাত যেমন শক্ত করল, তেমনই শাকিবহীন বাম শিবিরের লড়াইকে অনেকটাই কঠিন করে তুলল। শাকিবের দাবি, মানুষের হয়ে কাজ করতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভোটের ময়দানে ৪১ হাজার রাজ্য পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে প্রথম দফার ভোটযুদ্ধে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তার ছক কষল নির্বাচন কমিশন। বুথ থেকে পথ, শান্তিতে ভোট করাতে কোমর বেঁধে নামছে রাজ্য পুলিশ। তবে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে লালবাজার বা ভবানীভবনের বাহিনীকে টেক্কা দিচ্ছে দিল্লির পাঠানো কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য ৪১ হাজারের দোরগোড়ায় রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হলেও, জওয়ানদের দাপট থাকবে চার গুণেরও বেশি। কমিশনের হিসেব বলছে, সাকুল্যে ৪০ হাজার ৯২৮ জন রাজ্য পুলিশকর্মী এবার ভোট সামলানোর দায়িত্বে থাকছেন। এই সংখ্যাটি মোতায়েন হতে চলা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তুলনায় চার ভাগের এক ভাগেরও কম।প্রথম দফার মহারণে নজরদারির কেন্দ্রে থাকছে মুর্শিদাবাদ। কমিশন এই জেলাকে দু'টি পুলিশ জেলায় ভাগ করে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ সাজিয়েছে। 'মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা'; এই দুই ভাগে যথাক্রমে ৪২১৬ এবং ১৫৫০ জন পুলিশ থাকছেন ভোটের দায়িত্বে। সব মিলিয়ে নবাবের জেলায় মোট পুলিশ মোতায়েন হচ্ছে ৫,৭৬৬ জন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলা থেকে সমতল, কোথাও ফাঁক রাখছে না কমিশন। দার্জিলিঙে ১১৭০ জন, কালিম্পঙে ৬২৭ জন এবং আলিপুরদুয়ারে ১১৫৯ জন রাজ্য পুলিশ পাহারা দেবে। এছাড়া জলপাইগুড়িতে ১৪৬৭, কোচবিহারে ২৩৭০, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ১২৯০ এবং মালদহে ২৮১৮ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা সামলাবেন যথাক্রমে ১১১৯ জন এবং ১০০৪ জন পুলিশকর্মী।জঙ্গলমহল এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও মোতায়েন করা হচ্ছে বিশাল বাহিনী। বীরভূমে ৩২৪৮ জন এবং বাঁকুড়ায় ৩১২৭ জন রাজ্য পুলিশ দায়িত্ব পালন করবেন। পুরুলিয়ায় ৩০০৫ এবং ঝাড়গ্রামে ১১০৮ জন পুলিশ মোতায়েন থাকবে। মেদিনীপুর এবং শিল্পাঞ্চলেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভোটের মুখে 'রক্ষাকবচ' পবিত্রর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটযুদ্ধের প্রথম দফার আগেই আইনি লড়াইয়ে বড়সড় স্বস্তি পেলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর। তাঁর বিরুদ্ধে আপাতত কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। তবে পুলিশি তদন্তে কোনও বাধা দেয়নি আদালত। ২০২৬-এর হাইপ্রোফাইল কেন্দ্র নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান প্রতিপক্ষ পবিত্র। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার দিনই তাঁর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ঘাসফুল শিবির।পবিত্রর বিরুদ্ধে সম্প্রতি হুমকি এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগ খারিজের আর্জি নিয়েই আদালতের কড়া নেড়েছিলেন তিনি। আগামী ২৩ এপ্রিল নন্দীগ্রামে ভোট। তার আগেই মামলার শুনানি চেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিন সেই আবেদনের ভিত্তিতেই রক্ষাকবচ পেলেন তিনি।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই আইনি জটিলতার সূত্রপাত। শুভেন্দুর দাবি, বিজেপির প্রতীকে পঞ্চায়েত সদস্য হয়েও পবিত্রর তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া আইনবিরুদ্ধ। এই নিয়ে সরব হয়েছে নির্বাচন কমিশনও। এমনকি নন্দীগ্রামে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগও তোলা হয়েছে পবিত্রর বিরুদ্ধে।পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীও। শুভেন্দুকে নিশানা করে পবিত্র কর বলেন, 'নন্দীগ্রামে যত মামলা, যত কেস, যত মানুষ জর্জরিত হচ্ছে, অসহায় বোধ করছে সবকিছুর মাস্টারমাইন্ড শুভেন্দু অধিকারী।'

একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, '৪ মে এর হিসেব হবে।' ভোটের মুখে এই আইনি স্বস্তি তৃণমূল শিবিরের আত্মবিশ্বাস বাড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আদালতের এই নির্দেশে আপাতত প্রচারে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারবেন পবিত্র। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া চালু থাকায় নজর থাকবে পুলিশেরও। দুই হেভিওয়েটের লড়াইয়ে নন্দীগ্রামের পারদ এখন তুঙ্গে।

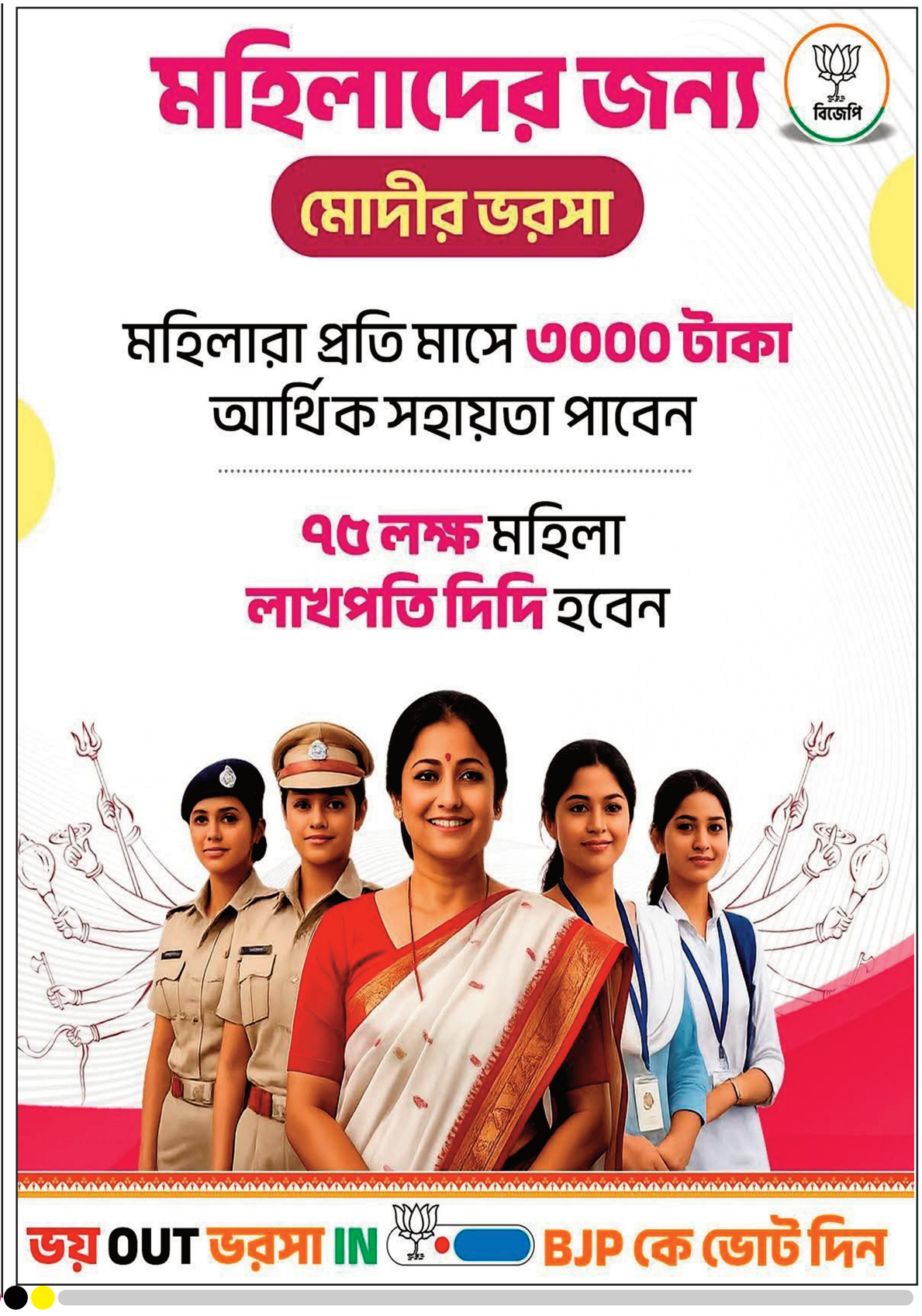

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 4

রতুয়ায় তৃণমূলের সিদ্ধান্তে অস্বস্তি, ফের দলে বহিষ্কৃত নেতারা

যাদের একসময় বহিষ্কার, তারাই আবার দলে, কৌশল না বাধ্যবাধকতা

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
রতুয়া

রতুয়ার দলীয় কার্যালয়ে বহিষ্কৃত নেতাদের পুনরায় দলে নেওয়ার দৃশ্য, ভোটের আগে জল্পনা তুঙ্গে, ছবি নিজস্ব।

বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতেই মালদহের রতুয়ায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় আনল তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘদিন দলছুট থাকা একাধিক প্রাক্তন নেতা ও কর্মীকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে এনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিল শাসকদল।বৃহস্পতিবার রতুয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সমর মুখার্জির উদ্যোগে দলের প্রধান কার্যালয়ে একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে একসময় বহিষ্কৃত প্রাক্তন প্রধান শেখ আলমগীর রেজা চৌধুরী এবং রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা শুভম সরকার পুনরায় তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায় দু'শোরও বেশি কর্মী-সমর্থকও দলে শামিল হন বলে জানা গিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় পাঁচ বছর আগে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে এই নেতাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই সময় তৎকালীন জেলা নেতৃত্ব কঠোর অবস্থান নিলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে শেখ আলমগীর রেজা চৌধুরী নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করলেও সাফল্য পাননি। এরপর থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর উপস্থিতি অনেকটাই কমে গিয়েছিল।এদিনের যোগদানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সমর মুখার্জি জানান, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি নিজে গিয়ে প্রাক্তন নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দলে ফেরার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, তদলের মধ্যে সাময়িক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। এখন আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করে নির্বাচনে ভালো ফল করার লক্ষ্যে এগোচ্ছি।দঅন্যদিকে, শেখ আলমগীর রেজা চৌধুরীও জানান, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কখনও পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির কারণেই দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এখন সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে তাঁরা ফের দলের পতাকার তলায় কাজ করতে প্রস্তুত। ভোটের আগে এই 'ঘর ওয়াপসি' কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিজেপি বোমা রাখার ষড়যন্ত্র করছে', দিনহাটার তপ্ত দুপুরে সুর চড়ালেন মমতা, নিশানায় এনআইএ-ও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিনহাটা

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজার পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে, আর সেই উত্তাপের কেন্দ্রে আবারও উঠে এল উত্তরবঙ্গ। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের দিনহাটায় এক নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রতিপক্ষ শিবিরের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসন্তের তপ্ত দুপুরে ঘাসফুল শিবিরের প্রধান নেত্রীর গলায় এদিন শোনা গেল চরম হুঁশিয়ারি এবং 'ষড়যন্ত্রের' এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জনসভার মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রীর দাবি, আসন্ন নির্বাচনে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে এবং ভোটারদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করতে এক গভীর নীল নকশা তৈরি করেছে বিজেপি। সরাসরি প্রতিপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তবিজেপি নির্বাচন চলাকালীন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য রাজ্যে বোমা রাখার পরিকল্পনা করছে। এটা আসলে ভোটারদের ভয় দেখানোর একটা ষড়যন্ত্র, যাতে ভোটের পরিবেশ নষ্ট করা যায়।দ মুখ্যমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক অভিযোগ মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। কেবল রাজনৈতিক দল নয়, মুখ্যমন্ত্রীর তৃণমূল লক্ষ্য থেকে বাদ যায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোও। গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যে এনআইএ-র অতি-সক্রিয়তা নিয়ে তৃণমূল বারবার প্রশ্ন তুলেছে, এদিন দিনহাটার মাটি থেকে সেই সুরকে আরও এক ধাপ চড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তকেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবহার করা করা হচ্ছে। এনআইএ-র মতো সংস্থাকে এই সময় ডেকে এনে আসলে বাংলার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ করার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আসলে স্থানীয় মানুষের মনে এক ধরণের 'আঞ্চলিক আবেগ' তৈরি করতে চাইছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রে এদিন মিশে ছিল জেদ এবং প্রতিরোধের বার্তা। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, দিল্লি বনাম কলকাতা;এই দীর্ঘকালীন সংঘাতের আবহে তিনি এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দিতে রাজি নন।

সীমান্ত ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ, বাংলায় অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে তৃণমূল, হিমন্তর দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

ভোটের মুখে ফের তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আক্রমণ শানালেন -এর বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ;তবাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। এক নির্বাচনী সভা থেকে হিমন্তর দাবি;তৃণমূল সরকার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার বিরোধিতা করে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয় না। তাঁর কথায়;তঅসম ও ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ রুখতে সফল, কিন্তু বাংলায় পরিস্থিতি ঠিক উল্টো। তিনি আরও বলেন; তজনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে যাচ্ছে, বাংলাদেশি মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, আর হিন্দুদের সংখ্যা কমছেদ;এই অভিযোগও তোলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে চা-বাগান শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন;তঅসমে বিজেপি সরকার তাদের মজুরি ও জীবনযাত্রার উন্নতিতে কাজ করছে, অথচ বাংলায় সেই উদ্যোগের অভাব। তৃণমূলের তরফে বিজেপির বিরুদ্ধে খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগও উড়িয়ে দেন হিমন্ত। তাঁর পাল্টা মন্তব্য;তমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসমে এসে সব ধরনের খাবার উপভোগ করতে পারেনদ;এর মাধ্যমে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করতে চান তিনি। সবশেষে তাঁর দাবি;তবাংলায় যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তাহলে বেআইনি অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ভোটের আগে এই ইস্যু যে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাহারালে তৃণমূলের বাইক র‍্যালিতে শক্তি প্রদর্শন

জনসমর্থনে আশাবাদী সমর মুখার্জি

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রতুয়ার বাহারাল এলাকায় প্রচারে গতি বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থী সমর মুখার্জির নেতৃত্বে একটি বড়সড় বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়, যা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে তোলে।এদিন বাহারাল স্ট্যান্ড থেকে র‍্যালির সূচনা হয়। প্রার্থী নিজে বাইকে চেপে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামেন। র‍্যালিটি উত্তর ও দক্ষিণ সাহাপুর, বাবলাবোনা-সহ মোট ২৪টি বুথ পরিক্রমা করে। পুরো কর্মসূচি জুড়ে ছিল কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও সাধারণ মানুষের ভিড়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বহু মানুষ প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানান এবং সমর্থনের বার্তা দেন। অনেকেই ফুলের মালা পরিয়ে সমর মুখার্জিকে স্বাগত জানান।র‍্যালির মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় থেমে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন প্রার্থী। হাতজোড় করে ভোটের আবেদন জানান এবং এলাকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। সমর মুখার্জি বলেন, বাহারাল অঞ্চলের প্রতিটি বুথে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। যেভাবে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমরা আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকেই মানুষ সমর্থন করছেন। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ভোটের আগে এ ধরনের শক্তি প্রদর্শন অন্য দলগুলির উপরও চাপ বাড়াবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

'সাহস থাকলে সামনাসামনি লড়ুন!'

দিনহাটার জনসভা থেকে বিজেপিকে কড়া চ্যালেঞ্জ মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিনহাটা

কোচবিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে এনআরসি*এবং আধার কার্ডের 'নাম কাটা'র ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দিনহাটার*জনসভা থেকে তিনি বিজেপি সরকারকে 'ভীরু ও কাপুরুষ' বলে কটাক্ষ করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন,*বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত তিনি সফল হতে দেবেন না। এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, * দিনহাটায় পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন,*দিনহাটায় ১৮ হাজার নাম কেটেছে। আমি জানি এই সংখ্যাটা আসলে ৩০ থেকে ৩২ হাজার। ভয় পাবেন না,*বাকি যাঁদের নাম ওঠেনি,*তাঁদের নাম আমি তুলে ছাড়ব। নাম না থাকলে দেশ থেকে তাড়ানোর হুমকির পাল্টা জবাবে মমতা বলেন, *তকালকেই বলেছেন যাঁর নাম থাকবে না,* তাঁকে তাড়াব। তুমি তাড়াবার কে?* রাজবংশীদের এনআরসি-র নোটিস পাঠায়,*মা-বোনেদের সম্মান হরণ করে। এই দুরাচারী বিজেপি সরকারকে ভেঙে ফেলুন। বিজেপি নেতৃত্বকে সরাসরি বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, *এরা ভীরু-কাপুরুষের দল,*মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করে। সামনাসামনি লড়াই করার ক্ষমতা এদের নেই। আমার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস থাকলে বসুন,*তারপর বাংলার দিকে তাকাবেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে,*ভোট লুট করতে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ বহিরাগতদের নিয়ে আসছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে তিনি তোপ দাগেন,* দিল্লির সরকারকে বেচে খাচ্ছ। কখনও ধর্মের নামে,*কখনও ভোটের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করছ। কোচবিহারের জন্য কেন্দ্র কী করেছে সেই প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,*কোচবিহার জেলার জন্য তোমরা কিছুই করোনি। আমাদের সরকার প্রতিটি পরিবারের জন্য কাজ করেছে। একেকটি পরিবার সরকারি ৪-৫টি প্রকল্পের সুবিধা পায়। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এদিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি,*এই ঐক্যই দিনহাটায় বিজেপির 'ডানা ছাঁটতে' সাহায্য করবে।

কাকে ভোট, দ্বিধায় কামতাপুরিরাও, উত্তরবঙ্গে লক্ষ্য এক হলেও বিভক্ত সংগঠনগুলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

তাদের সকলের দাবি এক। পৃথক রাজ্য এবং নিজেদের ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে নিজেদের মধ্যেই ব্যবধান রাখছে কামতাপুরি সংগঠনগুলি। উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি-রাজবংশী ভোট এবারের ভোটে সম্ভবত এককাট্টা থাকছে না। কেউ আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট করে লড়াই করছে। তো কেউ বিজেপিকে সমর্থন জানানো গোর্খা প্রার্থীদের সঙ্গে রয়েছে। কেউ আবার বিজেপির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রতিও সমর্থন রয়েছে কারও কারও। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে জোট করেছে। নিখিল রায়ের কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) আঞ্চলিক জোট করে লড়াই করছে। অন্যদিকে, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টিও দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে একপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অপরপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থন করছে। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের (কেএসডিসি) সভাপতি তপতী রায়মল্লিক নিজেই ময়নাগুড়ি কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন। কেএলও চিফ জীবন সিংহের সঙ্গে একাধিকবার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করেছেন তিনি। কিন্তু রফাসূত্র বের হয়নি। ভোটের আগে কেন্দ্রের তরফে কোনও সদর্থক উত্তর না পেয়ে** কেএসডিসি* উত্তরবঙ্গজুড়ে ৩৫টি আসনে এককভাবে লড়াই করছে। শুধু পাহাড়ে তারা গুরুংকে সমর্থন করছে। গুরুং বিজেপিকে সমর্থন করলেও সমতলে বিজেপির বিরুদ্ধেও প্রার্থী দিয়েছে কেএসডিসি। তপতী বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে জীবন সিংহের শান্তি আলোচনার ফলাফল এখনও কেন্দ্র জানায়নি।

তাই আমরা জনগণের কথা মেনে নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছি।' কামতাপুর পিপলস পার্টির দুই নেতা নিখিল রায় ও প্রয়াত অতুল রায়ের আন্দোলনের খবর সকলেরই জানা। অতুল (বর্তমানে প্রয়াত) কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি গঠন করেছিলেন। সেই দল এখন দ্বিধাবিভক্ত। অতুলের ছেলে অমিত রায় কামতাপুর ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান। তিনি জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরে তাঁরা দুটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। ময়নাগুড়ি সহ আরও বেশ কয়েকটি আসনে তাঁরা তৃণমূল প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির বুধারু রায় ও অভিজিৎ রায় গোষ্ঠী রয়েছে। বেরুবাড়ির সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এলে তাঁর সঙ্গে বুধারু ও অভিজিতের একপ্রস্থ আলোচনা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। অভিজিৎ বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গে ৩০টি আসনে যেখানে আমাদের শক্তি রয়েছে সেখানে তৃণমূলকে সমর্থন করছি।' তবে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) অবশ্য আঞ্চলিক কিছু দলের সঙ্গে জোট করে এককভাবে উত্তরবঙ্গে ১৫টি আসনে লড়াই করছে। নিখিলের বক্তব্য, 'বরাবর আমরা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট করেছি।' এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে কামতাপুরিদের সংগঠনগুলি আদতে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে নির্বাচনে। তাতে নিজেদের ভোটব্যাংক ভাগাভাগির সম্ভাবনা প্রবল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি কামতাপুরি জনসাধারণকে নিজেদের দিকে টানার জন্য নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে নিজেদের জনজাতির এতগুলি সংগঠনের প্রার্থীদের ভোট দেবেন, নাকি মুখ্য রাজনৈতিক দলের পাশেই থাকবেন, তা নিয়ে* কামতাপুরি ও রাজবংশী ভোটাররা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

বছরে ২ কোটি চাকরি কই? জবাব দিন, আলিপুরদুয়ার থেকে প্রশ্ন মমতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে চা শ্রমিক থেকে সরকারি কর্মচারী;সর্বস্তরের মানুষের মন জয়ে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ আলিপুরদুয়ারের সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া 'চাকরির প্রতিশ্রুতি' নিয়ে পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী। একই সঙ্গে চা বাগান খোলা, এনআরসি এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন তিনি। বিজেপির কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দাবির পালটা জবাবে মমতা বলেন, তওরা বলছে পশ্চিমবঙ্গে চাকরি হয়নি। কিন্তু আপনাদের চাকরি কোথায় গেল? ভোটের আগে বলেছিলেন প্রতি বছর ২ কোটি চাকরি দেবেন, তবে ১২ বছরে তো ২৪ কোটি চাকরি হওয়ার কথা ছিল! কিন্তু রেলে কাজ করার জন্য আজ গ্যাংম্যানও নেই।দ প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রতি সম্মান রেখে কথা বলার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, তসপ্তম পে কমিশন আমরা ফেব্রুয়ারি মাসেই চালু করেছি। কিছু বলার আগে প্রধানমন্ত্রী পদের চেয়ারটাকে সম্মান করুন, মিথ্যা বলার আগে ক্রসচেক করে নিন।দ আলিপুরদুয়ারের চা বাগান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, মোদিজি বাগান খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করেননি। তৃণমূল সরকারই বন্ধ বাগানগুলি খুলেছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তএকমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পেনশন আছে। শুধু ২৫ শতাংশ ডিএ নয়, কর্মীরা অনেক ছুটি পান এবং পাঁচ বছর অন্তর বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও পান।দ অসম থেকে আসা এনআরসি-র নোটিশ নিয়ে সরব হয়ে মমতা অভিযোগ করেন, আসন পুনর্বিন্যাসের নামে পশ্চিমবঙ্গকে খণ্ড-খণ্ড করার চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন, তমহিলাদের আত্মসম্মান আছে, তাদের এভাবে ব্ল্যাকমেল করা যায় না। আমার দলে এমনিতেই ৩৭ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি আছে।দ বাইরে থেকে লোক এনে হোটেলে বসে টাকা বিলানোর তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, তসারা ভারত থেকে লুঠেরা বাহিনী, বর্গীবাহিনী এসেছে। ভোটের সময় এরা হোটেলে বসে এজেন্টদের দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করছে।

হলদিবাড়িতে বড় ভাঙন তৃণমূলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেখলিগঞ্জ

হলদিবাড়ির রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর পূরবী রায় প্রধান। বুধবার রাতে শহরের ট্রাফিক মোড়ে আয়োজিত এক জনসভায় বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর হাত থেকে তিনি গেরুয়া পতাকা তুলে নেন। এর ফলে তিন দশক পর হলদিবাড়ি পুরসভা এই প্রথম কোনও বিজেপি কাউন্সিলর পেল। পূরবী রায় প্রধান হলদিবাড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হওয়ার পাশাপাশি জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি পদেও ছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর স্বামী তথা দু'বারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান**বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর দলবদল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। তৃণমূল ছাড়ার কারণ হিসেবে পূরবী দেবী সরাসরি দলের প্রার্থী নির্বাচন এবং দুর্নীতির ইস্যুকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি বলেন, তদল পুনরায় পরেশ অধিকারীকে**টিকিট দিয়েছে, যাঁর নাম শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়েছিল। দুর্নীতি করে মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে যাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর হয়ে প্রচার করতে আমার বিবেক দংশন হচ্ছে।দ তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, দল অন্য কাউকে প্রার্থী করলে তিনি হয়তো সিদ্ধান্ত বদলাতেন, কিন্তু এমন প্রার্থীর হয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বৃহস্পতিবার টালিগঞ্জের ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত ও ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

যাঁদের হাতে রক্ত মিশে

১ পৃঃ পর

কখনও ভোটের নাম বিক্রি করছেন, কখনও লুটের নামে বিক্রি করছেন। বাইরে থেকে এনআইএ নিয়ে এসে নিজেরাই বোমা মারবে। তার পর তোমাদের নামে দোষ দেবে। বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে বোমা মারবে, তার পর তোমাদের গ্রেফতার করবে। এই ক'টা দিন ধৈর্য ধরে নামগুলো রেকর্ড করে রাখো। কিন্তু কেউ কোনও গন্ডগোলে যাবে না। ভোট লুট যাতে করে না পারে, সেটা নজর রাখবে। ভোটের সময় মডেল কোড অব কনডাক্ট ভেঙে যা খুশি করছ। এদের মতো মীরজাফর পাবেন না কোথাও। তৃণমূল এ বার আরও অনেক বেশি আসনে জিতে বাংলা দখল করবে। কোচবিহার থেকে হোক শুরু। সারা বাংলায় জয়ের গর্জনে তৃণমূল ডাকবে গুরু গুরু।' মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বিজেপি নেতারা অবিচার করছেন বলে অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'জানেন, মতুয়াদের দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছিল, আমি ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমি গিয়ে বললাম এই ভুলটা করবেন না। আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে, আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছে '২৫ সালে। ভোটে কারও নাম ওঠেনি। হাজার হাজার ভোট বাদ মতুয়াদের। রাজবংশীদের কত ভোট বাদ। এনআরসির নোটিস পাঠিয়েছে। অমিত শাহ কাল বলেছেন, এর পর যাঁর ভোট থাকবে না তাঁকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেব। যেন জমিদারি, দাঙ্গা করার জমিদারি। কেউ বাংলা থেকে যাবে না। বাংলার যাঁরা নাগরিক সবাই বাংলাতেই থাকবেন। যাঁদের ভোট কেটেছে ট্রাইবুনালে আবেদন করে রেখে দেবেন। যেন রেকর্ড থেকে যায়। আজ না-হয় কাল উঠবেই'। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার যে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতার দাবি, 'অমিত শাহ কাল বলেছেন, যাঁর নাম থাকবে না, তাঁকে তাড়িয়ে দেব। বর্ডারগুলি লক্ষ রাখবেন। বাইরে থেকে লোক ঢুকবে ভোট দিতে। অসম থেকে লোক আসবে। বাংলায় তো ডানা ওদের ছাঁটবই। জিতবে, ঘেঁচু করবে। বিজেপির রাজ্যে কোচবিহারের কত শ্রমিককে মেরেছে। লজ্জা করে না, সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে ভোট চাও। এখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করছে। ওটা চিটিং ফাঁক। আপনার নাম, ঠিকানা ফোন নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিচ্ছে। তোমার এখানে কালো টাকা ঢোকাল। তার পর ইডি, সিবিআই পাঠাবে। রাজবংশীদের এনআরসির নোটিস পাঠাচ্ছে অসম থেকে।'

অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট আজ ঐতিহাসিক যে রায় দিয়ে ভোট গ্রহণের দুদিন আগেও ট্রাইবুনাল থেকে ক্লিয়ারেন্স পেলে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে মমতা বলেন, 'সকলকে অভিনন্দন। দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, সকলে ধৈর্য ধরুন। আমি খুব খুশি। বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত। আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো, যাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ তারিখ। ভোটের দু'দিন আগেই। ওটা পেলে বুথের সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের বলব, সে দিন রাতের মধ্যেই ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যেন পৌঁছে দেয়। যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন।'

আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

১ পৃঃ পর

আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি-রাজনীতির লেন্স থেকে দেখবেন না, এটা দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত। এটা ২৫-৩০ বছর আগেই চালু হওয়া উচিত ছিল। যখন এই ধারণা প্রথম উঠেছিল, তখনই চালু হওয়া উচিত ছিল। যদি তখন প্রণয়ন হত, আজ আমরা পরিণত দেশ হতাম। সংশোধনই তো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য।দেশের ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত থাকে, সমাজের মানসিকতা ও দেশের নেতৃত্বের দক্ষতা দেশের ইতিহাস তৈরি করে, ঐতিহ্য গড়ে। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে আজ এমনই একটা দিন। এটা কোনও একটি নির্দিষ্ট দলকে সুবিধা দেবে না, বরং দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মহিলাদের যারা অধিকার দিতে অস্বীকার করেছেন, তাদের ফল ভুগতে হয়েছে। যারা রাজনীতিতে এগিয়ে যেতে চান, তাদের এটা স্বীকার করতে হবে যে বিগত ২৫ বছর ধরে মহিলারা নেতৃত্ব হিসাবে উঠে এসেছেন। তাদের এই উত্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আজ যারা বিরোধিতা করবেন, তাদের দীর্ঘ সময় ধরে এর মূল্য চোকাতে হবে। আপনারা এর বিরোধিতা করলে আমার কিছুটা রাজনৈতিক লাভ হবে। কিন্তু সবাই একসঙ্গে মত দিলে কেউ একা লাভবান হবে না। আপনারা ক্রেডিটের কথা ভাবছেন? কাল এই বিল পাশ হলে আপনাদের সবার ছবি ছাপিয়ে ক্রেডিট দিয়ে দেব আপনাদের। সেটাই তো আপনারা চাইছেন? ক্রেডিটের ব্ল্যাবঙ্ক চেক আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি।' আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাস করানোর জন্য সমস্ত দলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'যারা এই বিলের বিরোধিতা করছেন, তারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করছে। আমি বলছি যে এই প্রক্রিয়ায় কোনও ভেদাভেদ, অবিচার হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। আপনারা যদি গ্যারান্টি শব্দ ব্যবহার করতে বলেন, তাই করব।

যদি কথা দিতে বলেন, তাহলে তাই বলব। আমরা ভারতকে এক হিসাবে দেখি, বিভিন্ন খণ্ডে বা অংশ হিসাবে নয়। আসন পুনর্বিন্যাস কারোর সঙ্গে অবিচার করবে না।' প্রসঙ্গত, মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য মোদি সরকার লোকসভার মোট আসন সংখ্যা বর্তমান ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবিত মোট আসনের মধ্যে রাজ্যগুলির জন্য ৮১৫টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য ৩৫টি আসন প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধানের ৮১ নম্বর ধারা অনুযায়ী লোকসভার সর্বোচ্চ আসন ৫৫২ হতে পারে। এর মধ্যে ৫৩০ জন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে এবং ২০ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত হতে পারে। ৮১ নম্বর ধারা অনুযায়ী এর আগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর ২ জন সদস্য লোকসভায় মনোনীত হতেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জমানায় ২০১৯ সালে সংবিধানের ১০৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। এ বার ৮২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে বিলে। ৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণনার শেষ হওয়ার পরে সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। কিন্তু, করোনার কারণে ২০১১ সালের পরে ২০২১ সালে জনগণনা করা যায়নি। ২০২৭ সালের জন্য জনগণনা শুরু হচ্ছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকে। বিরোধীদের অভিযোগ, কিন্তু জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশের আগেই লোকসভার আসন বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণ চালু করতে চাইছে মোদি সরকার।

রায় সুপ্রিম কোর্টের

১ পৃঃ পর

এক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের যুক্তি ছিল, এহেন অনুমতি দিলে যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদেরও ভোটাধিকার স্থগিত করতে হবে। কিন্তু এরপরেই আবেদন ভেবে দেখবেন বলে জানায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এরপরেই গুরুত্ব বুঝে ১৪২ ধারা অনুযায়ী 'বিশেষ ক্ষমতা' প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। যা অবশ্যই স্বস্তির খবর ভোটার তালিকায় ডিলিট হয়ে যাওয়া ভোটারদের জন্য। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ তথা রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, 'আজ নির্দেশনামা আপলোড হয়েছে। তা দেখে স্পষ্ট যে, ২১ তারিখ পর্যন্ত যত আপিল নিষ্পত্তি হবে, তা তালিকায় যুক্ত হবে। এবং দ্বিতীয় দফার আগে অর্থাৎ ২৭ তারিখের মধ্যে যতগুলি নাম নিষ্পত্তি হবে, তা যুক্ত হবে। আমরা কৃতজ্ঞ সুপ্রিম কোর্টের কাছে।'নতুন করে নাম ঢোকানোর কথা বলার পরে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে আবেদন করা ভোটাররা।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 5

শিলিগুড়ির আকাশে গেরুয়া আভা

মহকুমার তিন কেন্দ্রেই তৃণমূলের কাঁটা এখন দলেরই বিদ্রোহীরা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

সমতলে বদলের হাওয়া, নাকি পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক অঙ্ক? উত্তরের জেলাগুলির ভোটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ। 'শ্যাম, একটা হাফ বয়েল আর একটা টোস্ট দে। টোস্টে মশলা দিস, সেদিনের মতো ভুল করে চিনি দিয়ে দিস না।' রাস্তা থেকে অর্ডার দিতে দিতে দোকানে ঢোকেন প্রৌঢ়। ভেতরের আলো-আঁধারিতে বসে থাকা সমবয়সি এক ভদ্রলোককে দেখে একপ্রকার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কি রে সকাল সকাল সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস?' 'প্রচারে বের হব, গৌতমদার সঙ্গে।' প্রৌঢ় ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেন, 'প্রচারের আবার কি দরকার। তোরাইতো বলে বেড়াচ্ছিস গৌতমদা জিতে গিয়েছে।' সমবয়সি ভদ্রলোক শান্ত হয়ে বলেন, 'সে তো জিতবেই। তোরা সবাই ঠিকমতো ভোট দিলে এবার কেউ আটকাতে পারবে না।' প্রৌঢ় হাসেন। 'আরে আমাদের ভোটের দরকার নেই। গৌতমদাকে সুপ্রকাশ একাই বিপুল ভোটে জিতিয়ে দেবে।' কথার মাঝেই শ্যাম টোস্টের প্লেট দিয়ে যায়। প্রৌঢ় বলতেই থাকেন, 'এই যে তোরা গৌতমদার পেছনে ঘুরছিস, সত্যি করে বলতো আদৌ ভোট দিবি তো জোড়াফুলে?' 'ধুর, তুই স্থান-কাল বুঝিস না, লোকজনের মধ্যে যে কি বলিস!', সমবয়সি ভদ্রলোক অস্বস্তিতে পড়েন। মর্নিং ওয়াক সেরে আরও তিনজন ওদের সঙ্গে যোগ দেন। বাঘা যতীন পার্ক লাগোয়া চায়ের দোকানের আড্ডা জমে ওঠে। আদৌ 'তৃণমূল'-এর সব ভোট পাবেন তো গৌতম?, চায়ের দোকানে ওঠা সেই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে শিলিগুড়ি বিধানসভার ফলাফলের সমীকরণ। এবারের নির্বাচনে তরাইয়ের মাটিতে লড়াইয়ের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মঘাতী রাজনৈতিক দম্ভের উপাখ্যান। দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আর সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেও তার ইঙ্গিত মেলে। শিলিগুড়িতে সমীকরণ মেলাতে অনেক হিসেব কষতে হলেও মহকুমার অন্য দুই বিধানসভা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার অঙ্ক কিন্তু সরল। দুই বিধানসভাতেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল ও বিজেপি। বাম, কংগ্রেসের প্রার্থী থাকলেও কোথাওই নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার মতো শক্তি আপাতত তাদের নেই। শিলিগুড়িতে জয়, পরাজয়ের অনেক কি ফ্যাক্টর আছে। তবে ভোটারদের প্রাথমিক ভালোলাগাকে গুরুত্ব দিলে সেই বিচারে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ গৌতমকে গোল দিয়ে বসে আছেন। বদমেজাজ এবং অহংকারের বর্ম খুলতে না পারায় গৌতম নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। ভোটের আগে হাসিমুখে নিজের ইমেজ পুনর্গঠনের মরিয়া চেষ্টা চালালেও তা খুব একটা কাজে আসছে না। অন্যদিকে, শংকর ঘোষ তাঁর সহজসরল জনসংযোগ এবং অহংকারহীন আচরণের জোরেই শহরবাসীর একাংশের মন জয় করেছেন। ভাগ্যকে যদি সফলতার মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে বলতে হবে শংকর সেই ভাগ্যের দৌলতেই তরতর করে ওপরে উঠছেন। বিধায়ক হিসাবে গত পাঁচ বছরে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি। শিলিগুড়ির চাইতে কলকাতাতে টেলিভিশনে সক্রিয় থেকেছেন অনেক বেশি। বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দলে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাগ্মিতা, উপস্থিতবুদ্ধি, পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার দক্ষতা শিলিগুড়ির বিজেপিতে আপাতত তাঁর কাছেপিঠে কেউ নেই। সবমিলিয়ে গৌতমের মোকাবিলা করার মতো যোগ্য প্রার্থীর অভাব বিজেপির সব গোষ্ঠীকে শেষপর্যন্ত বাধ্য করছে শংকরের সমর্থনে কাজ করতে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নিঃশর্ত সমর্থন শংকরকে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে। গৌতমের লড়াইটা কিন্তু অন্যরকম। নিজের ঘরে কে শত্রু কে মিত্র তা চেনা দায়। এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্য তিনি নিজেই দায়ী। শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র অধিপতি গৌতম আজ নিজেরই তৈরি করা চক্রব্যূহে বন্দি। দশকের পর দশক ধরে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি কাউকেই সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেননি, আর আজ সেই শূন্যতাই তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। নিজের আখের গোছানোর চেষ্টায় থাকা কয়েকজন বাদে শিলিগুড়িতে এমন তৃণমূল নেতা পাওয়া কঠিন যার পছন্দের তালিকায় গৌতম দেব আছেন। শিলিগুড়ির ভোটার না হওয়া সত্ত্বেও মাটিগাড়া থেকে এসে সুপ্রকাশ রায়ের সব বিষয়ে নাগ গলানো অন্য নেতাদের গৌতমের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। ফলে বিক্ষুব্ধরা কোনওভাবেই চাইছেন না তিনি জয়ী হোন। আবার, গৌতম শিলিগুড়ির মেয়র। তাই ভোটাররা মেয়র হিসাবে গৌতমের সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করছেন। সেটা তাঁর পক্ষে বাড়তি চাপ। শহরে জলসমস্যা, রাস্তা সংস্কার না হওয়া, বিল্ডিং প্ল্যানের অব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়েই ভোট চাইতে হচ্ছে গৌতমকে। শংকরের সেই দায় নেই। উলটে গৌতমের ব্যর্থতার খতিয়ান যত লম্বা হচ্ছে শংকরের প্রচারের সুযোগ তত বাড়ছে। পরে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো শহরের বাম ভোটব্যাংকের একটা অংশের নীরব আশীর্বাদ শংকরের বাড়তি পাওনা। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দলের মতো পুরনিগমেও গৌতমই নাকি শেষকথা বলছেন। তা নিয়েও দলের কাউন্সিলারদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জয়লাভ করা খুব কঠিন কাজ। শহরের হিন্দিভাষী ও অবাঙালি বলয় নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যবসায়ীরা, যাঁরা হুজুগ নয়, মূলত হিসেবের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা ইতিমধ্যেই ঘাসফুল থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। অবাঙালি মহলে গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সঞ্জয় টিব্রুয়াল এবং দিলীপ দুগারের মতো ব্যক্তিদের দল ও এসজেডিএ-এর মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মাশুল গুনতে হচ্ছে তৃণমূলকে। এতসবের পরেও যে বিষয়টি ভুললে চলবে না তা হল, গৌতম এবার সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। শেষ সুযোগ ধরে নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ সব অস্ত্রই প্রয়োগ করছেন। তাতে যে বরফ একেবারে গলেনি তা বলা যাবে না। তা সত্ত্বেও দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের মানভঞ্জন করে শেষমুহূর্তে কোনও মিরাকল করতে না পারলে শিলিগুড়িতে বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া কঠিন। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে মহকুমার অন্য দুই কেন্দ্র, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার অন্দরমহলে কান পাতলেও শোনা যায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একই করুণ রাগিণী। এই দুই কেন্দ্রে লড়াই সরাসরি পদ্ম বনাম জোড়াফুলের। মাটিগাড়ায় তৃণমূলের নবাগত দলবদলু প্রার্থী শংকর মালাকারকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না দলের আদি নেতারা। পাপিয়া ঘোষ, দিলীপ বর্মন বা ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়ের মতো দাপুটে নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্টতই প্রমাণ করছে, দলের ভেতরেই তিনি কতটা একঘরে। এই চরম ডামাডোলের সুযোগে আরএসএস-এর সুশৃঙ্খল প্রচার এবং আনন্দময় বর্মনের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বিজেপিকে ওই কেন্দ্রে অনেকটাই স্বস্তিতে রেখেছে। কংগ্রেসের অমিতাভ সরকার বা সিপিএমের ঝরেন রায় ময়দানে থাকলেও, বাম ভোটের একটা বড় অংশ গেরুয়া শিবিরের দিকেই ঢলে পড়েছে। ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে গত পাঁচ বছরে বিজেপি বিধায়কের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণে তৃণমূলের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সেখানেও উপদলীয় কোন্দলের বলি হলেন সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় এবং আদিবাসী মহলে গ্রহণযোগ্য নেত্রী রোমা রেশমি এক্কা। প্রভাবশালী নেতা কাজল ঘোষের অঙ্গুলিহেলনে রিনা টোপ্পো এক্কাকে প্রার্থী করায় তৃণমূলের একটা বড় অংশ ক্ষোভে ময়দান ছেড়েছেন। এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক বিতর্ক। রাষ্ট্রপতির অপমানের ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপি এবং আরএসএস রাতারাতি এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মনস্তত্ত্ব বদলে দিয়েছে। বামফ্রন্টের সিপিআই(এমএল) প্রার্থী সুমন্তি এক্কাকে সিপিএম সমর্থকরা মেনে না নেওয়ায়, সেই ক্ষুব্ধ বাম ভোটও ঢুকছে বিজেপির ঝুলিতে। বিজেপি নয়, শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি আসনেই তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ তাদের নিজেদেরই অবদমিত ক্ষোভ, ভুল ঘুঁটি সাজানো এবং অন্তর্ঘাত। কোন সূত্রে তিন কেন্দ্রে গেরুয়া হাওয়ার গতি রোধ করা সম্ভব তা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি আইপ্যাকও।

ভোটের বাজারেও অম্লান বাঙালিয়ানা!

রসগোল্লায় রসে নেই রাজনীতির বিদ্বেষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজনীতি বনাম রসগোল্লা নয় মোটেও। বরং মিষ্টির রসে রাজনীতি ভিজে জবজবে। রাজগঞ্জ বাজারে ভরদুপুর লোক যত না, দলীয় ঝান্ডা তার অনেক গুণ বেশি। দূর থেকে ঝান্ডা তৃণমূলের না বিজেপির, বুঝতে অসুবিধা হয়। পদ্ম প্রতীক ও জোড়াফুল আঁকা দুই ঝান্ডাতেই গেরুয়া রং অনেকখানি। নেতাজিমূর্তির পাশে এক তরুণ অপরজনকে বলছিলেন, কাল মিষ্টি খাওয়াবি না?, কেন রেখ (মুখে গ্রাম্য স্ল্যাং), তাহলে মানছিস তো আমাদের দল জিতবে!, ভোদাই তুই একটা, জিতবে তো আমাদের দলই। তাই বলে বছরের প্রথম দিন কাল মিষ্টি খাওয়াবি না? পেট চুক্তি (ভর্তি) মিষ্টি খাব তোর কাছে। পশ্চিমমুখী দাঁড় করানো টোটোর চালক হাসছিলেন। মিষ্টির রসে রাজনৈতিক শত্রুতা ফিকে হয়ে যাওয়ার নমুনা যেন। পরে ইসলামপুরের বাসিন্দা সাহিত্যিক মনোনীতা চক্রবর্তী এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করছিলেন, 'বাঙালির সংস্কৃতি এমন সুতো যা ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছেঁড়ে না। কোথায় যেন জোড়া লাগিয়ে দেয়। সংঘাতকে দূরে সরিয়ে সমন্বয়ের পথ করে দেয়।' বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনের আগে চৈত্র সংক্রান্তির প্রায় মাঝরাতে শিলিগুড়ি শহরের আশিঘর থেকে সুভাষপল্লির পথ তখনও আলোময়। শুধু স্ট্রিট লাইট নয়, আশপাশের দোকান অধিকাংশ খোলা। ক্রেতা না থাকলেও খোলা। নববর্ষের প্রস্তুতি অত রাতেও। বছরের প্রথম দিন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো শিলিগুড়িতে। সেই আলোচনা অত রাতে দোকানদারদের। তাতে হিলকার্ট রোডে ব্যবসা কতটা মার খাবে নববর্ষে সেইসব নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতের আদানপ্রদান যেন। চৈত্র সংক্রান্তির সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে। চালসার কাছে বৌলবাড়িতে এক দোকানদার শোনালেন বিশ্বাসের কথা, 'বছরের প্রথম দিনটা ভালো গেলেই না সারাবছর ভালো থাকে।' বুধবারের শিলিগুড়িতে দিনভর সেসব নিয়ে গল্প। আমার এক সহকর্মীকে রিকশাওয়ালা বলেছেন, মমতা রোড শো করবেন বলে চার ঘণ্টা হিলকার্ট রোড বন্ধ। বছরের প্রথম দিন ভালো কামাইটা হল না। দোকানপাটের সামনে রোড শো দেখার লোক বেশি। কেনাকাটা করবে কে? চৈত্র সংক্রান্তির দুপুরে ময়নাগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় লোক হবে কি না সংশয় অনেকের মুখে। সংক্রান্তিতে অনেকে উপোস থাকেন, বাড়িতে পুজো হয়। সেসব ফেলে কেউ কি যাবেন অভিষেকের সভায়? কিন্তু গেলেন অনেকে। কম আর বেশি। শিলিগুড়িতে মমতার রোড শো, ফাটাপুকুর, ফালাকাটা ও তুফানগঞ্জে অমিত শা'র সভাতেও নববর্ষের দুপুরে ভিড় কম নয়। পাপিয়া বসাক ছিলেন তুফানগঞ্জের সভায়। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রায় সবাই পুজো করেই এসেছি। সভায় আসব বলে কি বছরকার দিনের পুজো বাদ দেওয়া যায়!' জলপাইগুড়ির রেলগুমটিপাড়ায় তখন পথসভা। ভাষণে এক দল অন্য দলের গুষ্টি উদ্ধার করছে। কিছুটা দূরের মিষ্টির দোকানে তখন রসের স্রোত। নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে প্যাকেট প্যাকেট মিষ্টি। অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে মিষ্টির স্বাদ নিচ্ছেন। পরস্পরের মধ্যে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলছে। বিভিন্ন দলের সমর্থককে যেন এক জায়গায় করেছে সামান্য একটি মিষ্টির দোকান। শহরের সাহিত্যিক গৌতম গুহ রায় প্রায় একই সুরে বললেন, 'বাঙালির সংস্কৃতিতে বিদ্বেষের জায়গা কম। এটাই আমাদের কাছে আশার কথা। দিনশেষে রাজনীতিতে বিভেদের বার্তা ভুলিয়ে দিতে পারে এই সংস্কৃতি, এই আচার। রাজনীতিতে বিভাজনের চেষ্টা হয়তো এভাবে বাঙালি রুখে দিতে পারবে।' আলিপুরদুয়ার শহরের প্রধান সড়কের দু'ধারে অনেক মিষ্টির দোকানে নববর্ষের পসরার শেষ নেই।
কোচবিহারেও। মিষ্টির বৈচিত্র্য অনেক। বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেটের আদানপ্রদান। নাম লিখতে নিষেধ করলেন এক বিজেপি নেতা। জানলে দল সন্দেহ করবে। তিনি উপস্থিত তৃণমূলের এক মাঝারি নেতার বাড়ি। সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট। বিজেপি নেতার কথায়, 'বহু বছরের সম্পর্ক। আলাদা দল করি বলে কি বছরের প্রথম দিন কোলাকুলি করব না।' সামাজিক নৃতত্ত্বের গবেষক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য আবার সংঘাত ছাপিয়ে সহাবস্থানের অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর কথায়, 'এই রসগোল্লা তো আদি ঢাকাইয়া রসগোল্লা নয়, পুরোনো কলকাতার রসগোল্লা নয়। এই রসগোল্লা কর্পোরেট রসগোল্লা।
রাজনীতিও কর্পোরেট কালচারের বাইপ্রোডাক্ট। তাই এই রসগোল্লা ও রাজনীতির একসঙ্গে থাকায় অসুবিধা নেই।' ঘটনা যাই হোক, ভোটের আবহ যেমন নববর্ষের মেজাজকে ফিকে করতে ব্যর্থ, বাংলা বছরের প্রথম দিনটি তেমন রাজনীতিতে বাধা হয়ে উঠতে পারল না।

কোচবিহারের মদনমোহনের শরণে মুখ্যমন্ত্রী

দিনহাটার রাজনৈতিক সভা শেষ করে আজ সোজা কোচবিহার শহরে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখানে পৌঁছেই তিনি চলে যান. প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়ি মন্দিরে । রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও ভক্তিভরে পুজো দিয়ে দলের জয়ের প্রার্থনা করলেন তৃণমূল নেত্রী। বৃহস্পতিবার মমতার এই সফর ঘিরে মন্দির চত্বরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে প্রথাগত নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মাঝেও এক

> দিনহাটার রাজনৈতিক সভা শেষ করে আজ সোজা কোচবিহার শহরে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় । সেখানে পৌঁছেই তিনি চলে যান কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়ি

ভিন্ন মেজাজে দেখা গিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। মন্দিরে প্রবেশের আগে তিনি সরাসরি মন্দিরের সামনে থাকা একটি সন্দেশেরওদোকানে যান। সেখানে নিজ হাতে সন্দেশ কেটে নিয়ে পুজোর থালা সাজান তিনি। সাধারণের মতো করে তাঁর এই মিষ্টি কেনা এবং পুজো দেওয়ার দৃশ্য দেখে আপ্লুত স্থানীয় বাসিন্দারা। মমতাওবন্দোপাধ্যায় যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে ছোট ছোট শিশুদের উপস্থিতি তাঁর নজর কাড়ে। জননেত্রীর চিরাচরিত মাতৃসুলভ ভঙ্গিতে তিনি দুই শিশুকে কাছে টেনে নেন এবং পরম স্নেহে তাদের জড়িয়ে ধরে আদর করেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো দেন তিনি। দলীয় সূত্রের খবর, আসন্ন নির্বাচনে বড় জয়ের লক্ষ্য নিয়েই আজ মদনমোহনঠাকুরের আশীর্বাদ চেয়েছেন মমতা। মন্দির থেকে বেরোনোর সময় উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ভিড়ের মধ্যে থাকা এক দর্শনার্থীকে উদ্দেশ্য করে মমতাকে বলতে শোনা যায়, যাদের ভোট বাদ গিয়েছিল, আজকে সব উঠে গিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। দিনহাটার পর কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফর এবং সাধারণ মানুষের সাথে সহজ মেলামেশা জেলায় তৃণমূলের জনসংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। শুক্রবার কোচবিহারের রাসমেলার ময়দানে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করার কথা রয়েছে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিনি রাজার শহর কোচবিহারেই রাত্রিযাপন করবেন।

টিসি দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষককে জুতোপেটা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বক্সিরহাট

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে ফের এক নজিরবিহীন ও কলঙ্কিত ঘটনার সাক্ষী থাকল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক। ছাত্র স্থানান্তর বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাঘাযতীন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা আশালতা পালের বিরুদ্ধে পাশের পশ্চিম ফেরশাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ শিকদারকে প্রকাশ্য দিবালোকে জুতোপেটা করার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় শোরগোল গোটা এলাকায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, বাঘাযতীন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পঠনপাঠনের মান অত্যন্ত নিম্নমুখী হওয়ায় সুচিত্রা রায় নামে এক অভিভাবক তাঁর ছেলেকে পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চাইছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে তিনি টিসির জন্য আবেদন জানালেও প্রধান শিক্ষিকা নানা অজুহাতে টালবাহানা করছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ শিকদারকে বিষয়টি জানান সুচিত্রা দেবী। তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যেতেই প্রধান শিক্ষিকা দরজা বন্ধ করে অতর্কিতে তাঁকে জুতো

দিয়ে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ শিকদারের দাবি, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তাঁকে ভিডিও করে মারধর করা হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষিকা আশালতা পাল পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন যে, ওই শিক্ষক স্কুলে ঢুকে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন। তবে অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের বড় অংশই শিক্ষিকার এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, মিড-ডে মিলের চাল চুরি থেকে শুরু করে নানাবিধ অনিয়ম চলে ওই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। পড়ুয়া সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং বরাদ্দ কমে যাওয়ার ভয়েই তিনি টিসি দিতে বাধা দিচ্ছেন। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং শিক্ষিকাকে ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এমন আচরণে নাগরিক সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

অফবিট পছন্দ পর্যটকদের, ভিড় কমছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দার্জিলিং

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে যখন যাত্রী সংখ্যা ও রোজগারে নতুন নজির গড়েছে, তখন রেকর্ড ধরে রাখতেই পারল না দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক ।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে যে সংখ্যক দর্শক হয়েছিল, তার চেয়ে চার হাজার কম মানুষের পা পড়েছে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে। রেড পান্ডা ও স্নো লেপার্ডের প্রজননে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পাওয়ার পরেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে না পারার কারণ কী? চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে পর্যটকদের দার্জিলিং শহরে থাকার প্রবণতা কমছে। যার প্রভাব পড়ছে চিড়িয়াখানাতেও। শুধু দেশ নয়, বিদেশি পর্যটকদের কাছেও অন্যতম আকর্ষণের জায়গা দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। রেড পান্ডা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, স্নো লেপার্ড, বার্কিং ডিয়ার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার সহ বিভিন্ন জন্তু দেখতে এখানে পা রাখেন পর্যটকরা। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৭৪ হাজারে। কিন্তু ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজারে। দর্শক সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলছেন, 'বিষয়টি নজরে আসার পর তা নিয়ে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি, আলোচনা করেছি। শহরের পরিবর্তে পর্যটকরা এখন অফবিট জায়গাগুলি পছন্দ করাতেই দর্শক সংখ্যা কমেছে বলে আমাদের ধারণা।' দার্জিলিংয়ের অফবিট জায়গাগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ার পাশাপাশি সিকিমের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে বলে মনে করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ, একটা বড় অংশের পর্যটক বর্তমানে সিকিমে বেশিদিন থাকছেন । দার্জিলিংয়ে এলেও, এক বা দুই রাতের বেশি কাটাচ্ছেন না। যদিও দার্জিলিং শহরকে পর্যটকদের কাছে নতুন করে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। চিড়িয়াখানায় পর্যটক সংখ্যা কমায় স্বাভাবিকভাবে আয়ও কমেছে। যদিও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সবমিলিয়ে এক অর্থবর্ষে চার হাজার দর্শক কমলেও, বেড়েছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে যেখানে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৪০০ জন, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার ৫০০। পর্যটকের সংখ্যা কমলেও চিড়িয়াখানার পশু, পাখির নজরদারির প্রতি কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 6

‘ভুল করবেন না, নারীশক্তি সব দেখছে’,

লোকসভায় বিরোধীদের ‘ব্ল্যাঙ্ক চেক’ দিলেন মোদী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন এবং তার পরবর্তী লোকসভা ডিলিমিটেশন বা সীমানা নির্ধারণের আবহে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে মহিলা সংরক্ষণের কার্যকরী রূপায়ন নিয়ে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় ছিল প্রধানত বিরোধী দলগুলো। তিনি স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, নারীশক্তি কেবল এই সিদ্ধান্তই দেখছে না, তারা সদস্যদের ‘নিয়ত’ বা সদিচ্ছার ওপরও নজর রাখছে। কোনোভাবেই যেন ‘টেকনিক্যাল’ বা যান্ত্রিক অজুহাত দিয়ে এই বিলকে আর আটকে রাখা না হয়, সেই আর্জি জানিয়ে মোদী বলেন, তআজ আমাদের খোলাখুলি এই বিল অস্বীকার করার সাহস নেই, তাই নানারকম অজুহাত খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মা-বোনেদের আপনারা আর বোকা বানাতে পারবেন না। তিন দশক ধরে এই বিল আটকে রেখে আপনারা কিছুই অর্জন করতে পারেননি।দ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদীর এই আক্রমণাত্মক মেজাজ বুঝিয়ে দিল যে, আগামী নির্বাচনে নারী ভোটারদের সমর্থন আদায়কেই পাখির চোখ করছে শাসক দল। এদিনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী কেবল মহিলা সংরক্ষণ নয়, উত্তর বনাম দক্ষিণ ভারতের আসন বিন্যাস এবং সীমানা নির্ধারণ নিয়ে তৈরি হওয়া আশঙ্কা নিরসনেও বড়সড় বার্তা দিয়েছেন। ডিএমকে-সহ দক্ষিণের বেশ কিছু রাজনৈতিক দল লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিজেদের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে বলেন যে, আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্যের বর্তমান অনুপাত কোনোভাবেই পরিবর্তিত হবে না। বিরোধীদের আশ্বস্ত করতে তিনি একধাপ এগিয়ে বলেন, তআসন বিন্যাসের হার বদলাবে না; বৃদ্ধির হার একই অনুপাতে বজায় থাকবে। যদি আপনারা কোনো গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি চান, আমি তা দিতে প্রস্তুত। এমনকি যদি এর জন্য তামিল ভাষার কোনো ভালো শব্দ ব্যবহার করতে হয়, আমি তাও করব। তাঁর এই বক্তব্য মূলত উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের যে ‘বাইনরি’ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাকে প্রতিহত করার এক সুকৌশলী প্রচেষ্টা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক অলিন্দ। এদিন প্রধানমন্ত্রী সভার মেজাজ হালকা করতে এবং একইসঙ্গে বিরোধীদের বিঁধতে ‘ব্ল্যাঙ্ক চেক’ বা ফাঁকা চেকের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, অনেকে ভাবছেন মোদী হয়তো নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এই বিল আনছেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কোনও কৃতিত্ব চান না। তাঁর কথায়, তআপনারা বিলটি পাস করুন, আমি সরকারি টাকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেখানে আপনাদের সবার ছবি ছেপে দেব। আমি আপনাদের কৃতিত্বের ব্ল্যাঙ্ক চেক দিচ্ছি দ প্রধানমন্ত্রীর মতে, ‘বিকশিত ভারত’ মানে কেবল পরিকাঠামো বা অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নয়, বরং দেশের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্তি।

নিজের ব্যক্তিগত লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, একজন অতি অনগ্রসর সমাজ থেকে আসা মানুষ আজ এই সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারের কারণেই দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া তাঁর কাছে কেবল সাংবিধানিক দায়িত্ব নয়, বরং এক মানবিক কর্তব্য। মোদীর এই টানা ভাষণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন উন্নয়নের সংকল্প ফুটে উঠল, অন্যদিকে তেমনই ২০২৬-এর রাজনৈতিক ডামাডোলে বিরোধীদের ওপর নৈতিক চাপের পাহাড় তৈরি করে দিলেন তিনি।

যুদ্ধের মাঝেই কূটনৈতিক তৎপরতা

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আবহে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টার পাশাপাশি কূটনৈতিক দরকষাকষিও সমান তালে এগোচ্ছে, আর সেই প্রেক্ষাপটেই নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে ইজরায়েল ও লেবাননের সম্ভাব্য সংলাপ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন বলে ইজরায়েলি মন্ত্রিসভার এক সদস্য ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদিও লেবাননের পক্ষ থেকে এমন কোনও আলোচনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনও মেলেনি। লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরাসরি কোনও আলোচনায় যাওয়ার আগে যুদ্ধবিরতি অত্যন্ত জরুরি এবং সেটিকেই আলোচনার প্রথম ধাপ হিসেবে দেখা উচিত। তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে কথা হতে পারে। তবে লেবাননের সরকারি সূত্র জানাচ্ছে, তারা এখনও পর্যন্ত এমন কোনও পরিকল্পিত যোগাযোগের বিষয়ে অবগত নয়, ফলে পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। এই আবহেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে, যেখানে পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ইতিমধ্যেই কাতারে পৌঁছেছেন এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসিম মুনির ইরানে গিয়ে সে দেশের পার্লামেন্টের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, যা এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করছে। অন্যদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিচ্ছে, কারণ লেবাননে ইজরায়েলি হামলায় গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস হয়েছে এবং বেইরুট থেকে দামাস্কাস সংযোগকারী সড়কে হামলায় একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পাশাপাশি ইরান হরমুজ প্রণালী নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে এবং জানিয়েছে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সরে দাঁড়াবে না। এই পরিস্থিতিতে চিন নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ইরানের কাছে আবেদন জানিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের দিকটি তুলে ধরছে। সব মিলিয়ে, একদিকে সামরিক সংঘাত, অন্যদিকে কূটনৈতিক তৎপরতা;এই দুইয়ের টানাপোড়েনে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার সম্ভাবনা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনই প্রতিদিনের হামলা ও পাল্টা হুমকি পরিস্থিতিকে অনিশ্চয়তার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।

দেশে প্রথম চিপ উৎপাদন কারখানার অনুমোদন

ধোলেরায় বড় প্রকল্পে সবুজ সংকেত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধোলেরা

দেশে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। গুজরাটের ধোলেরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশের প্রথম চিপ উৎপাদন কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি গড়ে তুলবে টাটা সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, প্রায় ৬৬.১৬৬ হেক্টর জমির উপর এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হবে এবং এতে প্রায় ২১ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কেন্দ্রটি মূলত ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর আগে সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত নিয়মে একাধিক পরিবর্তন এনেছিল, যাতে এই ধরনের উচ্চমূল্যের বিনিয়োগ সহজ হয়। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা কমানো, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করা এবং দেশের বাজারে বিক্রির অনুমতি দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সংস্কারের ফলে ইতিমধ্যেই একাধিক বড় প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাটের সানন্দে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে মাইক্রন সেমিকন্ডাক্টর সংস্থার ইউনিট স্থাপন এবং কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে এক্যুস গোষ্ঠীর ইলেকট্রনিক উপাদান তৈরির প্রকল্প। সরকারের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ দেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, দেশকে বৈশ্বিক ইলেকট্রনিক উৎপাদন ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পথ আরও সুগম হবে।

পরিকাঠামো খাতে নজরদারিতে নতুন পদক্ষেপ, কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণের সমন্বিত ড্যাশবোর্ড চালু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশের পরিকাঠামো খাতে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন আরও স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক করতে নতুন সমন্বিত ড্যাশবোর্ড চালু করল কেন্দ্র, যার মাধ্যমে বিদ্যুৎ, সড়ক, রেল, বিমান পরিবহণ, দূরসংযোগ ও বন্দরসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সামগ্রিক কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা হবে; এই ব্যবস্থায় মোট ১১টি প্রধান ক্ষেত্রের ১১৬টি সূচকের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, ফলে শুধু উৎপাদন নয়, পরিষেবার প্রাপ্যতা, গুণমান, ব্যয়, ব্যবহারযোগ্যতা ও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা; এই সব দিক একসঙ্গে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মতে, আগের তুলনায় এই নতুন পদ্ধতিতে পরিকাঠামোর সামগ্রিক চিত্র অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে এবং নীতিনির্ধারণে আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে; প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, বিদ্যুৎ খাতে চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা স্থিতিশীল রয়েছে, দূরসংযোগ ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক বিস্তার ও ব্যবহার বেড়েছে, সড়ক পরিবহণে নগদহীন টোল আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রেল পরিষেবায় সময়নিষ্ঠা ও চলাচলের পরিমাণে উন্নতি হয়েছে;

পাশাপাশি বন্দর ও জলপথ ক্ষেত্রেও সংযোগ ও সক্ষমতা বাড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে; সরকারের মতে, এই ড্যাশবোর্ড চালুর ফলে পরিকাঠামো খাতে স্বচ্ছতা,

জবাবদিহি ও কার্যকারিতা আরও বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং ডিলিমিটেশন বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখেই সংসদে কেন মহিলা সংরক্ষণ বিল (নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম) কার্যকর করার জন্য বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল? বিরোধী শিবিরের এই প্রশ্নের মাঝেই জাতীয় রাজনীতির ফোকাস এখন ‘ডিলিমিটেশন’ বা আসন পুনর্বিন্যাস বিতর্কে। প্রবীণ সাংবাদিক নীরজা চৌধুরীর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিলের এই বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে ভোটমুখী বাংলায় মহিলা ভোটারদের মন জয় করা, কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাঙ্কের একটি বড় অংশই হলেন মহিলারা। ডিলিমিটেশন বনাম রাজ্যের অধিকার এই বিলকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের মধ্যে এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন উভয়েই এই পদক্ষেপকে তাঁদের রাজ্যের প্রতি অবিচার বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিরোধীদের মূল আশঙ্কা হলো, লোকসভা ও বিধানসভায় ডিলিমিটেশন কার্যকর হলে হিন্দি বলয়ের দাপট বাড়বে এবং আসন সংখ্যার অনুপাতে পিছিয়ে পড়বে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত। এই কারণেই কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত আসন বিন্যাসের সমতা বজায় রাখার আশ্বাসে ভরসা রাখতে পারছে না বিরোধীরা। পরিসংখ্যানের আয়নায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিহাস ঘাঁটলে সংসদে তাঁদের হতাশাজনক উপস্থিতির চিত্রই ফুটে ওঠে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১৩.৬%। দেশের প্রথম লোকসভায় মহিলাদের হার ছিল ৪.৪১%। অর্থাৎ, গত ৮০ বছরে লোকসভায় মহিলাদের উপস্থিতি বেড়েছে মাত্র ৯.২২%। সহজ কথায়, প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার ১%-এরও কম। প্রস্তাবিত ২০২৬-এর সংশোধনী বিলে লোকসভার বর্তমান ৫৪৩টি আসন থেকে ৫০% বাড়িয়ে মোট আসন সংখ্যা ৮১৫ করার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বর্তমান পুরুষ সাংসদদের আসন হারানোর আশঙ্কা দূর করতেই সার্বিক আসন বৃদ্ধির এই কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নাকি নতুন অধ্যায়? সেই ১৯১৭ সালে সরোজিনী নাইডুর ভোটাধিকারের দাবি থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের সংসদীয় কাঠামো; মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পথ কখনোই সুগম ছিল না।

১৯৯৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০৮ সালে বারবার মহিলা সংরক্ষণ বিল আনার চেষ্টা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নিজেদের কেন্দ্র হারানোর একটা সুপ্ত ভয় কাজ করেছে। এবার ডিলিমিটেশনের শর্ত যুক্ত করে সেই জট কাটানোর চেষ্টা হলেও, নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে। কোনো সমাধানই নিখুঁত হয় না। এখন দেখার বিষয়, সমস্ত রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভেদ ভুলে সংসদ কি ঐক্যবদ্ধভাবে মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারবে?

এসিডিটি না কি মারণ রোগ? সামান্য অবহেলাই ডেকে আনছে প্রাণঘাতী বিপদ

সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিল্লি

বুক জ্বালা বা টক ঢেকুর- বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে এই সব উপসর্গ এতটাই সাধারণ যে, আমরা একে অধিকাংশ সময় ‘এসিডিটি’ বলে উড়িয়ে দিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এই সাধারণ অস্বস্তিই যে অন্ননালীর ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের আগাম সতর্কবার্তা হতে পারে, তা আবারও প্রমাণ করল দিল্লির এক ৫২ বছর বয়সী ব্যবসায়ীর ঘটনা। গত চার মাস ধরে তিনি খাবার গিলতে সামান্য সমস্যা অনুভব করছিলেন। শুরুতে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি নিজের খাদ্যাভ্যাসে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন এনেছিলেন-ছোট গ্রাস নেওয়া বা খাওয়ার সময় বারবার জল খাওয়ার মতো ‘অ্যাডাপ্টিভ বিহেভিয়ার’ বা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি করেছিলেন তিনি। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পর যখন এন্ডোস্কোপি এবং বায়োপসি করা হল, তখন ধরা পড়ল তিনি অন্ননালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত। সৌভাগ্যবশত, রোগটি প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ায় চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই রোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিঃশব্দে শরীরে বাসা বাঁধে। অন্ননালী বা আমাদের খাদ্যনালী অত্যন্ত সংবেদনশীল কোষ দ্বারা গঠিত। তামাক এবং অ্যালকোহলের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এই কোষগুলোকে ক্যানসারাক্রান্ত কোষে রূপান্তরিত করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ মালিকের মতে, তামাক তা ধূমপান হোক বা চিবিয়ে খাওয়া; অন্ননালীর আস্তরণের চরম ক্ষতি করে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তামাক এবং অ্যালকোহল যখন একসঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে, তখন ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। অ্যালকোহল অন্ননালীর প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীরকে দুর্বল করে দেয়, ফলে তামাকের বিষাক্ত পদার্থগুলো সহজেই গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

শুধু তাই নয়, যারা দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস বা ‘জিইআরডি’ -এর সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর অ্যাসিড বারবার খাদ্যনালীতে ফিরে এসে কোষের গঠন বদলে দেয়, যা পরবর্তীকালে ‘ব্যারেটস এসোফেগাস’ নামক প্রাক-ক্যান্সার দশার সৃষ্টি করে। অনেক সময় খুব গরম পানীয় খাওয়ার অভ্যাসও এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের মতো দেশে যেখানে তামাকের ব্যবহার এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ঘরে ঘরে বর্তমান, সেখানে এই সচেতনতা কতটা জরুরি। এই ক্যান্সারের লক্ষণগুলো শুরুতে এতটাই মৃদু হয় যে রোগী বুঝতেই পারেন না। খাবারে অরুচি, বুকের মাঝখানে খাবার ‘আটকে যাওয়া’র মতো অনুভূতি বা হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া- এগুলোকেই অনেক সময় আমরা সাধারণ পেটের গোলমাল বলে ভুল করি। কিন্তু চিকিৎসকদের সাবধানবাণী অত্যন্ত স্পষ্ট যদি খাবার গিলার ক্ষেত্রে সামান্যতম অস্বস্তিও কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয়, তবে তাকে আর তুচ্ছ ভাবার সুযোগ নেই। প্রাথমিক স্তরে রোগ নির্ণয় করা গেলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে খাদ্যনালী পুনর্গঠন করা সম্ভব, যা রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেয়। তাই এসিডিটি ভেবে মারণ রোগকে আড়াল না করে সঠিক সময়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই হতে পারে জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায়। ওসোফেজিয়াল ক্যানসার সচেতনতা মাসে এই বার্তাটিই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ- সামান্য উপসর্গও কখনওই গুরুত্বহীন নয়।

আমির হামজা গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত, লাহোরে চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাহোর

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমির হামজা লাহোরে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর। বুধবার শহরের একটি সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ের বাইরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

হামলার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে সূত্রের দাবি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা আচমকাই গুলি চালায় আমির হামজার উপর। হামলার সময় তিনি একটি গাড়ির কাছে ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার পেছনে কারা রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে অভিযান চলছে। উল্লেখ্য, আমির হামজা লস্কর-ই-তইবার সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নাম বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি সংগঠনের প্রচারমূলক কাজ এবং লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাহোরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা মহলে।

ভোটের মুখে ‘কুপন’ আর ‘টোকেন’ বিতর্ক,

মাদ্রাজ হাইকোর্টের কড়া নজরে ডিএমকে ও এআইএডিএমকে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চেন্নাই

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরালো হচ্ছে ভোটারদের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগ। এবার সেই অভিযোগের তির সরাসরি রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি;ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র দিকে। নির্বাচনের মুখে নগদ টাকা বা উপহার বিলি করার যে চিরাচরিত প্রথা দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে বারবার বিতর্ক তৈরি করেছে, ২০২৬-এর লড়াইয়ে তা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী এবং বিচারপতি জি অরুল মুরুগানের ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত দু'টি পৃথক মামলার দ্রুত শুনানিতে সম্মত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, ভোটারদের প্রভাবিত করতে শাসক দল ডিএমকে-র প্রার্থীরা আট হাজার টাকার ‘কুপন’ বিলি করছেন। অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের হারবার কেন্দ্রের এআইএডিএমকে প্রার্থী রয়পুরম মনোহর ওরফে আর মনোহরের বিরুদ্ধে উঠেছে দশ হাজার টাকার ‘টোকেন’ বিলি করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের কলম থেকে দেখলে বোঝা যায়, নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের এই অভিযোগ কেবল আইনি লড়াই নয়, বরং গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর ওপর এক বড় আঘাত। মামলার আবেদনকারী আইনজীবী এ পি সূর্যপ্রকাশম দাবি করেছেন যে, ডিএমকে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক হারে কুপন ছড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে, এআইএডিএমকে প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে কিউআর কোড সম্বলিত টোকেন বিলির ছবি আদালতে পেশ করা হয়েছে, তা কার্যত আধুনিক যুগের ‘স্মার্ট’ দুর্নীতির এক নিদারুণ উদাহরণ। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে, মামলার নথিপত্র যদি আজ দিনের শেষে যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত হয়, তবে শুক্রবার অর্থাৎ ১৭ এপ্রিলই এর শুনানি হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ‘নগদ উপহার’ বা ‘ক্যাশ ফর ভোট’ একটি দীর্ঘকালীন ব্যাধি। কিন্তু এবারের নির্বাচনে যে অঙ্কের টাকা এবং যে প্রযুক্তিনির্ভর উপায়ে টোকেন বিলির কথা সামনে আসছে, তা নির্বাচন কমিশনের নজরদারি ব্যবস্থাকেই বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আদালত এই বিষয়ে কতটা কড়া পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার। কারণ, চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরের কেন্দ্রে যদি প্রকাশ্য দিবালোকে দশ হাজার টাকার টোকেন বিলি হয়, তবে প্রান্তিক জেলাগুলোতে কী পরিস্থিতি চলছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। গণতন্ত্রের উৎসবে যখন টাকার আস্ফালন বেড়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষের রায় আর স্বচ্ছ থাকে না। মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই হস্তক্ষেপ তাই কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং নির্বাচনী স্বচ্ছতা বজায় রাখার শেষ আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। শুক্রবারের শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল, কারণ এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে তামিলনাড়ুর ভোটের চূড়ান্ত ভাগ্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভবিষ্যৎ। নিছক ক্ষমতার দখল নয়, বরং টাকার জোরে জনমত কেনা-বেচার এই খেলা বন্ধ না হলে নির্বাচনের নৈতিক ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 7

গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ, পাঁচ কোটির ক্ষতিপূরণ মামলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরের স্পন্দন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রবোধ চন্দ্র দে (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ক্রীড়াবিদ)-এর প্রতি দু'বছরের বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ ইনজেকশন প্রয়োগ, ভুয়া ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো, রোগীর চিকিৎসার সমস্ত আসল কাগজপত্র লোপাট করা, অবহেলাজনিত মৃত্যু, রোগীর মৃত্যুর এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট পর মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে রেফার করা, হাসপাতালের ভুলে রোগীর সরকারি স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা না পাওয়া, মৃত্যুর এক মাস আগের তারিখে মৃত্যু শংসাপত্র প্রদান করা এবং সর্বোপরি কলকাতার পিজি হাসপাতালের ডাক্তারের সই নকল ও ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে মৃত্যু শংসাপত্র প্রদান করার অভিযোগ উঠেছে। এই চরম অব্যবস্থার প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য মৃতের ছেলে সৌমেন্দু দে (অধ্যাপক এবং সরকার স্বীকৃত চলচ্চিত্র পরিচালক) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে পাঁচ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা করেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে মামলাটি চলছে। অভিযোগ, আজ পর্যন্ত প্রায় ২৯টি শুনানির দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিভিন্ন বাহানায় স্পন্দন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর্গুমেন্টের জন্য তারিখের পর তারিখ নিয়ে সময় নষ্ট করছে। এই কেসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং অযথা সময়ক্ষেপণ বন্ধ করতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আর্গুমেন্ট শেষ করার শেষ সুযোগ দিয়েছে চলতি মাসের ২১ তারিখ। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের বাসিন্দা প্রবোধ চন্দ্র দে-কে ভুল চিকিৎসা ও অবহেলার মাধ্যমে প্রকারান্তরে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। জেলা ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন পাঁচ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা গ্রহণের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানা স্পন্দন হাসপাতালের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলা আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে, রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল এবং প্রমাণের নথিপত্র নষ্ট করা হয়েছিল। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক তথা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ভুয়ো; তিনি কলকাতার অন্য এক ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করছিলেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশংকর সারেঙ্গীর সংগৃহীত নথিতেও চিকিৎসা অবহেলার প্রমাণ স্পষ্ট। মৃত্যু শংসাপত্র ও ঘোষণাপত্রে চিকিৎসকদের পূর্ণ স্বাক্ষর বা সঠিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। যে ডাক্তার সৌভিক মণ্ডলের নাম করে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, তিনি কোতোয়ালি থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি প্রবোধবাবুকে চিকিৎসা করেননি এবং ওই শংসাপত্রের সই বা হাতের লেখা তাঁর নয়। অর্থাৎ, সবটাই জাল করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশে এবং উচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। অভিযোগকারী সৌমেন্দুর দাবি, স্পন্দন হাসপাতালের ডিরেক্টর মনোজ পতি কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে কেসটি তুলে নিতে বলেন এবং প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দেন। এই বিষয়ে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সৌমেন্দুর বক্তব্য, 'টাকার জোরে স্পন্দন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সবকিছুকেই কিনে নিতে চায়। বাবার মৃত্যুর বিচারের ক্ষেত্রে প্রশাসন, ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আশা করি বাবার চিকিৎসা অবহেলা এবং মৃত্যুর প্রকৃত বিচার পাবো।'

বিজেপির দেওয়ালে গোবর লেপার অভিযোগ,উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

ভোটের আগে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এবার দেওয়াল লিখন বিকৃতিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কালেখাঁতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলগাছি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের একটি ক্লাবের সামনে থাকা দেওয়ালে বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম এবং দলীয় প্রতীক পদ্মফুল আঁকা ছিল। অভিযোগ, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা সেই দেওয়াল লিখনের উপর গোবর লেপে দেয়। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই এই কাজ করা হয়েছে, যাতে নির্বাচনের আগে এলাকায় অশান্ত পরিবেশ তৈরি করা যায় এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ানো যায়। অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে পরোক্ষ অভিযোগ তুলতেও দেখা গেছে কিছু বাসিন্দাকে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়েও প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার দাবি তুলেছেন তারা। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি সামনে আসেনি, স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এলাকায় অশান্তি এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের ভূমিকা কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার।

জঙ্গলমহলে কুর্মি ভোটে দোলাচল, চাপে তৃণমূল, নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর 'অসন্তোষ'

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল
জঙ্গলমহল ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই জঙ্গলমহলের কুর্মি ভোট রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে আসছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১৭ থেকে ২০টি আসনে কুর্মি ভোটারদের প্রভাব এতটাই বেশি যে, এই ভোটব্যাঙ্কের অবস্থান বদলালে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফলেও বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে কুর্মি ভোটের হার গড়ে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে, ফলে নির্বাচনী লড়াইয়ে তাদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরেই কুর্মি সম্প্রদায়ের মূল দাবি তফসিলি উপজাতি বা এসটি মর্যাদা। কিন্তু সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে কিছু স্পষ্টীকরণ চাওয়া হলেও রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি, ফলে প্রক্রিয়াটি ঝুলে রয়েছে। ঝাড়গ্রামের কুর্মি কর্মী অভিজিৎ কাটিয়ার-এর কথায়, '২০১৭ সাল থেকে বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। এর ফলে সমাজে আমাদের অপমানের শিকার হতে হচ্ছে।' একই সঙ্গে আরও অভিযোগ উঠেছে, এসটি মর্যাদা না থাকায় অনেক জায়গায় কুর্মিদের 'বহিরাগত' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করছে। অভিজিৎ কাটিয়ার আরও বলেন, 'আমরা এই মাটির মানুষ, তবুও আমাদের 'দিকু' বলা হচ্ছে।'এই অসন্তোষই এবার রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কুর্মি সংগঠনগুলির একাংশ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিজেপিকে সমর্থনের ডাক দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কুর্মি সমাজের রাজ্য সভাপতি কৌশিক মাহাতো জানান,'আমাদের দাবি বছরের পর বছর উপেক্ষিত হয়েছে। তাই আমরা এবার পরিবর্তনের পক্ষে।'পাশাপাশি কয়েকটি কেন্দ্রে কুর্মি প্রার্থীরা নির্দল হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যা ভোট ভাগাভাগির সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী অশোক মাহাতো-র দাবি,'কুর্মি ভোটই জয়ের রাস্তা ঠিক করে দেবে।'অতীতে এসটি মর্যাদার দাবিতে কুর্মি সম্প্রদায়ের আন্দোলনও কম হয়নি। রেল অবরোধ থেকে শুরু করে একাধিক গণআন্দোলনের নজির রয়েছে। জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি ও দখল নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এই প্রেক্ষাপটে জঙ্গলমহলের কুর্মি ভোটব্যাঙ্ক এখন কার্যত 'কিংমেকার'-এর ভূমিকায় উঠে এসেছে, এবং নির্বাচনের ফল অনেকটাই নির্ভর করছে এই ভোট কোন দিকে যায় তার উপর।

মন্তেশ্বরে মমতার সভা ঘিরে জোর প্রস্তুতি

আগামী ১৯ এপ্রিল মন্তেশ্বর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এলাকাজুড়ে। মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম ফুটবল ময়দানে সভাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের দুই প্রশাসনিক আধিকারিক।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

আগামী ১৯ এপ্রিল মন্তেশ্বর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এলাকাজুড়ে।

মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম ফুটবল ময়দানে সভাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের দুই প্রশাসনিক আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন কালনার এসডিপিও, মন্তেশ্বর থানার আইসি-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তাও।

পাশাপাশি, ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিক ও হেলিপ্যাড পর্যবেক্ষকরাও উপস্থিত থেকে গোটা এলাকা খতিয়ে দেখেন। হাতে আর মাত্র কয়েক দিন সময় থাকায় তড়িঘড়ি মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের কাজও চলছে জোরকদমে;নতুন করে মাটি ফেলে জেসিবি দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, সভাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ এগোচ্ছে মন্তেশ্বরে।

ভূগর্ভস্থ জলের গবেষণায় বিশ্ব স্বীকৃতি, আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপককে সম্মান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

খড়গপুরের গর্ব আরও একবার উজ্জ্বল করলেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আইআইটি খড়গপুর-এর ভূতত্ত্ব ও ভূ-ভৌতিক বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক আন্তর্জাতিক স্তরে ভূগর্ভস্থ জল গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হলেন।

খড়গপুরের গর্ব আরও একবার উজ্জ্বল করলেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আইআইটি খড়গপুর-এর ভূতত্ত্ব ও ভূ-ভৌতিক বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক আন্তর্জাতিক স্তরে ভূগর্ভস্থ জল গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হলেন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব হাইড্রো জিওলজিস্টস , ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল চ্যাপ্টার-এর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ 'গ্রাউন্ডওয়াটার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'। প্রতি বছর এই সম্মান দেওয়া হয় এমন একজন বিজ্ঞানীকে, যিনি ভূগর্ভস্থ জল গবেষণায় অসামান্য অবদান রাখেন। সংস্থার সভাপতি, যিনি একই সঙ্গে এশিয়া শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন, তিন সদস্যের বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশের ভিত্তিতে এই সম্মান প্রদান করেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বের ১৩৫টি দেশে বিস্তৃত এবং ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় সংগঠন হিসেবে পরিচিত। ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ ও তার টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে উচ্চ প্রশংসিত। তাঁর কাজ পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এর আগে তিনি ন্যাশনাল জিওবিজ্ঞান পুরস্কার এবং শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার-সহ একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা এবং আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন;এই দুই আন্তর্জাতিক সংস্থার ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। এই সাফল্যে গর্বিত আইআইটি খড়গপুর পরিবার। তাঁদের মতে, এই সম্মান শুধু এক জন ব্যক্তির কৃতিত্ব নয়, বরং পরিবেশ ও জলসম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

বোলান গানের আসরে মাতোয়ারা নন্দীগ্রাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটী অঞ্চলের নন্দীগ্রামে শিবতলায় বসেছিল এক অনন্য লোকসংস্কৃতির আসর। গাজন উৎসবের সমাপ্তির আবহে আয়োজিত হল বোলান গানের অনুষ্ঠান, যা গ্রামবাসীদের উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল বোলান গান। চৈত্র মাস জুড়ে গাজন উৎসবের সময় গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সঙ সেজে ঘুরে বেড়ানো শিল্পীদের পরিবেশনায় এই গান এক বিশেষ মাত্রা পায়। তবে সময়ের পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক চাপ এবং আধুনিকতার ঢেউয়ে সেই ঐতিহ্য আজ অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। একসময়ের চেনা সঙ সংস্কৃতি আজ হারানোর পথে, তবুও কিছু শিল্পী ও সংগঠনের নিরলস প্রচেষ্টায় এখনও টিকে রয়েছে বোলান গান এবং কিছু প্রাচীন লোকনৃত্য। নন্দীগ্রামের নন্দেশ্বর গাজন উৎসব এই অঞ্চলের এক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

গাজনের আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা এই দিন অন্ন গ্রহণ করেন, আর সেই উপলক্ষেই গ্রামবাসীদের আনন্দ দিতে গাজন কমিটির উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় বোলান গানের। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মূলগ্রাম থেকে আসে প্রায় ১৭ জন সদস্যের একটি বোলান দলের শিল্পীরা। তারা গান ও পাঁচালীর মাধ্যমে পরিবেশন করেন নানা ধর্মীয় ও সামাজিক বার্তাবহ কাহিনি, যা মুগ্ধ করে উপস্থিত দর্শকদের। ঢাকের তালে, কণ্ঠস্বরের ওঠানামায় এবং অভিনয়ের মিশেলে এক অন্য আবহ তৈরি হয় গোটা প্রাঙ্গণে। বোলান গানের টানে মন্দির চত্বরে ভিড় জমায় নন্দীগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য মানুষ। শিশু থেকে প্রবীণ;সব বয়সের মানুষই উপভোগ করেন এই লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান। গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যের এমন জীবন্ত উপস্থিতি যেন এক অন্যরকম নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনে সবার মনে। উৎসবমুখর পরিবেশে ভরপুর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।পহেলা বৈশাখের এই সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে বোলান গানের সুর যেন আবারও মনে করিয়ে দিল;সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলালেও, গ্রামবাংলার সংস্কৃতির শিকড় এখনও অটুট রয়েছে।

বাম শিবিরে যোগ শতাধিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভায় শক্তিবৃদ্ধির দাবি তুলল বাম শিবির। নেতৃত্বের দাবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে শতাধিক পরিবার এদিন বামেদের দলে যোগ দিয়েছেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাম প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহা। তাঁর হাত থেকেই নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। সভাস্থলে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। বাম নেতৃত্বের বক্তব্য, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ বিকল্প শক্তির খোঁজে বামেদের দিকে ঝুঁকছেন।

আগামী নির্বাচনে এই যোগদান বামেদের সংগঠনকে আরও মজবুত করবে বলেই তাঁদের দাবি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের মুখে এ ধরনের যোগদান কর্মসূচি বিভিন্ন দলই জোরদার করছে।

ফলে, পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রেও বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

জনসংযোগে নবীন চন্দ্র বাগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

নির্বাচনকে সামনে রেখে খণ্ডঘোষ বিধানসভায় জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগ। শাকারী ২ অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি সারেন তিনি।

এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন নবীন চন্দ্র বাগ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন, শোনেন তাঁদের সমস্যা-অভিযোগ। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রচারে অংশ নেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও। শাকারী ২ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে ভালোই সাড়া মেলে বলে দাবি তৃণমূলের। নবীন চন্দ্র বাগ জানান, মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধান করাই তাঁর লক্ষ্য।

আগামী দিনেও এই জনসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে খ গুঘোষে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে।

মানব গুহর কুড়ি দফা ইস্তেহার প্রকাশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তেহার প্রকাশের পালা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। এই আবহেই পূর্ব বর্ধমানের মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মানব গুহ তাঁর দলীয় ইস্তেহারের পাশাপাশি প্রকাশ করলেন ২০ দফা ব্যক্তিগত নির্বাচনী ইস্তেহার। একটি পথসভা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে এদিন একটি প্রচারমূলক গানও প্রকাশ করা হয়, যা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। মানব গুহ তাঁর বক্তব্যে সরাসরি রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, গত ১৫ বছরে এলাকায় তোলাবাজি ও কাটমানির প্রবণতা চরমে পৌঁছেছে। বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে বাজারে দোকান খোলা;প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে টাকা দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকি টোটো চালকদের কাছ থেকেও নিয়মিত অর্থ আদায় করা হয় বলেও দাবি তোলেন বিজেপি প্রার্থী। ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করার আশ্বাস দেন তিনি। ইস্তেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে নারী সুরক্ষা।

মানব গুহ জানান, গ্রামাঞ্চলের বহু রাস্তা স্তার অবস্থা খারাপ এবং পর্যাপ্ত আলোর অভাবে মহিলাদের রাতের সময় চলাচল নিরাপদ নয়। সেই সমস্যার সমাধানে রাস্তা সংস্কার ও সোলার লাইট বসানোর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নেও জোর দিয়েছেন মানব গুহ। মেমারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে কাজ করে দেখাতে চান। এ ছাড়াও দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। কালশী মোড় থেকে মেমারি চকদিঘী হয়ে রসুলপুর রেলগেট পর্যন্ত একটি সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করার পরিকল্পনার কথাও জানান। শিক্ষাক্ষেত্রেও একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব রয়েছে তাঁর ইস্তেহারে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর এই পরিকল্পনা নাকি তৃণমূল প্রার্থী নকল করেছেন। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে দিলালপুর ব্রিজ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার এবং সোলার লাইট বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কৃষিক্ষেত্রে আলু চাষিদের সমস্যা সমাধান, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং রপ্তানির সুযোগ বাড়াতে কৃষি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন।

সব মিলিয়ে দুর্নীতি রোধ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নারী সুরক্ষা এবং কৃষি উন্নয়ন; এই চারটি মূল স্তম্ভকে সামনে রেখে ২০ দফা দাবির ভিত্তিতে নিজের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন বিজেপি প্রার্থী মানব গুহ।

পতাকা পোড়ানোর অভিযোগ, কমিশনে নালিশ শাসকদলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কেশরা

বাঁকুড়া দু'নম্বর ব্লকের কেশরা গ্রামে রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের পতাকা পোড়ানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিক্ষোভ।

তৃণমূলের দাবি, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার কারণে এইভাবে গ্রামে তৃণমূলের পতাকা পুড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাই তারা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে গ্রাম ঘুরে প্রতিবাদ করছেন। যদিও বিজেপির দাবি, তৃণমূলের শেষ অস্ত্র নাটক; সেই নাটক করে বিজেপিকে ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং নিজেরা নিজেদের পতাকা পুড়িয়ে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 8

ভিন্ন স্বাদে ভোট প্রচার তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে একেবারে ভিন্ন স্বাদের প্রচার কৌশল নিয়ে হাজির হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ‘সাপ-লুডু’ খেলাকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কৌতূহল তৈরি করেছে ইস্পাত নগরীতে। দুর্গাপুরের রামকৃষ্ণ এভিনিউ এলাকায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পথচলতি মানুষ ও গাড়ির চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি লুডুর বোর্ড। এই বোর্ডে সাপের মাথায় কার্টুন আকারে বসানো হয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের ছবি;নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার এবং শমিক ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, মই বা সিঁড়ির ঘরগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প। শুধু বোর্ড বিতরণেই থেমে থাকেনি আয়োজকরা; সঙ্গে পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয়ও দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রচার আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের খেলাচ্ছলে প্রচার সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে কার্যকরী হচ্ছে এবং এতে মানুষের আগ্রহও বাড়ছে। তৃণমূল নেতা পল্লব রঞ্জন নাগ জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি দাবি করেন, বিজেপিকে ভোট দিলে ক্ষতির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও এই প্রতীকের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে। অন্যদিকে, এই প্রচারকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের জেলা মুখ পাত্রের মতে, এই ধরনের প্রচারে মানুষের মন জেতা সম্ভব নয় এবং রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দেবে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের ময়দানে ‘সাপ-লুডু’ এখন শুধুই খেলা নয়; এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব মাধ্যম।

স্পর্শকাতর এলাকায় প্রশাসনের পরিদর্শন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কৃষ্ণনগর

কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। হাতে গোনা আর মাত্র কটা দিন বাকি প্রথম দফার ভোটের। তবে নদীয়া জেলায় ভোট হবে দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ ২৯ তারিখে। তার আগে ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে এবার খোদ ময়দানে নামলেন জেলাশাসক। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক ও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার একযোগে স্পর্শকাতর এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে বিগত বিধানসভা, লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসব এলাকায় হিংসা, ভীতি প্রদর্শন বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল, সেই সমস্ত পঞ্চায়েত ও বুথ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে পরিদর্শন করতে হবে। সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই এদিন সকালে জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি (সংশোধিত*) ও কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপার ঈশানি রঘুবংশী (সংশোধিত*) কৃষ্ণনগরের স্পর্শকাতর এলাকা ঘুরে দেখেন। শুধু তাই নয়, বুথ চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়। এবারের নির্বাচনে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে এসে গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়াও ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারে সেদিকেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।

ভোটারদের আস্থা ফেরাতে বাহিনীকে নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বাঁকুড়া

আর দিন কয়েক পর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম দফার নির্বাচন। বাঁকুড়া জেলায় যে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে তার নির্বাচন প্রথম দফাতেই অর্থাৎ ২৩শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন বাঁকুড়া জেলার বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর বুথকে চিহ্নিতকরণ করেছে। এবার সেই বুথগুলোতে সাধারণ ভোটারদের মনে আস্থা জোগাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাথে করে নিয়ে টহল দিলেন খোদ জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। এদিন বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের পখন্না বাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে যৌথভাবে এলাকা ঘুরে দেখলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। কথা বললেন সাধারণ মানুষের সাথে, আশ্বাস দিলেন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সরাসরি জানান দিতে তাঁদের কাছে। প্রশাসনের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অনেকটাই আশ্বস্ত হলেন এলাকার সাধারণ ভোটাররা। বাঁকুড়ার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার জানান স্পর্শকাতর বুথগুলোতে তাঁরা ঘুরে দেখছেন এবং আগামী দুদিনব্যাপী তাঁরা আরও অন্যান্য জায়গাগুলোও ঘুরে দেখবেন। মানুষের সাথে কথা বলে দেখা গেল আগের মতো সমস্যা হয়তো আর নেই। যদি কোনো সমস্যা হয় তাঁরা সরাসরি আমাদের জানালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাসন্তীতে পদ্ম প্রার্থীর প্রচারে ফের বাধা, হামলার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম

সুদেষ্ণা মন্ডল

বাসন্তী

নির্বাচনের প্রাক্কালে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার বাসন্তীর আমঝাড়া পোল এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা প্রার্থী বিকাশ সর্দারের সমর্থনে এলাকায় দলীয় পতাকা টাঙানোর কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতী সেখানে উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এরপরই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে দাবি দলের পক্ষ থেকে। হঠাৎ এই ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রার্থী বিকাশ সর্দার। তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, বাসন্তী অঞ্চলে তৃণমূল নেতা নূর ইলাহি গাজী, যিনি রাজা গাজী নামে পরিচিত, তাঁর নেতৃত্বেই এই হামলা চালানো হয়েছে। শুধু এই ঘটনাই নয়, গোটা বাসন্তী বিধানসভা জুড়েই পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিকাশ সর্দার বলেন, ‘আমাদের কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে হামলা চালায়। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।’ তিনি আরও দাবি করেন, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে এবং প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি। বলেন, পুরো বিষয়টি কমিশনের কাছে লিখিতভাবে জানানো হবে এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তোলা হবে। পাশাপাশি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও তোলেন তিনি, যাতে ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। তবে এই ঘটনা বাসন্তী বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিল বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাসন্তীতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও পারস্পরিক অভিযোগের মাত্রা বাড়ছে। ফলে নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই এখন নজর সবার।

বাহিনী ছাড়াই ব্যালট আনায় বিতর্ক, ডিএম অফিসে ধর্নায় কংগ্রেস প্রার্থী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান

কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াই পোস্টাল ব্যালট আনা হয়েছে বলে অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দফতরে ধর্নায় বসলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার। অভিযোগ, নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্টাল ব্যালট পরিবহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি ছাড়াই ব্যালট আনা হয়েছে বলে দাবি করেন কংগ্রেস প্রার্থী। বিষয়টি নিয়ে তিনি সরব হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে জেলা শাসকের দফতরের সামনে ধর্নায় বসেন গৌরব সমাদ্দার ও তাঁর সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, নির্বাচন কমিশন যেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

কোতুলপুরবাসীর কাছে ‘পুরোনো ভুলের’ জন্য ক্ষমা চাইলেন শমীক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কোতুলপুর

'আমি কোতুলপুরবাসীর কাছে নতমস্তকে ক্ষমা চাইছি', বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

দলের কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের সমর্থনে ময়নাপুরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম গত বিধানসভা নির্বাচনে। আমরা এমন একজনকে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতিয়ে এনেছিলাম যিনি আমাদের ও আপনাদের ছেড়ে অন্য দলে চলে গেছেন। এই ভুল কোতুলপুরবাসীর নয়, তাঁদের ভুল’ বলেও শমীক স্বীকার করেন। প্রসঙ্গত, গত ২০২১-এর নির্বাচনে কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পদ্ম প্রতীকে জয়ী হন হরকালী প্রতিহার। পরে তিনি দলবদল করে শাসক শিবিরে যোগ দেন। যদিও এবার তৃণমূলের হয়েই কোতুলপুর বিধানসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আগেরবার সত্যিই আমরা ভুল করেছিলাম, তার দায়ভার তো আমাদের নিতেই হবে।’ তবে এবার বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূল খাতা খুলতে পারবে না বলেও তিনি দাবি করেন।

ছত্রিশগড়ে কাজে গিয়ে মৃত্যু পূর্ব মেদিনীপুরের তিন পরিযায়ীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পূর্ব মেদিনীপুর

ভিন রাজ্যের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ মৃত্যু হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৩ পরিযায়ী শ্রমিক সহ মোট ১৪ জন শ্রমিকের। সূত্রের খবর ছত্রিশগড় রাজ্যের সিংহিতারাই গ্রামে বেদান্ত শিল্প গোষ্ঠীর ওই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বয়লারের বিস্ফোরণ ঘটে ১৪ এপ্রিল। সেই বয়লারের কর্মরত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিনজন সহ ২৪ জনের মৃত্যু হয়। মৃত তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ১ ব্লকের তেঠিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত জানা, হলদিয়া চাপি এলাকা বাসিন্দা শেখ সাইফুদ্দিন এবং মহিষাদল থানার নারানদাঁড়ী এলাকার বাসিন্দা মানুষ গিরি ।মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার সূত্রে মৃত্যু সংবাদ পেলেও প্রশাসনিক সূত্র এখনো কোন খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসন জানিয়েছে খবর এলে মৃতদেহ আনার ব্যবস্থা। অল ইন্ডিয়া মাইগ্রেন ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়েক বলেন ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানা নেই। খবর পেলে পরিবারের পাশে থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করবেন।

রবীন্দ্রনাথের রোড শোয়ে জনজোয়ার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, শাসকদলের প্রার্থীদের প্রচার ততই জোরদার হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কাটোয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর সমর্থনে কাটোয়া ২ ব্লকের করুই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল রোড শো।

সিঙ্গি মোড় থেকে শুরু হয়ে মেঝিয়ারী হাটতলা পর্যন্ত এই রোড শোয়ে অংশ নেন প্রার্থী নিজে। সকালেই হুডখোলা গাড়িতে চড়ে কুরচিগ্রাম ও মেঝিয়ারী হাটতলায় জনসংযোগ করেন তিনি। পথে পথে সাধারণ মানুষ ফুল দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজীব চ্যাটার্জী, করুই অঞ্চল সভাপতি সুকেশ চ্যাটার্জী,

করুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। রোড শো মেঝিয়ারী হাটতলায় পৌঁছাতেই তা জনজোয়ারে পরিণত হয়। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে কার্যত শক্তি প্রদর্শন করে তৃণমূল শিবির। নেতৃত্বের দাবি, কাটোয়া ২ ব্লক থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী।

ভিটেমাটি বাঁচাতে ঘোড়ামারার এখন একমাত্র দাবি ‘স্থায়ী বাঁধ’

সকালের শিরোনাম

রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া

সাগর

বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। প্রার্থীরা যখন উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দরজায় কড়া নাড়ছেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল সাগর বিধানসভার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ঘোড়ামারায়। এই দ্বীপের মানুষের কাছে রাস্তা বা আলো নয়, এবারের নির্বাচনে একমাত্র ইস্যু হলো ‘অস্তিত্ব রক্ষা’। এক সময় যে ঘোড়ামারা দ্বীপের দৈর্ঘ্য ছিল ৯-১০ কিলোমিটার, লাগাতার নদী ভাঙনের ফলে আজ তা সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩.৫ থেকে ৪.৮ বর্গ কিলোমিটারে। আয়লা, আমফান, ইয়াস কিংবা ফণির মতো একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষত আজও টাটকা দ্বীপবাসীর মনে। বিঘের পর বিঘে চাষের জমি আর বসতবাড়ি তলিয়ে গেছে নদীগর্ভে। গ্রামের এক প্রবীণা নমিতা পাল চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলেন, ‘ইয়াসের বন্যায় গরু-ছাগলের সঙ্গে আমিও ভেসে গিয়েছিলাম।

তিন দিন আমার ছেলে গাছের ডালে বসে প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমাদের রাস্তা আছে, সোলার লাইট আছে, জলও আছে; কিন্তু মাথার ওপর ছাদটুকু থাকবে কি না, তার গ্যারান্টি নেই। আমরা শুধু একটু শান্তিতে ঘুমানোর জন্য স্থায়ী বাঁধ চাই।’ সরকারি উদ্যোগে দ্বীপে কংক্রিটের রাস্তা হয়েছে, ঘরে ঘরে পৌঁছেছে সৌরবিদ্যুৎ ও নলবাহিত পানীয় জল। কিন্তু এই বাহ্যিক চাকচিক্য দ্বীপবাসীকে স্বস্তি দিতে পারছে না। তাঁদের দাবি, নদী ভাঙন রোধ না হলে এই সব উন্নয়নই একদিন জলের তলায় চলে যাবে। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের কাছে তাঁদের একটাই আর্জি; ‘প্রতিশ্রুতি নয়, স্থায়ী সমাধান চাই।’ ঘোড়ামারার এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সাগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন এলাকায় কংক্রিটের বাঁধ তৈরির উদ্যোগ নিলেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য না করে বঞ্চনা করেছে। রাজ্য সরকার নিজের সীমিত ক্ষমতায় বাঁধ মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনে ঘোড়ামারাকে সুরক্ষিত রাখাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। পাল্টা আক্রমণে বিজেপির প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল অভিযোগ করেন, বাঁধ মেরামতের টাকা নেতাদের পকেটে যায় এবং ‘কাটমানি’ সংস্কৃতির কারণে কাজ হয় না।

তাঁর দাবি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কংক্রিটের বাঁধ একমাত্র বিজেপি সরকার গঠন হলেই সম্ভব। ভোটের লড়াইয়ে জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়া থেকে নিজেদের ভিটেমাটিটুকু রক্ষা করতে একজোট ঘোড়ামারার মানুষ। এখন দেখার, নির্বাচনের পর নতুন সরকার তাঁদের এই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে কি না।

রানাঘাটের ঐতিহ্যবাহী ময়ূরপঙ্খী শোভাযাত্রা

সকালের শিরোনাম

পিয়ালি বোস

রানাঘাট

১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার ছিল বাংলার নববর্ষ। এই দিন নদিয়ার রানাঘাটবাসীর কাছে এক অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের দিন। প্রতি বছরই নববর্ষের সন্ধ্যায় রানাঘাটে ময়ূরপঙ্খী শোভাযাত্রা হয়। যা দক্ষিণপাড়া মোড় থেকে শুরু করে সমগ্র রানাঘাট ঘুরে আবারও দক্ষিণ পাড়ায় এসে শেষ হয়। মূলত শিব পার্বতীর পুজোকে উদ্দেশ্য করে এই শোভাযাত্রা হয়। একটি গরুর গাড়িকে ময়ূরের আকারে সাজে ঘোরানো হয়। এই গরুর গাড়িতে কীর্তন করা হয়। এদিনের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ট্যাবলো সহ উপস্থিত ছিল ছোট রাই রাজা। এই শোভাযাত্রা দেখতে দূর দুরান্ত থেকে মানুষজন ভিড় করে রানাঘাটে। তবে এ বছর দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। তাই কোন অনুষ্ঠানকেই বাদ দিতে চাইছেন না প্রার্থীরা। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পার্থসারথি চ্যাটার্জী নববর্ষের দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করেন। শুধু তাই নয় সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নিজের ভোট প্রার্থনাও করে। এছাড়াও এই শোভাযাত্রায় জনসংযোগ করতে আসেন রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী দেবাশীষ চক্রবর্তী ও তৃণমূল প্রার্থী তাপস ঘোষ।

রাস্তার বেহাল দশা, গ্রামবাসীর প্রশ্নবাণে বিদ্ধ নরোত্তম বিশ্বাস

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাইঘাটা

উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা বিধানসভার ইছাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার প্রচারের সময় ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩২ নম্বর বুথ এলাকায় রাস্তা স্তার বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রার্থীর সামনেই তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একাধিক প্রশ্ন তোলেন। এই পরিস্থিতিতে নরোত্তম বিশ্বাস পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, ‘আপনারা আমাকে নয়, যিনি গত পাঁচ বছর বিধায়ক ছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করুন। তিনি বিজেপির বিধায়ক হয়েও কেন এলাকার উন্নয়ন করেননি?’ পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, ‘এবার আমাদের সুযোগ দিন, আমরা জিতলে এই রাস্তার সমস্যার সমাধান করব।’ পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তাঁর বিরুদ্ধে নয়, বরং বিগত পাঁচ বছরের জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়,

‘মানুষ প্রশ্ন তুলছে, এত দিন তাঁদের বিধায়ক কোথায় ছিলেন? কেন মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেননি?’ এ ছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, গাইঘাটা বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, যা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। অন্য দিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবিন দাস বলেন,

‘যাঁরা ক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা অনেকেই বিজেপির কর্মী। পরিকল্পনা করেই এই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁদের উচিত নিজেদের বিধায়ক ও সাংসদের কাছেই এই প্রশ্ন তোলা।’

বিএসএফ ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুন, মৃত এক জওয়ান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হিঙ্গলগঞ্জ

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া বিএসএফ ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই ক্যাম্পের জ্বালানি মজুতের ঘরে আগুন লাগে, যা মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বংসী রূপ নেয়। জানা গিয়েছে, ওই ঘরে স্পিড বোটসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত জ্বালানি মজুত ছিল। আচমকা আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। দমকল কর্মী ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে জ্বালানি ঘরের ভিতরে থাকা এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। পরে মৃত জওয়ানকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR

All types of Febrication works

NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

sakaler sironam.....10 March...2026..._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 9

হরেরাম সিংয়ের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে শতাব্দী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের সমর্থনে চুরুলিয়া হাটতলায় আয়োজিত এক জনসভায় যোগদান করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রথমেই সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায় মঞ্চে উঠতেই তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। পরে সাংসদ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ ছাড়েন।

অভিনেত্রী তথা লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায় জানান, 'আপনারা সকলেই হরেরাম সিংকে ভোট দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য জামুড়িয়ায় বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করুন।' শতাব্দী রায় জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রেখেছেন, তাই আজ বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন যেগুলি তিনি একটা সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।' তবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পই নয়, এদিন বিজেপির মিথ্যাচার নিয়েও সরব হন সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। যেখানে তিনি বিহার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন,

'বিহারে বিজেপি সরকার আসার পর মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল কিন্তু এখন প্রত্যেক মহিলার বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠাচ্ছে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। কাজেই বিজেপি যদি কিছু দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রচার চালায় তাহলে সেটিকে আপনারা তাদের মিথ্যাচার ভাববেন।' এদিন জনসভাস্থলে দেখা যায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। যাঁরা পর্দার অভিনেত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়কে একঝলক দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বর্ধমানে কোয়েল মল্লিকের রোড শো-তে জনজোয়ার

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে বাড়ল তারকা ঝলক। বর্ধমান দক্ষিণের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস এবং বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিকের সমর্থনে রোড শো করলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।।রোড শো ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেই হাজার হাজার মানুষ এই প্রচারে শামিল হন। প্রচারের মঞ্চ থেকে কোয়েল মল্লিক বলেন, 'নিশীথ মালিক তিনবার জয়ী হয়েছেন, তার মানেই তিনি মানুষের জন্য কাজ করেছেন। সেই বিশ্বাস থেকেই বলছি, চতুর্থবারও উনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন'। পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষকে এক নম্বর বোতাম টিপে জোড়া ফুল প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য যেভাবে একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন, তাতে মানুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও গর্বিত'। তিনি আরও জানান, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের সমর্থন আগের মতোই অটুট।

সকেট বোমা ফেটে জখম বৃদ্ধ, চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবগ্রাম

লোহার পাইপ মনে করে মাঠ থেকে নিয়ে এসে ঘরে মজুত রাখা সকেট বোমা ফেটে জখম হলেন এক বৃদ্ধ। পুলিশ জানিয়েছে, জখম বৃদ্ধের নাম মনোরঞ্জন প্রধান। প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার বিকেলে নবগ্রাম থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বগ্রামের ঘটনা। নবগ্রাম থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ওই বৃদ্ধ কোথা থেকে কীভাবে বোমাগুলি পেয়েছিলেন সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।' পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে ওই বৃদ্ধ গ্রামের একটি মাঠে গরু চরাতে গিয়ে তিনটি ছোট লোহার পাইপের মতো বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন। আসলে ওইগুলি ছিল মাঠে মজুত করে রাখা তাজা সকেট বোমা। সেগুলি সাধারণ লোহার টুকরো ভেবে বাড়িতে নিয়ে আসেন তিনি। পরে সেগুলি বাড়ির বারান্দায় একটি চৌকির নিচে রেখে দেন। বুধবার বিকেলে বাড়ির বারান্দা পরিষ্কার করার সময় হঠাৎই ওই বোমাগুলির মধ্যে একটি ফেটে যায়। বিস্ফোরণের শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে প্রতিবেশীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছোটাছুটি শুরু করেন। বৃদ্ধের বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে সেখানে ছুটে যান। বৃদ্ধকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বহরমপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে খ বর পেয়ে নবগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং বাকি বোমাগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা নূর মণ্ডল বলেন, 'খবরটা শোনার পর থেকে খুব আতঙ্কে রয়েছি। এলাকার ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলতে যায়। এভাবে বোমা রেখে দিলে কখন যে বড় বিপদ ঘটে যাবে কে জানে।'

পাইপলাইন সংস্কারের কাজ শুরু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

জরুরি ভিত্তিতে ফেটে যাওয়া পাইপ সংস্কারের কাজ শুরু করল পিএইচই দপ্তর। টোপা ড্রেনেজ খালের উত্তর দিকের বাঁধ পথশ্রী-৪ প্রকল্পে পিচ রাস্তা তৈরির কারণে রাস্তার নিচ দিয়ে যাওয়া পাইপলাইন ফাটিয়ে দেয় রাস্তার কাজে নিযুক্ত জেসিবি মেশিন। ফলস্বরূপ প্রায় মাসাধিককাল ধরে কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি গ্রামে বন্ধ রয়েছে পিএইচই প্রকল্পের জল সরবরাহ। গতকালই এ বিষয়ে ব্লক জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, 'স্মারকলিপি পাওয়ার পরপরই জেলাশাসকের নির্দেশে পিএইচই প্রকল্পের অধীনস্থ ঠিকাদার সংস্থা ফেটে যাওয়া পাইপ সংস্কারের কাজে হাত দেয়। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।'

জোড়াফুল ছেড়ে বিস্ফোরক জলঙ্গির তিনবারের বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলঙ্গি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙন দেখা দিল। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক দল ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। টিকিট না পাওয়ার জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্জাকের অভিযোগ, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে টিকিট দেওয়া হয়নি এবং টাকা না দিতে পারার কারণেই তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'দলের ভিতরে সততার কোনও মূল্য নেই।' প্রেস বৈঠকে তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, 'দলের প্রার্থীরা উগাহিতে দক্ষ এবং টাকা দিয়েই টিকিট পাওয়া যায়।' শুধু জলঙ্গি নয়, ডোমকল ও রানীনগর কেন্দ্রেও তৃণমূল প্রার্থীরা হারবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা সভাপতির দাবি, 'রাজ্জাক গোপনে বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও ছিল। সেই কারণেই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি।' ভোটের মুখে এই দলত্যাগে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এবার জলঙ্গি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে বাবর আলিকে, যাঁকে ঘিরেও দলের অন্দরেই অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। ভোটের ঠিক আগে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে শাসকদলের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করল।

আইএসএফ প্রার্থীকে তৃণমূলে যোগের প্রস্তাব

ভাইরাল অডিও ক্লিপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নন্দীগ্রাম

গত ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের মতো ফের ২৬-এর ভোটের আগে নন্দীগ্রামে ভাইরাল ফোন রেকর্ডিং ঘিরে চাঞ্চল্য। এবার আইএসএফ প্রার্থীকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নন্দীগ্রামের এক তৃণমূল নেতার। কয়েক দিন আগে নন্দীগ্রামের আইএসএফ প্রার্থী সবে মিরাজ খানকে জনৈক তৃণমূল নেতা শেখ মনসুর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই সংক্রান্ত একটি অডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।

সেই টেলিফোনিক কথোপকথনে এও শোনা যাচ্ছে আইএসএফ প্রার্থীকে গোপন জায়গায় বৈঠক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাঁর যে সমস্ত সমস্যা আছে তা দ্রুত নিরসনেরও কথা বলা হয়েছে। এই ভাইরাল অডিও যে আইএসএফ প্রার্থী সবে মিরাজ খান ও সামসাবাদ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শেখ মনসুরের,

তা দুজনেই মেনে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক দিন আগে নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পালকে তদানিন্তন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে ফোন করেছিলেন;এই দাবি জানান প্রলয় পাল। সেই সংক্রান্ত একটি টেলিফোনিক কথোপকথন ভাইরালও হয়। আর পাঁচ বছর পর আর এক বিধানসভা ভোটের আগে এই আইএসএফ ও তৃণমূল নেতার ভাইরাল অডিও ঘিরে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য।

বাইক চালিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারে প্রার্থী সুজয় হাজরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালবনি

বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি ব্লকের চার নম্বর বাঁকিবাঁধ অঞ্চলের কোটালকুলি, ধানসোল, সুন্দরা, নাদাড়িয়া, জামবাদিয়া, গাইঘাটা, হাতিমারি, মেটাল এলাকায় বাইক চালিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজয় হাজরা। তাঁর সাথে ছিলেন শালবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ মাহাতো ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মিনু কুয়াড়ি, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা গৌতম বেরা, তোফাজ্জল হোসেন, কৌশিক দোলুই, শেখ মাহমুদ আলম, অমিত ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। নির্বাচনী প্রচারে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামবাসীরা তাঁকে প্রদীপ জ্বালিয়ে, মাথায় ফুল ছড়িয়ে ও ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তাই এদিন সুজয় হাজরার নির্বাচনী প্রচারে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে খুশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজয় হাজরা। তিনি বলেন, 'মানুষের ভালো সাড়া পেয়েছি, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছে। তাই আগামী তেইশে এপ্রিল ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।' সেই জন্য তিনি সকলকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানান এবং তেইশে এপ্রিল সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করেন। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে যেভাবে মানুষ তাঁর প্রচারে শামিল হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষজনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেই সঙ্গে তিনি বাংলা বিরোধী, বাংলা ভাষা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করার জন্য সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

তৃণমূলের জনসংযোগে জনজোয়ার

সকালের শিরোনাম
সুমিত চক্রবর্তী
উলুবেড়িয়া

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিমল কুমার দাসের সমর্থনে তেহট্টো কাটাবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এদিন কর্মসূচি ঘিরে এলাকাজুড়ে দেখা যায় জনজোয়ারের চিত্র। অগণিত কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়, যা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন প্রার্থী বিমল কুমার দাস। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি ব্যাপক সাড়া পান বলেই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের সভাপতি তারামাল প্রধান, আরতি ভূঁইয়া, উপপ্রধান কবীর খান, সঞ্চালক শ্যামল মাখাল, হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী কাকুলি সিংহ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করছে যে আসন্ন নির্বাচনে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। অন্যদিকে, বিরোধীদের কটাক্ষ করে তারা জানান, উন্নয়নের নিরিখেই মানুষ আবারও তৃণমূলের ওপর ভরসা রাখবেন।

মুর্শিদাবাদে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ভোটদানে গাফিলতির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ভোটদান প্রক্রিয়াকে ঘিরে চরম গাফিলতি এবং অব্যবস্থার অভিযোগ উঠল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। একপর্যায়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন লালবাগ মহকুমা শাসক পূজা মিনা, লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আকুলকর রাকেশ মহাদেব এবং মুর্শিদাবাদ থানার আইসি। প্রশাসনের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। লালবাগ মহকুমা শাসক পূজা মিনাকে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি। যদিও লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আকুলকর রাকেশ মহাদেব বলেন, 'প্রশিক্ষণ শুরু হতে দেরি হওয়ায় ভোটকর্মীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে সমস্যা মিটে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা পরে প্রশিক্ষণ ও ভোট গ্রহণ শুরু হয়। যাঁরা বাকি থাকবেন তাঁরা আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল প্রশিক্ষণ ও ভোটদানের সুযোগ পাবেন।' বৃহস্পতিবার লালবাগ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় মুর্শিদাবাদ জেলায় ২২টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ উপলক্ষ্যে এদিন মুর্শিদাবাদ থানার লালবাগ সিঙ্ঘি হাইস্কুল, লালবাগ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড বালিকা বিদ্যালয়, কুর্মিটোলা হাইস্কুল এবং মনীন্দ্র চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে ভোটদান পর্ব ছিল। এদিন সকাল ১০টা থেকে প্রশিক্ষণ শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল। সেই মতো ভোটকর্মীরা তাঁদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছে যান। অভিযোগ, লালবাগ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটকর্মীরা ১০টার আগে পৌঁছে যান। কিন্তু বেলা ১২টার পরেও প্রশিক্ষকদের দেখা পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে তাঁদের। ভোটকর্মীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ভোটকর্মীরা ভোটদান করেন। তাঁদের ভোটগ্রহণ নিয়েও বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন ভোটকর্মীরা। পুরকর্মী সুভাষ দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'পৌনে ১০টায় এসে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রশিক্ষকদের দেখা পাওয়া যায়নি। অতঃপর আড়াই ঘণ্টা পর প্রশিক্ষকরা এলেন। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর প্রশিক্ষণ শুরু হয়।' অপর ভোটকর্মী তাপস চক্রবর্তী বলেন, 'ভোটগ্রহণেও চরম অব্যবস্থা ছিল। একটি দরজা দিয়েই ঢুকতে বেরোতে হয়। ভোটগ্রহণ কর্মীরাও অদক্ষ ছিলেন। ফলে একটি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগছিল।'

তালিকায় নাম নেই, তবু প্রিসাইডিং ডিউটির চিঠি ! হয়রানির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানাঘাট

নদীয়ার রানাঘাটে এক শিক্ষিকাকে ঘিরে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ও হয়রানির অভিযোগ উঠল। ভোটার তালিকায় নাম নেই, অথচ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসেছে প্রিসাইডিং অফিসারের ডিউটির চিঠি; এই দ্বন্দ্বে পড়ে সমস্যায় রানাঘাট লালগোপাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিঠু খাতুন। জানা গিয়েছে, ২০০২ সাল থেকে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও পরবর্তীতে নামের বিভ্রান্তির কারণে শুনানিতেও হাজিরা দিতে হয় তাঁকে। তবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম থাকলেও তাঁর নাম বাদ পড়ে যায়। ফলে তিনি বর্তমানে ভোটাধিকার থেকেই বঞ্চিত। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতেই নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁকে প্রিসাইডিং অফিসারের ডিউটি দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণেও অংশ নিতে বলা হয়। শিক্ষিকার অভিযোগ, কমিশনকে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও তাঁকে ডিউটির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

মিঠু খাতুনের প্রশ্ন, 'ভোটার তালিকায় যেখানে আমার নামই নেই, সেখানে আমি কীভাবে ভোট পরিচালনা করব?' তিনি আরও জানান, শুনানিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি, এমনকি পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত হতে হয়েছে তাঁকে বলে দাবি। এর আগে একাধিকবার ভোটের ডিউটি করলেও বর্তমানে নাম বাদ যাওয়ায় তিনি ডিউটিতে যেতে অনিচ্ছুক। এদিকে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতিও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র এই শিক্ষিকাই নন, একই বিদ্যালয়ের আরও এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালনার কারণেই এমন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। সমস্যার সমাধানে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি বলে জানিয়েছেন শিক্ষিকা মিঠু খাতুন।

সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় আসানসোল নর্থ পয়েন্টের জয়জয়কার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল এই শিক্ষাবর্ষে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় এক ব্যতিক্রমী রেজাল্ট করেছে, যা শিক্ষাগত উৎকর্ষের প্রতি স্কুলের অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এবারের পরীক্ষায় বসা ১৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীর রেজাল্ট নজরকাড়া। ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ৯০শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে। ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ৮০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে। ১৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ৬০শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে। এই সাফল্যের মধ্যে তামহীদ তানভীর ৯৯শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুল টপার হয়েছেন। তার ঠিক পরেই রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা কুমারী ভার্মা; তিনি ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। সুপ্রভা সরকার ৯৭শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছেন। স্কুলের চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ রায়, ডিরেক্টর মিতা রায় ও অধ্যক্ষ রাজীব সাউ সকল সফল ছাত্র-ছাত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও সহযোগী অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। এই রেজাল্ট আবারও স্কুলের প্রতিভা, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি, আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল তার শ্রেষ্ঠত্বের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে বলে স্কুলের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

গোপীবল্লভপুর থেকে বিজেপিকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গোপীবল্লভপুর থেকে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের, 'কুড়মিদের উন্নয়নের নামে দিল্লিতে ডিল করে এসেছে রাজেশ মাহাতোরা'। বিধানসভা ভোটের আগে জঙ্গলমহলের গোপীবল্লভপুরে জনসভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী এলাকায় আয়োজিত সভায় কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতি, কুড়মি সমাজের দাবি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং কেন্দ্রের বকেয়া অর্থ;একাধিক ইস্যুতে সরব হন তিনি। সভায় কুড়মি সমাজের আবেগকে সামনে রেখে অভিষেক দাবি করেন, রাজ্য সরকার দু'মাস আগেই কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গোপীবল্লভপুর

গোপীবল্লভপুর থেকে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের, 'কুড়মিদের উন্নয়নের নামে দিল্লিতে ডিল করে এসেছে রাজেশ মাহাতোরা'। বিধানসভা ভোটের আগে জঙ্গলমহলের গোপীবল্লভপুরে জনসভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী এলাকায় আয়োজিত সভায় কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতি, কুড়মি সমাজের দাবি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং কেন্দ্রের বকেয়া অর্থ;একাধিক ইস্যুতে সরব হন তিনি। সভায় কুড়মি সমাজের আবেগকে সামনে রেখে অভিষেক দাবি করেন, রাজ্য সরকার দু'মাস আগেই কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আগে থেকেই সুপারিশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্র তা কার্যকর করেনি।' গোপীবল্লভপুরের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতোকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, 'দিল্লিতে কুড়মি সমাজের উন্নয়নের নামে রাজেশ মাহাতোরা নিজেদের ডিল করে এসেছে।' একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জানান, কুড়মালি ভাষা নিয়ে তাঁর দেওয়া তথ্য মিথ্যে প্রমাণ করতে পারলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) প্রসঙ্গেও বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেতা। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছে। তিনি বলেন, ইউসিসি কার্যকর হলে আদিবাসী ও কুড়মি সমাজের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ভোটের আগে বিজেপির টাকা বিলির অভিযোগ তুলে অভিষেক সাধারণ মানুষকে বলেন, 'ওই টাকা বাংলার বকেয়া টাকা। টাকা নিন, কিন্তু ভোট দিন জোড়াফুলে।'

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, এই নির্বাচন শুধু তৃণমূলকে জেতানোর লড়াই নয়, মানুষের সঙ্গে বেইমানির জবাব দেওয়ার নির্বাচন। গোপীবল্লভপুরের উন্নয়ন নিয়েও বক্তব্য রাখেন অভিষেক। তিনি জানান, ২০১১ সালের আগে এলাকার উন্নয়ন থমকে ছিল। তৃণমূল সরকারের আমলেই এখানে সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, রাস্তাঘাট ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হয়েছে। সভা শেষে গোপীবল্লভপুরে বহিরাগত রাজনীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোকে অন্তত ৪০ হাজার ভোটে জয়ী করার ডাক দিয়ে এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাসও দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অজিত মাহাতো, নয়াগ্রাম কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দুলাল মুর্মু, ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মঙ্গল সরেন, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি সুমন সাহু, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমরকান্ত রাউত, ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন মাহাতো, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল-সহ আরও অনেকে।

ঝোড়ো প্রচারে অখিল গিরি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রামনগর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর বিধানসভার তালগাছাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালগাছাড়ি বুথে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অখিল গিরির সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হলো। উপস্থিত ছিলেন রামনগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অখিল গিরি, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কো-অর্ডিনেটর তথা কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। বাংলার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে ও চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আগামী ২৩ এপ্রিল 'ঘাসের ওপর জোড়া ফুল' চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। পরে রামনগর ১ ব্লকের হলদিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনি বুথে কর্মী বৈঠক করে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করলেন। কর্মীদের জোটবদ্ধ নির্বাচনী লড়াইয়ের ডাক দিলেন। রামনগর ২ ব্লকের মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কল্যাণপুর ও দক্ষিণ তেঁতুলতলা বুথে কর্মী বৈঠক করলেন। রামনগর ১ ব্লকের তালগাছাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘৃতপুরা বুথে কর্মী বৈঠক ও জনসংযোগ করলেন। অখিল গিরি বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী বাংলার সর্বকালের সর্বসেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চতুর্থ বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য আবেদন জানান। আগামী ২৩ এপ্রিল আসছে দিন জোড়া ফুলে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর তথা কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি। উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাই চরণ সার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দীপক সার, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্র, সদস্যা শম্পা মহাপাত্র, রামনগর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি উত্তম কুমার দাস, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

নন্দিতা চৌধুরীর ইস্তেহার প্রকাশ

দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হলো। বুধবার দানেশ শেখ লেনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করেন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, (১) সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য একটি বিশেষ একাডেমি স্থাপন করা হবে যার নির্মাণ কাজ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে।

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হলো। বুধবার দানেশ শেখ লেনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করেন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, (১) সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য একটি বিশেষ একাডেমি স্থাপন করা হবে যার নির্মাণ কাজ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে। (২) জল সরবরাহ আরও বাড়ানোর জন্য একটি নতুন ওয়াটার প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে যার কাজ শেষের পথে। (৩) স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে মজবুত ও মানোন্নয়ন করা হবে। (৪) প্রতিটি ওয়ার্ড এবং অঞ্চলে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভূগর্ভস্থ জলাধার , ওভারহেড জলাধারএবং বুস্টিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। (৫) দক্ষিণ হাওড়া জুড়ে একটি উন্নত ভূ-গর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা হবে যার কাজ ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 10

তহবিলের ৯৯% খরচ আসানসোল দক্ষিণে, ‘রেকর্ড’ কাজের খতিয়ান পেশ অগ্নিমিত্রার

সকালের শিরোনাম

সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আসানসোলের বার্নপুর রোডে ঢলি লজ সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি গত পাঁচ বছরে বিধায়ক হিসেবে তাঁর কাজের বিবরণ তুলে ধরেন। বিজেপি প্রার্থী বলেন, ‘আমি গত ৫ বছরে বিধায়ক তহবিল থেকে এলাকায় কাজের জন্য ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৮১ হাজার ২৩৪ টাকার কাজ করেছি। শাসক দলের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও আমি গত পাঁচ বছরে বিধায়ক হিসেবে যে কাজ করেছি, তা শাসক দলের বিধায়কেরা করতে পারেননি।’ তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক বিধায়ক একটি বিধায়ক তহবিল পান। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা সেই তহবিল জনগণের উন্নয়নে ব্যবহার করেন না। তারা কেবল নিজেদের পকেট ভর্তি করেন। তবে, আমি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে অনেক উন্নয়ন করেছি। এই কারণে, প্রার্থী হিসেবে যখন আমি প্রচারে বেরোচ্ছি, তখন জনগণের মনে বিজেপির প্রতি সমর্থন দেখতে পাচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘২৩ এপ্রিল যখন আসানসোল দক্ষিণের মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাবেন, তখন আমি আত্মবিশ্বাসী যে তাঁরা আবারও পদ্ম প্রতীকের পাশের বোতামটি চাপবেন। একজন বিজেপি বিধায়ক হিসেবে আমি ধর্ম বা জাতপাতের তোয়াক্কা না করে সবসময় আসানসোল দক্ষিণের মানুষের জন্য কাজ করার দিকেই মনোযোগ দিয়েছি।’ হটন রোড মোড়ে টোটো চালকেরা রাস্তার উপর তাদের টোটো দাঁড় করিয়ে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন। আমি এই কাজের জন্য সরব হই। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করি। আসানসোল উত্তরের বিদায়ী বিধায়ক তথা মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, আমি টোটো চালকদের জীবিকার উপর আক্রমণ করছি। কিন্তু ঠিক তার পরের দিনই আমি আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে টোটোদের জন্য একটি পৃথক পার্কিং তৈরি করার অনুরোধ করি। মেয়র আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু মলয় ঘটকের সঙ্গে বিরোধের কারণে তিনি তা করতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘গত ১৫ বছর ধরে বাংলায় এটাই হয়ে আসছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে পুরো আসানসোল এবং সমগ্র বাংলা সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এ বিষয়ে চিন্তিত নন।’ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘আমি দামোদর নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য বহুবার আওয়াজ তুলেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার প্রশ্ন, তিনি উন্নয়নের কথা এতো বলেন, অথচ দামোদর নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করেননি কেন?’ বিজেপি প্রার্থী বলেন, ‘বিজেপি শুধু কথাই বলে না, যা বলে তা করেও দেখায়। বর্তমানে ভারতের ২১টি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কারণে সেখানে ক্রমাগত উন্নয়ন হচ্ছে। এবারের নির্বাচনের পরে বাংলাতেও তাই হবে।’ তিনি বলেন, ‘বাংলার এবং আসানসোল দক্ষিণের মানুষ এখন বুঝে গেছেন যে, বাংলার উন্নয়ন করতে হলে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতেই হবে।’ তিনি দক্ষিণ আসানসোলের জনগণকে অনুরোধ করেন যে, তারা বছরের পর বছর ধরে অনেক দল দেখেছেন। সব দলই তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কেউই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। তবে, বিজেপি যা বলে তা করার ইতিহাস রয়েছে। তাই, তিনি সবাইকে বিজেপিকে একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে আহত ৫

সকালের শিরোনাম

গোপাল রায়

আরামবাগ

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত খানাকুল। এই ঘটনায় দুপক্ষের ৫ জন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে খানাকুলের চিংড়া এলাকায়। যদিও এই ঘটনায় উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে। এই ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা খানাকুল থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। এদিকে দোষীদের গ্রেপ্তার না করলে তৃণমূলও রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, কুমারচক এলাকার বাসিন্দা দুই তৃণমূল কর্মী রাতে পার্টির কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় বিজেপি কর্মীরা তাঁদের পথ আটকে বেধড়ক মারধর করে। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে খানাকুলের তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় হাসপাতালে যান। সেখান থেকে জখম দুই কর্মীকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, ‘খানাকুলের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ এই গুণ্ডামির নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রশাসন দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে আমরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামব।’ যদিও পাল্টা বিজেপির অভিযোগ, তাদের তিনজন কর্মী রাতে বাড়ি ফিরছিল। তখন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই মারধরের ঘটনা ঘটিয়েছে। জখম কর্মীদের খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর রাতেই হাসপাতালে আসেন বিজেপি প্রার্থী। সেখান থেকে কর্মীদের নিয়ে থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

সুব্রত মৈত্রের সমর্থনে ভোট প্রচারে ‘মহাগুরু’

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বহরমপুর

বৃহস্পতিবার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী সুব্রত মৈত্রের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে আসেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন দুপুরে বহরমপুর গান্ধী কলোনির মোড় থেকে হুডখোলা জিপ গাড়িতে বহরমপুরের বিজেপির প্রার্থী সুব্রত মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন তিনি। মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার জন্য রাস্তার দু’পাশে অগণিত মানুষ এবং অভিনেতার ফ্যানেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছিলেন। জিপ নতুন বাজার আসতেই হঠাৎ মিঠুন চক্রবর্তী গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং নিজের গাড়িতে চেপে পড়েন। এদিকে বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে গান্ধী কলোনি থেকে খাগড়া চৌরাস্তা পর্যন্ত তাঁর প্রচার কর্মসূচি ছিল। তার বেশ কিছুটা আগেই মিঠুন চক্রবর্তী চলে যাওয়ায় অনেক মানুষ হতাশ হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত, অধীর চৌধুরী হাত প্রতীকে বহরমপুর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর অন্যতম নজরকাড়া আসন হয়ে উঠেছে। রাজ্যবাসীর নজর রয়েছে এই আসনে। ২০২১ নির্বাচনে বিজেপির সুব্রত মৈত্র জয়ী হয়েছিলেন। এবার লড়াই ত্রিমুখী হতে চলেছে। তবে কে শেষ হাসি হাসবে তার জন্য ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৩নং ওয়ার্ডে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে রাস্তার কাজ চলছে এইচআইটি কোয়ার্টার এলাকায়।

নদিয়ার কল্যাণী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ডঃ অতীন্দ্রনাথ মন্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে কল্যাণী সগুনায় সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী তথা দেব । পিয়ালি বোস, কল্যাণী ।

দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ যোগীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বারাবনি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি বিধানসভায় ভোটের প্রচারে এসে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একই সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাতের হুঙ্কার দিলেন যোগী। বৃহস্পতিবার সকালে বারাবনির বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রের সালানপুর ব্লকের আছড়া গ্রামে যোগেশ্বর ইনস্টিটিউশন মাঠে জনসভায় ভাষণ দেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিনের এই সভায় তিনি বাংলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। ভাষণের শুরুতেই যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘বাংলা শুধু একটি রাজ্য নয়, এটি ভারতের চেতনার পুণ্যভূমি। এই মাটিই ভারতকে জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় স্তোত্র উপহার দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো কালজয়ী ব্যক্তিত্বরা এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁদের আদর্শ আজও ভারতের সঙ্গে সারা বিশ্বকে পথ দেখায়।’ তৃণমূলকে আক্রমণ করে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন যোগী আদিত্যনাথ। দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘রাজ্যে বালি, কয়লা ও জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছে সিন্ডিকেটের পকেটে যাচ্ছে। এর পেছনে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা।’ বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যোগীর দাবি, গত ১৫ বছরে রাজ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী দল সবাই আতঙ্কিত। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল প্রসঙ্গে নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের উদাহরণ দেন যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি বলেন, ‘৯ বছর আগে উত্তরপ্রদেশেও অরাজকতা ছিল। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর এখন সেখানে মাফিয়া ও গুন্ডারাজ শেষ হয়েছে।’ বাংলাকে ভয়মুক্ত, দাঙ্গামুক্ত ও নিরাপদ করতে তিনি এখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠনের ডাক দেন। সভায় বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়কে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে, উন্নয়ন ও বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। যা একমাত্র করতে পারেন বাংলার মানুষ বলে যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেন।

প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে রোড শো দেবের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

চন্দ্রকোনা

কয়েকদিন পর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই শেষ মুহূর্তের প্রচারে ঝড় তুলতে ব্যস্ত।

বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোনা বিধানসভার রামজীবনপুর এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে রোড শো করলেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী। রামজীবনপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রোড শো শুরু করে পৌরসভা হয়ে পুরাতন চেকপোস্ট এলাকা পর্যন্ত যায়। সেদিন রোড শো-তে দীপক অধিকারীর একদিকে তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলই, অন্যদিকে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ ছিলেন। কর্মী-সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় দেবের রোড শো-কে ঘিরে। রাস্তার দুই ধারে সাধারণ মানুষ ফুল হাতে নিয়ে দেবকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেব ভক্তদের উদ্দেশ্যে ফুল ছুঁড়ে অভিবাদন জানান ঘাটালের সাংসদ।

রোড শো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দীপক অধিকারী বলেন, ‘ঘাটাল এবং চন্দ্রকোনা দুটি সিটই আমরা জিতব! মিঠুন চক্রবর্তী আমার বাবার মতো, তিনি ঘাটালে এসেছিলেন সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তিনি তাঁর সমর্থিত দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করতেই পারেন। সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকারের উন্নয়নের নিরিখেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেবেন।’ দেব বলেন, ‘২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও এবার পাঁচ থেকে দশটি আসন আমরা বেশি পাব। আমি যেখানেই যাচ্ছি মানুষ দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন, স্বভাবতই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভ শুধু সময়ের অপেক্ষা।’

১৭৩ বছরে ভারতীয় রেল ঃ আসানসোল ডিভিশনে মাসব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসানসোল

ভারতীয় রেলের ১৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রেলওয়ে সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে সমগ্র ডিভিশন জুড়ে মাসব্যাপী স্বচ্ছতা সচেতনতা কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল বোরি বন্দর (বোম্বে) থেকে থানে পর্যন্ত ভারতের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই স্মরণ করে প্রতিবছর এই দিনটি উদযাপিত হয়। দেশের রেলযাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিক থেকে দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। পূর্ব রেলের চলমান পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত আসানসোল ডিভিশনের অন্তর্গত স্টেশন, পরিষেবা ভবন, রেল কলোনি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং অন্যান্য যাত্রী সংযোগস্থলে এই বিশেষ সচেতনতা অভিযান চলবে। কর্মসূচির লক্ষ্য পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, জনঅংশগ্রহণ উৎসাহিত করা এবং রেল প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আরও সুদৃঢ় করা। এই উপলক্ষে ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে সমন্বিত পরিদর্শন ও যাত্রী সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়। একটি পরিদর্শনকারী দল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল, চেতনা মৌর্যের নেতৃত্বে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আসানসোল এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ১২৩২৬ ট্রেনে আসানসোল থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত অনবোর্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, যাত্রীসুবিধা এবং পরিষেবা মান খতিয়ে দেখা হয়। কোচ, শৌচাগার, ওয়াশ বেসিন এলাকা, ভেস্টিবিউল, প্রবেশদ্বার, বসার স্থান এবং অন্যান্য যাত্রী ব্যবহৃত অংশ পরিদর্শন করে যথাযথ পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। ডিআরএম যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পরিচ্ছন্নতা, সময়নিষ্ঠতা, নিরাপত্তা ও সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মতামত নেন। তিনি যাত্রীদের ট্রেন ও স্টেশনে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার, আবর্জনা না ফেলা এবং রেল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রেললাইনে বর্জ্য না ফেলতেও অনুরোধ করা হয়। কারণ এতে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ রেল চলাচল ব্যাহত হতে পারে। একই সময়ে অন্য দুইটি দল বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও কর্মীদের নিয়ে আসানসোল,ধানবাদ এবং আসানসোল, চিত্তরঞ্জন সেকশনে পরিদর্শন ও সচেতনতা অভিযান চালায়। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যরাও এই অভিযানে অংশ নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা ও জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। স্টেশন ও ট্রেনে পরিচ্ছন্নতার মান পর্যালোচনার সময় প্ল্যাটফর্ম, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং হল, শৌচাগার, জল বুথ, বুকিং অফিস এবং অন্যান্য যাত্রী সংযোগস্থলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রী মৌর্য বলেন, স্টেশন ও ট্রেনে স্থায়ী পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা রেলকর্মী ও যাত্রীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যাত্রী অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পরিষেবা মানের ধারাবাহিক নজরদারি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, মাসব্যাপী এই অভিযান সমগ্র ডিভিশনে চলবে। লক্ষ্য হলো আচরণগত পরিবর্তন আনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও যাত্রীবান্ধব রেল পরিবেশ গড়ে তোলা।

তৃণমূল নেতাকে ‘হুমকি কল’, থানায় অভিযোগ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

ভোটের মুখে ‘প্রাণনাশে’র হুমকি পেলেন হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভীম পাণ্ডে। তাঁর অভিযোগ, তিনি বালিতে দলীয় প্রার্থীর প্রচার সেরে আসার পর ওই উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক ফোন কল পান। দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁর ফেসবুক মেসেঞ্জারে ওই কল আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় হুমকি দেওয়া হয়। ফোনে শাসানো হয়, তিনি যেন বেশি ‘বাড়াবাড়ি’ না করেন এবং বালিতে রাজনৈতিক কাজ করতে হলে বিজেপির হয়ে প্রচার করেন। এই ঘটনার পরই ভীম পাণ্ডে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বেলুড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই একটি জিডি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ফোনটির উৎস বিহার হতে পারে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

তৃণমূলের পথসভা

সকালের শিরোনাম

বাইজিদ মন্ডল

ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার দুই নম্বর ব্লকের মাথুর অঞ্চলে আশাপুর ৩৭ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। এরপর সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় পথসভা। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী পান্নালাল হালদার, দুই নম্বর ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হাসিবুল মোল্লা, মাথুর পঞ্চায়েত প্রধান ধ্রুবজ্যোতি দলপতি, মাথুর অঞ্চলের কৃষাণ সেলের সভাপতি দেবব্রত খাঁড়া, ধীরাজ কয়াল, অরিন্দম গায়েন ও সুমন। এছাড়াও আশাপুর ৩৭ নম্বর বুথের সদস্যাসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। মাথুর অঞ্চলের কৃষাণ সেলের সভাপতি দেবব্রত খাঁড়া বলেন,

‘মহেশতলা ও ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর সামিম আহমেদের নির্দেশে,

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী পান্নালাল হালদারের সমর্থনে আশাপুর মোড়ে এক নির্বাচনী পথসভার আয়োজন করা হয়।’ এই পথসভা থেকে ডায়মন্ড হারবার তৃণমূলের প্রার্থী পান্নালাল হালদার, ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হাসিবুল মোল্লা ও মাথুর পঞ্চায়েত প্রধান ধ্রুবজ্যোতি দলপতি সকলে রাজ্যের দিদির উন্নয়নের রোল মডেলকে সামনে রেখে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

পাণ্ডবেশ্বরে নরেন চক্রবর্তীর সমর্থনে ভোট প্রচারে অনুব্রত

সকালের শিরোনাম

সোমনাথ মুখার্জি

পাণ্ডবেশ্বর

বৃহস্পতিবার বিকেলে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে গৌরবাজার বাস স্ট্যান্ডে নির্বাচনী জনসভা করেন বীরভূমের তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডল। বক্তৃতায় বিজেপির প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, বিজেপি চরম বাঙালি বিদ্বেষী দল। এরা বাংলায় ক্ষমতায় এলে চরম বিপর্যয় হবে বাঙালির।

বাংলায় কথা বললে এরা বাংলাদেশি বলে, বাঙালির প্রিয় মাছ-মাংস খাওয়া এরা পছন্দ করে না। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাঙালিদের প্রতি এদের হিংসা এতটাই যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আড়াইশো জনের বেশি বাঙালিকে এরা খুন করেছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের একটাই অপরাধ;তারা বাংলায় কথা বলত, তারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে। তিনি বলেন, আমাদের বাংলাতে কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের প্রচুর মানুষ কর্মসূত্রে থাকেন, আমরা কিন্তু কখনোই তাদের বাংলা ছেড়ে চলে যেতে বলি না। এটাই হচ্ছে বাংলা, এটাই বাংলার সংস্কৃতি। এনআরসি প্রসঙ্গে বলেন, এনআরসিতে মুসলমানদের নাম বাদ দিতে গিয়ে প্রচুর হিন্দুদের নাম কেটে দিয়েছে এরা।

বলছে যাদের নাম কাটা গেছে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরবে, বাংলাদেশ পাঠাবে? যা খুশি করবে, আমরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষব! ভোটে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা, আমাদের ধমকে-চমকে লাভ নেই, আমরা কাউকে ভয় পাই না। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, নরেন জিতবে, তৃণমূল আবার সরকার গড়বে, আমরাই আছি আমরাই থাকব, তাই নিশ্চিন্তে ভোট দিন সবাই।

নববর্ষে বেছে নিন বাস্তুর বিধান অনুযায়ী আপনার জুতোর রঙ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাস্তুশাস্ত্র বলে, জুতোর রঙ কিন্তু মানুষের জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নতুন বছর শুরু হয়েছে, তাই বেছে নিন আপনার জুতোর রঙ। কথায় বলে, মানুষের রুচি চেনা যায় তার পায়ের জুতো দেখে। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, জুতো শুধু রুচি নয়, নিয়ন্ত্রণ করে আপনার ভাগ্যকেও। পায়ের সঙ্গে শনি ও রাহুর সম্পর্ক থাকায় ভুল পাদুকা বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাস্তু মতে, সব সময় যে রঙের জুতো পরা ঠিক নয় তবে কালো, বাদামি কিংবা সাদা রঙের জুতো পরা সবচেয়ে শুভ বলে গণ্য হয়। এই রংগুলো মনের স্থিরতা বাড়ায় এবং পজিটিভ এনার্জি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কালো জুতো অনেকেরই প্রিয়, তবে সাবধান! যদি আপনার কুষ্ঠীতে শনি গ্রহ দুর্বল থাকে, তবে ভুলেও কালো জুতো পরবেন না। এতে আপনার জীবনে অশুভ প্রভাব পড়তে পারে এবং উন্নতির পথ থমকে যেতে পারে। সবুজ রং হল বুধ গ্রহের প্রতীক; যা বুদ্ধি ও ব্যবসার কারক। পায়ে সবুজ রঙের জুতো বা চটি পরলে জন্মছকে বুধ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ব্যবসায় ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কথা বলায় জড়তাও তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। লাল রং মঙ্গলের প্রতীক। চরণে লাল জুতো ধারণ করলে মঙ্গল গ্রহ কুপিত হয় বলে মনে করেন বাস্তুবিদরা। এর ফল হতে পারে মারাত্মক; দাম্পত্য কলহ থেকে শুরু করে হঠাৎ কোনো বড় দুর্ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে। হলুদ রং দেবগুরু বৃহস্পতির রং। এই পবিত্র রং পায়ে রাখা শাস্ত্র মতে অত্যন্ত অশুভ। এতে আর্থিক অনটন ও পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে পারে। তাই জুতোর মধ্যে হলুদের ছোঁয়া থাকলেও আজই সতর্ক হোন।

আক্রান্ত কর্মী-সাধারণ মানুষ, থানায় অভিযোগ রেখা পাত্রের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হিঙ্গলগঞ্জ

হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ল বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের থানায় যাওয়াকে কেন্দ্র করে। এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে পুনরায় হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ জানাতে হাজির হন তিনি। অভিযোগের সূত্রপাত কয়েকদিন আগের একটি ঘটনাকে ঘিরে। হিঙ্গলগঞ্জের হাসনাবাদ থানার বালিয়াডাঙ্গা এলাকায় সুব্রত মন্ডল নামে এক স্থানীয় বাসিন্দাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকারের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, ওই এলাকায় দলীয় প্রচারে গিয়েছিলেন আনন্দ সরকার। সেই সময় তার সমর্থকরা সুব্রত মন্ডলকে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। সুব্রত মন্ডল সেই সময় এলাকার বেহাল রাস্তার অবস্থা নিয়ে প্রতিবাদ জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় আহত সুব্রত মন্ডল হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ, এতদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কোনও দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এছাড়াও বিজেপির অভিযোগ, ওই এলাকায় তাদের কর্মীদের দলীয় প্রচার চালাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই দুই অভিযোগকে সামনে রেখেই হাসনাবাদ থানায় যান বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। থানায় গিয়ে তিনি জানতে চান, সুব্রত মন্ডলের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কেন কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে এলাকায়, আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

কুর্মি আবেগে শান অভিষেকের, তোপ বিজেপি প্রার্থী রাজেশকে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জঙ্গলমহলে কুর্মি ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের অনুকূলে রাখতে বড় পদক্ষেপ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কুলটিকরি এসসি হাই স্কুল মাঠের এক বিশাল জনসভা থেকে তিনি কুর্মি সমাজের আবেগ এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া নিয়ে জোরালো সওয়াল করেন। এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি আক্রমণ শানান বিরোধীদের দিকে। বিশেষ করে গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতোকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'কুর্মি সমাজের সত্যিকারের দাবি তৃণমূলের কাছেই সুরক্ষিত, কোনো সুযোগসন্ধানী নেতার কাছে নয়।' তিনি আরও বলেন, যারা এতদিন এলাকার মানুষের আবেগ নিয়ে 'অরাজনৈতিক' আন্দোলনের কথা বলতেন, আজ তাঁরাই নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপির শরণাপন্ন হয়েছেন। কুর্মিদের জাতিসত্তা এবং ভাষার দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করে অভিষেক জানান, কুর্মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত করা এবং কুর্মিদের জাতিসত্তার স্বীকৃতির বিষয়ে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে। কেন্দ্রের গড়িমসি সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে এই দাবি পূরণে বদ্ধপরিকর, তা তিনি এদিন পুনরায় মনে করিয়ে দেন। গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বক্তব্যের শুরুতে কুর্মি ভাবাবেগকে স্পর্শ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দেন যে, জঙ্গলমহলের উন্নয়ন এবং প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র ভরসা। রাজনৈতিক মহলের মতে, কুর্মি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রাজেশ মাহাতো বিজেপির টিকিটে লড়ায় যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলা করতেই এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুর্মি তাস খেললেন।

সেই অনিল সিংয়েই আস্থা বিজেপির, নলহাটিতে কি পারবে পদ্ম ফোটাতে?

সকালের শিরোনাম

মনা বীরবংশী

নলহাটি

বাঁদিকে অনিল সিং। ডানদিকে রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং।

সমাজসেবী হয়েও ৩ বার বিপুল ভোটে হেরেছেন। সাত বছরের সাসপেনশন তুলে তাকেই পুনরায় প্রার্থী করে বিজেপি বলছে জয় নিশ্চিত। যদিও উন্নয়নের জোয়ারে সে সবে আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। ভোট হলেই অনিল সিং-ই কেন বারে বারে বিজেপি প্রার্থী হন নলহাটিতে? বিধানসভা হোক বা পুরসভা নির্বাচন, সবেতেই একটি মুখ তিনি। যদিও কোনও নির্বাচনে তিনি জয়ী হতে পারেননি। কারণ তার জনসমর্থন নেই। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জ্বলজ্বল করেন। তাও আবার দলেরই প্রাক্তন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার বিরুদ্ধে। সে জন্য তাকে বিজেপি দল থেকে বহিষ্কারও করে। এ হেন গুণবান অনিল সিংয়ের বাইরে বিজেপি আর কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। তিনি তাঁর দলীয় কর্মীদের কাছে এতটাই বিতর্কিত যে, তাঁর দলের কর্মীরাই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান দলের জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁদের দাবি, এর থেকে ওয়াক ওভার দেওয়া ভালো ছিল। এই বিক্ষোভ অনিল সিং-ই শিখিয়েছেন। ধ্রুব সাহা দলের জেলা সভাপতি থাকাকালীন তাকে চোর, মুনাফাখোর, জেলের কয়েদি;সব নানা বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন।

ধ্রুব সাহা এবার রামপুরহাটের বিজেপি প্রার্থী। সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে তোলা নলহাটির প্রার্থী অনিল সিংয়ের অভিযোগকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। অনিল সিং বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কোনও দিনই নলহাটিবাসীর আস্থা আদায় করতে পারেননি। নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ ও ২০১৩-র উপনির্বাচনে তিনি হেরেছিলেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও অনিল সিং বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন, যা মোট ভোটের প্রায় ১০.৩৫ শতাংশ। ওই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মইনুদ্দিন শামস জয়ী হন। পরবর্তীতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে অনিল সিং প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেও তা আদায় করতে পারেননি। সেই নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে তাপস কুমার যাদব ওরফে আনন্দ যাদব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬০,৫৩৩টি ভোট পান। তৃণমূল প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের কাছে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। অনিল সিং বলেন, '২০০০ সালে যখন বন্যা হয় তখন, আমার ব্যবসার উপার্জন করা টাকা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার কাপড়, চাল, ডাল দিয়ে আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সেটা মানুষ আজও মনে রেখেছে।

ওই এলাকার শিশুদের জন্য আমি ৬ শতক জায়গা কিনে সরকারকে দিয়েছিলাম এবং সরকার এখানে একটি স্কুল তৈরি করে। যেটির নাম অনিল সিং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও যখন কেউ দু'টাকা দিতে পারত না, সে সময় আমি ৫০০০-১০০০০ টাকা দিয়ে অনেক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। এছাড়াও কেউ পাথরের অভাবে বাড়ি করতে পারছে না, পাথর দিয়েছি। কোথাও মন্দির তৈরি হচ্ছে না, মন্দির তৈরি করে দিয়েছি। শিশু মন্দির তৈরি করার জন্য মোটা টাকা অনুদান দিয়েছি। রাহুল সিনহা তখন রাজ্য সভাপতি ছিলেন, তিনি এই সমস্ত কথাগুলো শুনেই ২০১১ সালে আমাকে প্রার্থী করেছিলেন। যদিও তার অনেক আগে থেকে আমি সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনীতি করেছি শুধু বিজেপি থেকেই।' তিনি আরও বলেন, 'হয়তো আমার কিছু ভুলের জন্য আমাকে দল সাসপেন্ড করেছিল প্রায় ৭ বছর। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সাসপেনশন তুলে নেয়। দল সেটাই ভালো বুঝেছিল। আবার দল সাসপেনশন তুলে নিয়েছে। আবার সেই দলেই আমাকে টিকিট দিয়েছে নলহাটি বিধানসভায়। এ বছর আমি নলহাটিতে জয় নিয়ে ১০০ু আশাবাদী।' অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হিন্দুদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে এবারের ভোট। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। সনাতনী এবং রাষ্ট্রবাদী মুসলিমদের অধিকার রক্ষার ভোট। এবারের ভোট পদ্মফুলের ভোট, জয়ের ভোট।' যদিও এই নিয়ে নলহাটির বিদায়ী বিধায়ক এবং তৃণমূলের প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের দাবি, 'বিজেপির বিষয়ে আমি কিছু বলব না, তারা যাকে খুশি প্রার্থী করুক। আমাদের দিদির উন্নয়ন আছে। তাই আমরা আছি। তাই মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। জয় আমাদের নিশ্চিত।'

'পদ্ম পাকে ফোটে, বাংলার মাটিতে ফুটবে না' ঃ সায়নী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মানবাজার

'পদ্ম পাকে ফোটে, বাংলার মাটিতে ফুটবে না।' পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডুর সমর্থনে কুড়ুকতুপা মোড়ের জনসভায় এভাবেই বিজেপিকে তোপ দাগলেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস আপনারা মমতাদির হাত ছাড়বেন না। আমার মা-বোনেরা, দাদা-ভাইয়েরা গদ্দার নন, মীরজাফর নন, শুভেন্দু অধিকারী নন। তাঁদের শিরদাঁড়া এখনো সোজা আছে। তাঁরা জানেন, দিদি ছাড়া গতি নেই।' একই দিনে মানবাজারে বিরোধী দলের সভা থাকলেও তার আগে সায়নী ঘোষের আক্রমণাত্মক বক্তব্যে তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। তিনি আরও বলেন, 'এই বাংলার মাটি, জল, হাওয়া;কোনো কিছুর সঙ্গেই বিজেপি খাপ খাওয়াতে পারছে না। কারণ তারা বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে, বাঙালি জাতিকে ঘৃণা করে।' বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আগামী দিনে বাংলার মেয়েরা গোটা দেশ চালাবে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি, নরেন্দ্র মোদির মাটি নয়। পদ্ম পাকে ফোটে, বাংলার মাটিতে ফুটবে না। জোড়া ফুল, ঘাসফুল সব জায়গায় ফোটে।' তৃণমূলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সায়নী ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল মানে টিএমসি;টি ফর টেম্পল, এম ফর মসজিদ, সি ফর চার্চ। মন্দির, মসজিদ, গির্জা;সবাইকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ চলা। আমাদের জেতার জন্য ভগবান রামকে টেনে আনতে হয় না, 'জয় শ্রীরাম' বলে মানুষকে ভয় দেখাতে হয় না।'

সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে বাম নেতা সহ একাধিক কর্মী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভাতার

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাম শিবিরে বড়সড় ভাঙন। সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল একাধিক বাম নেতা-কর্মী। একসময়ের পরিচিত বাম নেতা শ্রীজিৎ কোঁয়ার সহ বহু কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বৃহস্পতিবার ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব যশ এবং দলের প্রার্থী। জানা গিয়েছে, একসময় ভাতার ব্লকের পরিচিত বাম নেতা ছিলেন শ্রীজিৎ কোঁয়ার। এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। ২০০৩ সালে বড়বেলুন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ২০০৮ সালে উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এদিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হাত ধরে। শুধু শ্রীজিৎ কোঁয়ারই নন, নাসিগ্রাম এলাকার বেশ কিছু বাম কর্মীও এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের দলবদল ভাতারের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া বাম কর্মীরা জানিয়েছেন, 'বাংলায় বামেদের ঘুরে আসা অসম্ভব। যেভাবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন করে চলেছেন, সেই উন্নয়নের সঙ্গী হতে চান তাঁরাও। সেই কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূলে যোগদানের।' যদিও এই বাম কর্মী-সমর্থকদের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে বাম নেতৃত্বের দাবি, 'যারা তৃণমূলে যোগদান করেছে তারা অনেক আগে থেকেই গোপনে তৃণমূলের সাথে যোগ রেখেছিল। তারা দল ছাড়লে বাম সংগঠনের কোনো ক্ষতি হবে না।'

চন্দ্রপুরে স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করল প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি নির্বাচনের সময় এই এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত। সেই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে বৃহস্পতিবার চন্দ্রপুরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ অবজারভার এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই রুট মার্চ পরিচালিত হয়। বাহিনীর জওয়ানরা এলাকায় টহল দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়ানোর পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে ভোট গ্রহণের বার্তা দেন। এদিন মাইকিংয়ের মাধ্যমে এলাকাবাসীদের উদ্দেশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'কোনওরকম ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে ভোট দিন।' ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। রুট মার্চ চলাকালীন এলাকায় এক উৎসবমুখর পরিবেশও লক্ষ্য করা যায়। ছোট ছোট শিশুরা জওয়ানদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, চন্দ্রপুরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিয়মিত টহলদারি চালানো হবে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ অবজারভার কে এগিলেরাশানে সহ আমতা এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঋক গোস্বামী, আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিৎ সরকার, আমতা সার্কেল ইনস্পেক্টর দীপোজ্জ্বল ভৌমিক, চন্দ্রপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বর্ণাভ রায়, আমতা থানার এসআই অম্লান দাস ও প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

ভূমিপুত্রেই ভরসা সব দলের, স্বস্তির ছাপ সিউড়িবাসীর মুখে

বাঁদিকে বিজেপি প্রার্থী । ডানদিকে তৃণমূল প্রার্থী।

সকালের শিরোনাম

মনা বীরবংশী

সিউড়ি

বছরের পর বছর উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত সিউড়ি বিধানসভার মানুষ। এই বিধানসভার উন্নয়নের জন্য ভূমিপুত্রই ফ্যাক্টর; অন্তত এমনটাই মত সিউড়ি বিধানসভার বাসিন্দাদের। সাধারণ মানুষের সেই দাবিতেই কার্যত সিলমোহর দিল সব রাজনৈতিক দল। এবছর সিউড়ি বিধানসভার চারটি দলের প্রার্থীই হলেন ভূমিপুত্র। একদিকে বিজেপি থেকে প্রার্থী করা হয়েছে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে, তৃণমূল থেকে প্রার্থী করা হয়েছে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে, বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়েছেন মতিউর ইসলাম এবং কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্জয় অধিকারীকে। আর এই চারজনই হলেন সিউড়ি শহরের বাসিন্দা। আর তাতেই কার্যত স্বস্তির ছাপ এই বিধানসভা এলাকার ভোটারদের মুখে। কারণ যিনিই জয়ী হোন না কেন, হবেন সেই ভূমিপুত্রই। সিউড়ির বাসিন্দা অর্ঘ্য চ্যাটার্জি বলেন, 'সুনীতি চট্টরাজের পর আর কোনো ভূমিপুত্র বিধায়ক ছিলেন না এই বিধানসভায়। বহিরাগতরা বিধায়ক হওয়ায় বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত হয়েছে সিউড়ি। তাই ভূমিপুত্র বিধায়ক হোক; এই দাবি ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের। এবছর প্রতিটি দলের প্রার্থী তালিকা দেখে মনে হলো সব রাজনৈতিক দল এবছর সিউড়ির ভোটারদের মনের কথা ভেবেছে। স্বস্তি এটাই যে যিনিই জিতুন না কেন, ভূমিপুত্রই বিধায়ক হবেন।' কৃষ্ণাশিস দে বলেন, 'বহিরাগতরা বিধায়ক হওয়ায় সিউড়ির কোনো রকম উন্নয়নের মানসিকতা তাঁদের ছিল না। আর এর জন্যই রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন পৌরসভা হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর বঞ্চিত হয়েছে সিউড়ি। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছেছে ঠিকই, তবে শহরের সৌন্দর্যায়ন বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সেই অর্থে হয়নি। তাই ভূমিপুত্র বিধায়ক হলে এই এলাকার উন্নয়ন হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

দুর্গাপুরের জনসভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ শুভেন্দুর

সকালের শিরোনাম

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর

দুর্গাপুরের জনসভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, 'হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করছে ওরা। নদীর পাড় যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনি নদী শেষ করে দিয়েছে ওরা। একটা ঘাট যদি বৈধ হয়, তাহলে ১০০টা ঘাট অবৈধ। আর সেই ঘাটগুলি চালাচ্ছে মাফিয়াদের সাথে তৃণমূলের নেতারা।' এদিনের জনসভাটি দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ফুলঝোড় মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘরুই। নন্দীগ্রামে আইএসএফ প্রার্থীর সাথে তৃণমূল নেতার ভিডিও ভাইরাল হওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল সবাইকে কিনে নিতে চাইছে। তৃণমূল নির্বাচনে হারবে, তাই অবৈধ উপায় নেওয়ার চেষ্টা করছে।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'দুর্গাপুরে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বেকার। আমরা এলে কর্মসংস্থান হবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করছে।'

তৃণমূল নেতাকে সপাটে চড় মারার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সবং

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের সারটা অঞ্চলের ছিনা গ্রামে বিজেপির ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে আসা লোকেরা রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের ভুল বোঝাচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানার পর ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিজয় জানার নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, কেন ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? কেন এনআরসি-র নামে মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে? কেন বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাভাষী মানুষদের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে মারধর করা হচ্ছে? কেন বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে? কিন্তু তারা তার কোনো উত্তর দিতে পারেনি। তারা ফোন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের জানায়। খবর পেয়ে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ওই এলাকায় যায়। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান তৃণমূল নেতা বিজয় জানাকে সপাটে একটি চড় মারেন। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবু কালাম বক্স বলেন, 'বহিরাগতদের নিয়ে এসে কোনো অনুমতি ছাড়াই রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে এবং বিশেষ করে মহিলাদের ভুল বোঝানোর জন্য বিজেপি প্রচার করছে, যা ধরে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। বহিরাগতদের কিছু না বলে, কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিজেপির নির্দেশে দলের নেতা বিজয় জানাকে সপাটে চড় মেরেছে।' তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'বিষয়টি লিখিতভাবে সবং থানার পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও জানানো হবে। ওরা এভাবে বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে, তবে বাংলার মানুষ ওদের এবারও প্রত্যাখ্যান করবে। সবং-এর মানুষ ইতিমধ্যে এদের প্রত্যাখ্যান করেছে। সবং-এর মানুষ দলের প্রার্থীর পাশে রয়েছে, তা আগামী নির্বাচনে ওরা ভালোভাবে টের পাবে।' তিনি দলের নেতা ও কর্মীদের শান্ত থাকার নির্দেশ দেন এবং জানান যে, প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেপি প্রার্থীকে হুমকি, অভিযোগ দায়ের থানায়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বসিরহাট দক্ষিণে নির্বাচনী আবহের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী শৌর্য্য ব্যানার্জিকে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বুধবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ তিনি বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা এলাকায় একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় তাঁর ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে একটি কল আসে। সেই কলেই দীপ্তেশ দে নামে পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তি তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারকেও ক্ষতির হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি প্রার্থীর। ঘটনার পরই বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শৌর্য্য ব্যানার্জি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া, পাশাপাশি এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বাদল বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও প্রার্থীকে হুমকি দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের উচিত নিজেদের ভুল স্বীকার করা এবং এই ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকা।' পুরো ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়তে শুরু করেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরনের অভিযোগ নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের।

নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার সাত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

এক নাবালিকাকে অপহরণ করে তাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নাবালকসহ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় এক ইটভাটা চত্বরে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এক নাবালকসহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কয়েকজন মিলে ওই নাবালিকাকে জোর করে তুলে ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানেই তার উপর নির্যাতন করা হয়। পরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কাটোয়া থানায়। নাবালিকার জ্ঞান ফেরার পরই পুরো ঘটনার কথা জানতে পারেন তার পরিবার ও পুলিশ। এরপরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতভর অভিযান চালিয়ে এক নাবালকসহ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম

শুভেন্দু-পবিত্রর লড়াইয়ে ফ্যাক্টর এখন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নন্দীগ্রাম

আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে চরম রাজনৈতিক উত্তাপ। এবারের লড়াই যে ত্রিমুখী হতে চলেছে, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট রাজনৈতিক মহলে। ২০২১ সালের নির্বাচনে এই নন্দীগ্রাম থেকেই শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ১৯০০-র বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন। সেই স্মৃতি এখনও তাজা। তবে এবারের সমীকরণ অনেকটাই বদলে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ধর্মীয় মেরুকরণ এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপির পক্ষ থেকে 'হিন্দুত্ব' ইস্যু জোরদার হওয়ায় মুসলিম ভোটারদের একাংশ অসন্তুষ্ট। এর জেরে নন্দীগ্রামের মুসলিম ভোটারদের মধ্যে একধরনের ঐক্যবদ্ধতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে সামনে এসেছেন ডক্টর শহীদুল হক। তিনি দলের মুখপাত্রও বটে। দলীয় সূত্রের দাবি, মুসলিম ভোটের বড় অংশ তাঁর দিকে যেতে পারে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে বিভিন্ন ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের একাংশ প্রায় ১৫ হাজার ভোট এই দলের পক্ষে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে প্রায় ৩৮ শতাংশ মুসলিম এবং ৬২ শতাংশ হিন্দু ভোটার রয়েছে। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির দাবি, তারা মোট ভোটের ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। অন্যদিকে, হিন্দু ভোটের বড় অংশ ভাগ হয়ে যেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র কর এবং বিজেপির মধ্যে। ফলে সমীকরণ আরও জটিল হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, যদি তিনটি পক্ষই প্রায় ৩০-৩২ শতাংশ করে ভোট পায়, তাহলে ফলাফল অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী ডক্টর শহীদুল হকই হয়ে উঠতে পারেন 'কিংমেকার'। এছাড়াও, মেদিনীপুর প্রতাপপুরের পীরজাদা রুহুল আমিনের সমর্থন এই সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি প্রকাশ্যে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির 'বাঁশি' প্রতীকের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের লড়াই যে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং চরম উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 16-04-2026 20:55 Page 12

কোহলির ঝলকে লখনউকে হারাল বেঙ্গালুরু, ৫ উইকেটে জয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

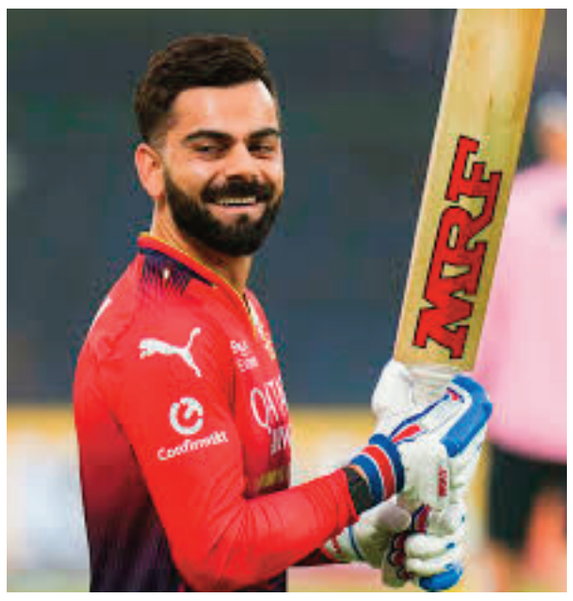

আইপিএল ২০২৬-এ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পাঁচ উইকেটে হারাল লখনউ সুপার জায়ান্টস-কে। ১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৫.১ ওভারেই ১৪৯/৫ তুলে জয় নিশ্চিত করে বেঙ্গালুরু। এই জয়ের ভিত গড়ে দেন বিরাট কোহলি। তিনি ৪৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। যদিও অর্ধশতরান পূর্ণ করতে পারেননি, তাঁর ইনিংসই ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেয়। কোহলির আউট হওয়ার পরও রাজত পতিদার, জিতেশ শর্মা ও শেষদিকে টিম ডেভিড,রোমারিও শেফার্ড জুটি সহজেই ম্যাচ শেষ করে। লখনউয়ের হয়ে বোলিংয়ে চেষ্টা করেন আবেশ খান ও প্রিন্স যাদব। আবেশ ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। প্রিন্স যাদব তিনটি উইকেট তুললেও খানিকটা বেশি রান দেন। তবে অন্য বোলারদের থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন মেলেনি, বিশেষ করে মহম্মদ শামি ও দিগ্বেশ রাঠী ছন্দে ছিলেন না। তার আগে টসে জিতে প্রথমে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বেঙ্গালুরু। সেই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন দলের বোলাররা। রাসিখ সালাম দার চার উইকেট তুলে লখনউকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দেন। ডেথ ওভারে ভুবনেশ্বর কুমারের নিয়ন্ত্রিত বোলিংও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। লখনউয়ের ইনিংসে শুরুটা ভালো হলেও বড় রান তুলতে পারেননি ব্যাটাররা। মিচেল মার্শ কিছুটা লড়াই করলেও সেটাকে বড় ইনিংসে রূপ দিতে পারেননি।

অধিনায়ক ঋষভ পন্ত-ও প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হন। ম্যাচ শেষে ভুবনেশ্বর কুমার বলেন, তশুধু একজন বোলার নয়, পুরো বোলিং ইউনিটের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করতে পেরেছি, সেটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।দ সব মিলিয়ে ব্যাট ও বল;দুই বিভাগেই ভারসাম্যপূর্ণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল বেঙ্গালুরু, যা পয়েন্ট তালিকায় তাদের অবস্থান আরও মজবুত করল।

শূন্য সিংহাসনে কেকেআর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ইডেন গার্ডেন্সে আলো এখনও জ্বলে। কিন্তু সেই আলোয় আর আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই। গ্যালারি ভরে ওঠে ঠিকই, তবু কোথাও যেন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কলকাতা নাইট রাইডার্স হারলে এখন আর শুধু স্কোরবোর্ড বদলায় না, বদলে যায় শহরের মেজাজও।

তকরবো লড়বো জিতবো রেদ;একসময় যা ছিল স্লোগান, আজ তা যেন স্মৃতি। পাঁচ ম্যাচ, শূন্য জয়;সংখ্যাটা যতটা কাগজে কঠিন, তার থেকেও বেশি কঠিন মানসিকতায়। দল বারবার বদলাচ্ছে, কম্বিনেশন পাল্টাচ্ছে, কিন্তু সংকটের মুহূর্তে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। আর সেখানেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে অনুপস্থিতি। একসময় এই দলের ভরসার নাম ছিল আন্দ্রে রাসেল। সমীকরণ যতই কঠিন হোক, বিশ্বাসটা থাকত;শেষ পর্যন্ত কিছু একটা ঘটবেই। অসম্ভবকে সম্ভব করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। কিন্তু সময় বড় নির্মম। ছক্কার গতি কমেছে, প্রভাব ম্লান হয়েছে, আর সেই সঙ্গে মুছে যাচ্ছে ভয়। যে নাম শুনে প্রতিপক্ষ কাঁপত, এখন তাকে ঘিরেই প্রশ্ন। তবে শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও শূন্যতা স্পষ্ট।

যে গৌতম গম্ভীরকে একসময় সোশ্যাল মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল, আজ তাকেই ফেরত চায় সমর্থকরা। তফিরে আসুনদ;এই আবেদন এখন ক্রমশ জোরাল। কারণ, প্রতিভা থাকলেও দলের মধ্যে যেন নেই সেই আঠা, নেই সেই নেতৃত্বের দৃঢ়তা। কেকেআর এখন একদল প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সমষ্টি, কিন্তু দল নয়। আর দল হতে গেলে দরকার হয় এক সুতো, যা সবকিছুকে বেঁধে রাখে। সেই সুতোই যেন হারিয়ে গেছে।

তবু কলকাতা সহজে হাল ছাড়ে না। এই শহর জানে, প্রত্যাবর্তনের গল্প কীভাবে লিখতে হয়।

হয়তো দরকার শুধু এক মুহূর্ত, এক স্ফুলিঙ্গ, যা আবার জ্বালিয়ে দেবে বেগুনি জোয়ার।

কিন্তু সেই মুহূর্ত কবে আসবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

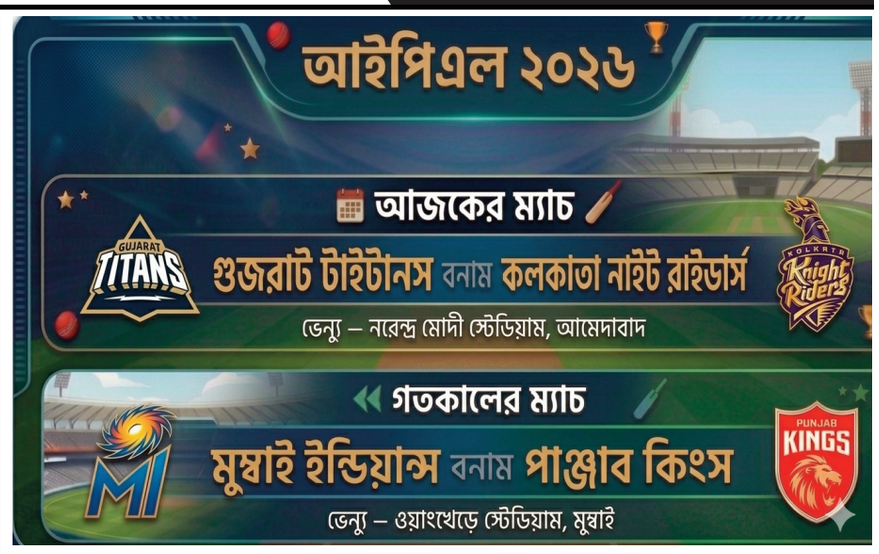

সবার শেষে শুরু, শেষে সবার ওপরে, ক্যান্ডিডেটসে বাজিমাত বৈশালীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শেষ রাউন্ডে নামার আগে হিসেব বলছিল, লড়াই জমবে শেষ চাল পর্যন্ত। কিন্তু বোর্ডের ওপর অন্য গল্প লিখলেন ভৈশালী রমেশবাবু। নির্ণায়ক ম্যাচে কাতেরিনা লাগনো-কে হারিয়ে এক লাফে শীর্ষে উঠে এলেন তিনি, জিতে নিলেন উইমেন্স ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট ২০২৬। সঙ্গে পাকা করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জারের আসন। টুর্নামেন্টের শুরুতে যাঁকে খুব একটা হিসেবের মধ্যে রাখেননি বিশেষজ্ঞরা, সেই ভৈশালীই শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করলেন। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে শুরু থেকেই লাগনোর ওপর চাপ তৈরি করেন। ওপেনিং থেকেই এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের খেলায় নিয়ন্ত্রণ ছাড়েননি একবারও। শেষপর্যন্ত নিখুঁতভাবে জয় তুলে নিয়ে ১৪ খেলায় ৮.৫ পয়েন্টে একক শীর্ষে শেষ করেন। শেষ রাউন্ডে সমীকরণ ছিল জটিল। একাধিক দাবাড়ুর সামনে ছিল শিরোপার সুযোগ। কিন্তু অন্য বোর্ডে ফল যাই হোক, নিজের ম্যাচ জিতে সব জটিলতা মুছে দেন ভৈশালী। টাইব্রেকের দরকারই পড়ল না। পিছনে পড়ে গেলেন বিবিসারা আসসাউবায়েভা। দিব্যা দেশমুখ-এর বিরুদ্ধে ড্র করে ৮ পয়েন্টে থামতে হল তাঁকে। আর ৭.৫ পয়েন্টে যৌথ তৃতীয় ঝু জিনার ও আলেকসান্দ্রা গোরিয়াচকিনা। এখন সামনে আরও বড় মঞ্চ। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই। সেখানে প্রতিপক্ষ জু ওয়েনজুন। রেটিংয়ের হিসেবে এখনও অনেকটাই এগিয়ে চিনের গ্র্যান্ডমাস্টার। তবুও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে, চাপের মুহূর্তে ভৈশালীই বেশি স্বচ্ছন্দ। সবচেয়ে বড় চমক এখানেই; এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে কম রেটিং নিয়েই খেলতে নেমেছিলেন ভৈশালী। তবু একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজের স্নায়ু ধরে রেখে প্রমাণ করলেন, দাবায় কেবল সংখ্যা নয়, সাহস আর স্থিরতাই শেষ কথা। ভারতের দাবা মহলেও ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ-এর প্রশংসা যেন সেই উচ্ছ্বাসে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।

শেষ রাউন্ডে নামার আগে হিসেব বলছিল, লড়াই জমবে শেষ চাল পর্যন্ত। কিন্তু বোর্ডের ওপর অন্য গল্প লিখলেন ভৈশালী রমেশবাবু। নির্ণায়ক ম্যাচে কাতেরিনা লাগনো-কে হারিয়ে এক লাফে শীর্ষে উঠে এলেন তিনি, জিতে নিলেন উইমেন্স ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট ২০২৬। সঙ্গে পাকা করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জারের আসন। টুর্নামেন্টের শুরুতে যাঁকে খুব একটা হিসেবের মধ্যে রাখেননি বিশেষজ্ঞরা, সেই ভৈশালীই শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করলেন।

ধোসা-ইডলি বিতর্কে উত্তাল আইপিএল

মজা না অপমান, চিন্নাস্বামীর গ্যালারিতে উঠল অস্বস্তির সুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলের রঙিন মঞ্চে মাঝে মাঝেই শব্দের থেকেও জোরে বাজে ইঙ্গিত। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তেমনই এক ইঙ্গিত, যা হয়তো কারও কাছে নিছক ঠাট্টা, কিন্তু অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেল খোঁচা হয়ে। ধোসা, ইডলি, সাম্বর; গানের তালে তালে যখন গ্যালারি দুলছে, তখনই প্রশ্ন উঠছে, এই সুর কি শুধুই আনন্দের, নাকি তার ভিতরে লুকিয়ে আছে আঞ্চলিক পরিচয়কে সরলীকরণের অভ্যাস? রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মাঠে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ক্রিকেটে লড়াই নতুন কিছু নয়, কিন্তু এদিন লড়াইটা যেন ব্যাট-বলের বাইরে সরে গেল। স্টেডিয়ামের ডিজে যে গানটি বাজালেন, সেটি চেন্নাই শিবিরের কাছে পৌঁছল অন্য অর্থে। তাদের মনে হল, দক্ষিণ ভারতীয় পরিচয়কে কয়েকটি খাবারের নামেই বেঁধে ফেলা হচ্ছে। আর সেখানেই আপত্তি। চেন্নাইয়ের কর্তা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন;খেলার মঞ্চে প্রতিপক্ষকে সম্মান দেওয়াটাই আসল। ঠাট্টা থাকবে, রসিকতা থাকবে, কিন্তু সেটি যদি কারও পরিচয়কে আঘাত করে, তবে সেটি আর খেলার আনন্দের মধ্যে পড়ে না। ক্রিকেটের সৌন্দর্য যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সৌজন্য খুঁজে নেয়, সেখানে এই ধরনের সুর কিছুটা বেসুরোই শোনায়। পুরনো স্মৃতিও এই বিতর্কে ফিরে এসেছে। এক বছর আগে একটি ভিডিওতে একই সুর শোনা গিয়েছিল এক ক্রিকেটারের কণ্ঠে। তখনও হাসি ছিল, আবার অস্বস্তিও ছিল। সময়ের সঙ্গে সেই অস্বস্তি যেন আরও স্পষ্ট হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা জটিল। গ্যালারির মজা কোথায় শেষ হবে, আর কোথা থেকে শুরু হবে সম্মানের রেখা;সেই সীমারেখা আঁকতে না পারলে এই ধরনের বিতর্ক বারবার ফিরবে। আইপিএল শুধু ক্রিকেট নয়, এটি নানা সংস্কৃতির মিলনমেলা। সেই মেলায় যদি কারও পরিচয় সঙ্কুচিত হয়ে যায় কয়েকটি শব্দে, তবে উৎসবের রং ফিকে হতেই পারে।

চুক্তির ছাতার তলায় মুম্বই ক্রিকেট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় ক্রিকেটে এতদিন চুক্তি মানেই জাতীয় দল। কিংবা আইপিএলের ঝলমলে দুনিয়া। কিন্তু সেই আলোছায়ার বাইরে পড়ে থাকা এক বড় অংশ; ঘরোয়া ক্রিকেটাররা;অবশেষে পেলেন কাঠামোবদ্ধ সুরক্ষার ইঙ্গিত। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা এবার চালু করল বার্ষিক চুক্তি ব্যবস্থা, যা কার্যকর হবে আগামী মরসুম থেকে। এই সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক নয়, দর্শনেরও। কারণ, প্রতিভা শুধু আলোয় জন্মায় না, অন্ধকারেও লড়াই করে বড় হয়। সেই লড়াইয়ের স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ। যারা দেশের হয়ে খেলেন না, আইপিএলের মঞ্চেও জায়গা পাননি, অথচ ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত;তাদের জন্যই এই নতুন দরজা। তিনটি স্তরে ভাগ করা হবে ক্রিকেটারদের;ক, খ এবং গ। পারিশ্রমিকও সেই অনুযায়ী। শীর্ষ স্তরে থাকা ক্রিকেটাররা বছরে পাবে বারো থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা, মাঝের স্তরে আট থেকে বারো লক্ষ, আর তৃতীয় স্তরে নির্দিষ্ট অঙ্ক। অর্থের অঙ্ক এখানে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বড় হল নিশ্চয়তা;একটা নিশ্চিন্ত শ্বাস নেওয়ার সুযোগ। তবে এই চুক্তিরও শর্ত আছে। ফিটনেসের মানদণ্ড, সংস্থার নিবন্ধন, সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দল বা আইপিএলে না থাকা;সব মিলিয়ে এক কঠোর বাছাই প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শুধু প্রতিভা নয়, ধারাবাহিকতা আর শৃঙ্খলাও এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মুম্বই ক্রিকেট বরাবরই পথ দেখিয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ঘরোয়া ক্রিকেটের ভিতকে মজবুত করতে এই পদক্ষেপ হয়তো ভবিষ্যতে অন্য সংস্থাগুলোকেও ভাবতে বাধ্য করবে। কারণ, বড় মঞ্চের নায়করা তৈরি হয় এই অজানা লড়াইয়ের মধ্যেই;যেখানে আলো কম, কিন্তু স্বপ্ন ততটাই উজ্জ্বল।

অসুস্থ শরীর, তবু লড়াই, ম্যাচ জিতে বমি, রোনাল্ডোর রাতটা ছিল কঠিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মাঠে তিনি নামলে গল্প তৈরি হয়ই। কিন্তু এদিন গল্পটা গোলের নয়, শরীরের সঙ্গে লড়াইয়ের। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো পেটের যন্ত্রণা আর ক্লান্তি নিয়েই নামলেন মাঠে, আর ম্যাচ শেষ হতে না হতেই ছুটলেন ড্রেসিংরুমে;সেখানে গিয়ে বমিও করলেন। আল নাসরের হয়ে আল ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে এক-শূন্য জয়ের ম্যাচ। স্কোরশিটে নাম নেই রোনাল্ডোর, কিন্তু প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাঁর দূরপাল্লার শট থেকে তৈরি হয় গোলের সুযোগ, যা কাজে লাগান কিংসলি কোমান। তার আগে পোস্টে লাগানো শট, গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেওয়া প্রচেষ্টা;সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। কোচ জর্জ জেসুস পরে স্বীকার করলেন, ম্যাচের আগেই সন্দেহ ছিল তাঁকে খেলানো উচিত কি না। কারণ শরীর সায় দিচ্ছিল না। তবু নামলেন, খেললেন, দলের জয়ে অবদান রাখলেন;তারপর শরীর আর মানল না।

একচল্লিশ বছর বয়সেও এই তীব্রতা, এই দায়বদ্ধতা;সংখ্যার বাইরে গিয়ে অন্য গল্প বলে।

তবে সেই গল্পের মাঝেই লুকিয়ে থাকে সতর্কবার্তা;শরীরের সীমা আছে, আর সেই সীমা কখনও কখনও সবচেয়ে বড় তারকাকেও থামিয়ে দেয়।

খালিল ছিটকে, চেন্নাই শিবিরে চোটের ছায়া, আইপিএলের মাঝপথেই বড় ধাক্কা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলের দীর্ঘ পথচলায় কখনও কখনও সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে চোট। চেন্নাই শিবিরে সেই আশঙ্কাই এবার বাস্তব। বাঁহাতি পেসার খালিল আহমেদ ডান পায়ের কোয়াড্রিসেপসের চোটে ছিটকে গেলেন পুরো প্রতিযোগিতা থেকেই। দলের তরফে জানানো হয়েছে, সেরে উঠতে সময় লাগবে অন্তত বারো সপ্তাহ;অর্থাৎ এই মৌসুমে আর ফেরা হচ্ছে না। ঘটনাটা হঠাৎই। কলকাতার বিরুদ্ধে ম্যাচে নিজের শেষ ওভারে মাত্র পাঁচ বল করার পরই মাঠ ছাড়তে হয় খালিলকে। অসমাপ্ত ওভার শেষ করেন তরুণ গুরজপনীত সিং। সেই মুহূর্তে যা ছিল সামান্য অস্বস্তি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা বড় ধাক্কায় বদলে গেল। চেন্নাইয়ের সমস্যা এখানেই থেমে নেই। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও পুরোপুরি ফিট নন। চোট সারিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এখনও ম্যাচের পূর্ণ তালে নামার মতো অবস্থায় পৌঁছননি। অন্যদিকে নাথান এলিসও নেই পুরো মরসুমে, আর তাঁর বদলি স্পেন্সার জনসনও চোট কাটিয়ে এখনও দলে যোগ দিতে পারেননি। এই অবস্থায় দলের বোলিং আক্রমণে ফাঁক স্পষ্ট। বিকল্প হিসেবে সামনে আসছেন মুকেশ চৌধুরি কিংবা রামকৃষ্ণ ঘোষ। মুকেশ যেখানে বাঁহাতি পেসে সরাসরি বদলি হতে পারেন, সেখানে ঘোষ বাড়তি সুবিধা দেন ব্যাট হাতেও।

ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে;বিশেষ করে এক ম্যাচে সাত উইকেট কিংবা ঝড়ো ব্যাটিংয়ের ইনিংস। পাঁচ ম্যাচে দু'টি জয় নিয়ে চেন্নাই এখন মাঝপথে দাঁড়িয়ে। সামনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

কিন্তু প্রশ্নটা শুধু পরের ম্যাচ নয়;এই চোটের স্রোত থামবে কোথায়? আইপিএলের মতো ম্যারাথনে দল গড়ে ওঠে গভীরতায়, আর সেই গভীরতাই এখন বারবার পরীক্ষার মুখে।

এক পর্দা থেকে বহু পর্দা বিজ্ঞাপনের হিসেব কি এক সুতোয় বাঁধা যাবে?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

খেলা এখন আর শুধু টেলিভিশনের মধ্যে আটকে নেই। মোবাইল, স্মার্ট টিভি, স্ট্রিমিং;দর্শক ছড়িয়ে পড়েছে বহু পর্দায়। আর ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হয়েছে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় ধাঁধা; একই ব্র্যান্ডকে কতজন দেখল, কোথায় দেখল, আর তার প্রভাব কতটা? এই জটিল সমীকরণ মেলাতেই সামনে এসেছে নতুন উদ্যোগ। টিএম স্পোর্টস এখন বিজ্ঞাপনের নজরদারি বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে টেলিভিশন এবং লাইভ স্ট্রিমিং,

দুটো দিকেই। অর্থাৎ, শুধু সম্প্রচার নয়, মোবাইল বা কানেক্টেড টিভিতেও কোন বিজ্ঞাপন কতবার দেখা গেল, সেটাও ধরা পড়বে এক ফ্রেমে। মূল সমস্যা ছিল 'বিচ্ছিন্নতা'। দর্শক একসময় এক পর্দায় থাকত, এখন ম্যাচ দেখতে দেখতে পর্দা বদলায়। ফলে বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝতেই পারছিলেন না, তাঁদের প্রচারের আসল প্রভাব কোথায়। এই নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য সেই ফাঁক ভরাট করা;একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি মাপা। এই ব্যবস্থায় শুধু বিজ্ঞাপন দেখানোই নয়, খেলার মাঝখানে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি;স্টেডিয়ামের হোর্ডিং, ধারাভাষ্যে উল্লে, এমনকি ডিজিটাল ও সামাজিক মাধ্যমেও;সব কিছু একসঙ্গে ধরা হবে। ফলে স্পনসররা বুঝতে পারবেন তাঁদের বিনিয়োগের আসল ফল কতটা। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়; এতে কি পুরো সমস্যার সমাধান? আংশিক। কারণ প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, দর্শকের আচরণ সবসময় সরল সমীকরণ মানে না।

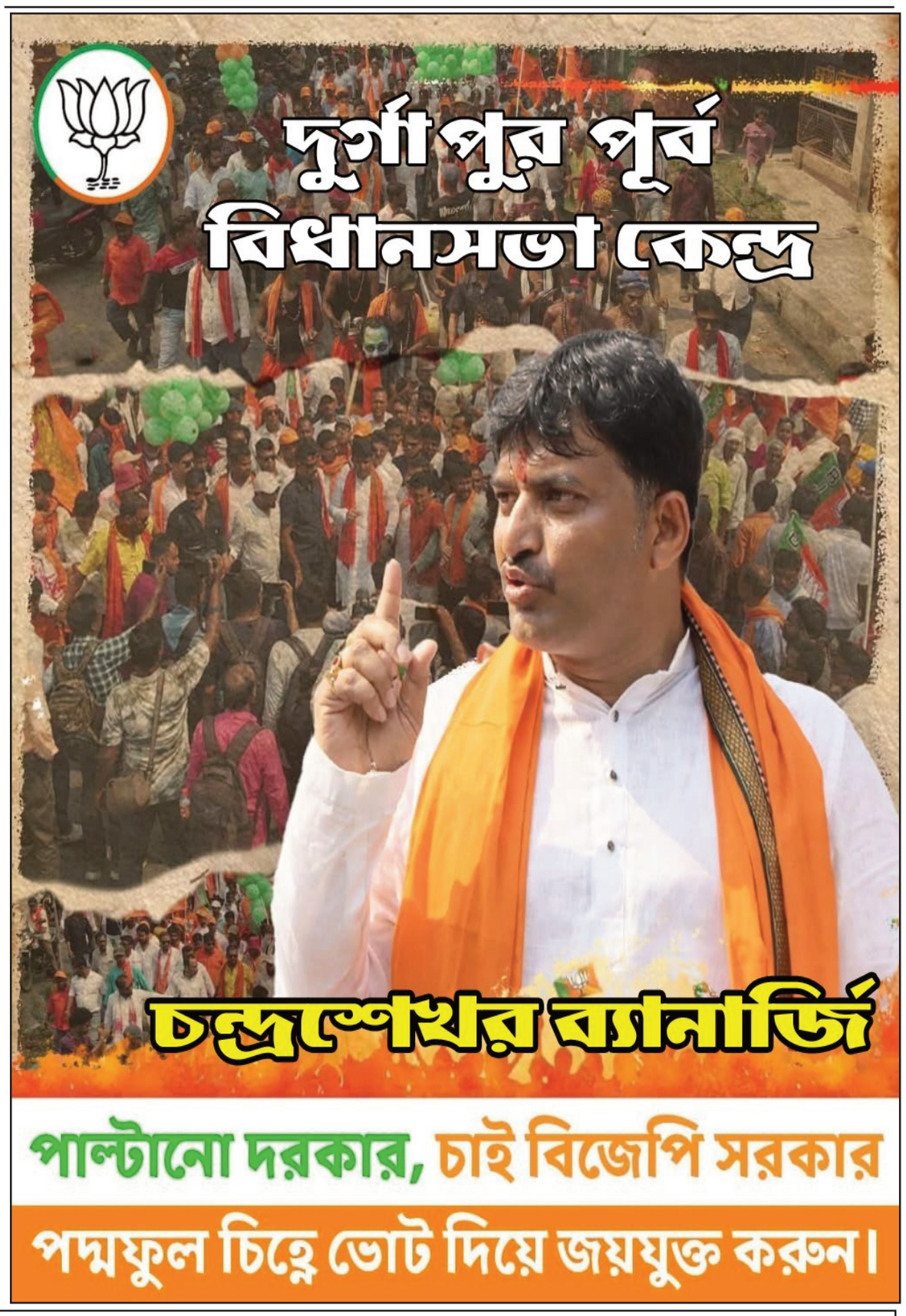

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com